উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

MLD

বঙ্গেও একলা চলার ভাবনা কংগ্রেসের » ৭

নজরের আড়ালে সংগ্রহশালা

একাঙ্ক নাটকের জনক হিসেবে খ্যাত মন্মথ রায়। বাংলা নাট্যজগতে যাঁর ভূমিকা অপরিসীম। বালুরঘাটের রথতলাপাড়ায় তাঁর বাড়ি বর্তমানে স্মৃতিগৃহ হিসেবে নির্মিত। » ৩

গল্প ফেঁদে টাঙনের বালি চুরি

মুখে জেলা প্রশাসনের অনুমতির কথা। সেই গল্প ফেঁদে রাধিকাপুর অঞ্চলের টাঙন নদী থেকে প্রকাশ্যে চলছে বালি চুরি। বসে নেই কালিয়াগঞ্জের ভূমি দপ্তরও। » ৪

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

মালদা		রায়গঞ্জ		বালুরঘাট		শিলিগুড়ি	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
২৬°	১২°	২৭°	১২°	২৫°	১২°	২৭°	১৩°

দীর্ঘদিন পর সেঞ্চুরি রোহিতের » ১২

২৭ মাঘ ১৪৩১ সোমবার ৫.০০ টাকা 10 February 2025 Monday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 262

লুকিয়ে ভারতে আসা যাওয়ার জের

ঘুষ দিয়ে ফেরার পথে পাকড়াও

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ৯ ফেব্রুয়ারি : মাস তিনেক আগে হিলি সীমান্তে পড়শি দেশের এক দালালের সাহায্যে দিল্লি পৌঁছান দুই বাংলাদেশি মহম্মদ রাশেদুল এবং মহম্মদ রফিকুল। দালালির কমিশন বাবদ দুজনের খরচ হয়েছিল বারো হাজার টাকা। দিল্লিতে তারা একটি নির্মাণ সংস্থায় কাজে যোগ দেন। কিন্তু ফেরার সময় ঘটে বিপত্তি। শনিবার রাত ১১টায় রায়গঞ্জ স্টেশনে ধরা পড়লেন দুজনেই।

নির্বিঘ্নে দালাল মারফত দুজনে ঢুকেছিলেন ভারতে। কাজকর্ম সারার পর রাশেদুল ইসলাম এবং রফিকুল মিয়াঁর হেমতাবাদের চৈনগর দিয়ে বাংলাদেশে ফিরে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল। দিল্লি থেকে ট্রেন ধরে বারসই নামার পর রাধিকাপুরের লোকাল ট্রেনে রায়গঞ্জে আসেন তারা। হেমতাবাদের এক দালালের সঙ্গে ওপারে যাওয়ার জন্য স্টেশনে যাওয়ার কথা ছিল। পুলিশ জানিয়েছে, স্টেশনে আসার কথা ছিল মহম্মদ ইসমাইল নামে আর এক দালালের। তার সাহায্যে ওই দুজন বাংলাদেশি পদ্মাপারে ফিরে যেতেন। বিনিময়ে ওই দালালকে দিতে হত আট হাজার টাকা। কিন্তু শেষরক্ষা হল না। বাংলাদেশ ফিরে যাওয়ার আগেই তারা পুলিশের হাতে ধরা পড়ল।

তদন্তকারীদের সূত্রে জানা যায়, রাশেদুলের বাড়ি বাংলাদেশের কুড়িগ্রাম জেলার কদমতলায়। অপরদিকে, রফিকুলের বাড়ি গাইবান্ধার মহেশপুরে। শনিবার রাত ১১টায় স্টেশনে দুজনকে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখলে জিআরপির সন্দেহ হয়। তারা পিসি পার্টিকে ফোন করে। স্টেশনে পৌঁছে ওই দুইজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তারা বাংলাদেশি বলে স্বীকার করে নেন। রবিবার ধৃতদের রায়গঞ্জের মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

ধরা পড়ার ইতিবৃত্ত

- শনিবার রাত ১১টায় স্টেশনে দুজনকে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখলে জিআরপির সন্দেহ হয়
- তদন্তকারীরা স্টেশনে ওই দুজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তারা বাংলাদেশি বলে স্বীকার করে নেয়

রায়গঞ্জ সিজেএম কোর্টের সরকারি আইনজীবী নীলাদ্রি সরকার বলেন, ‘ধৃতদের বিরুদ্ধে ফরেন অ্যাক্টে মামলা রুজু করেছে পুলিশ। বিচারক জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।’ পুলিশ সুপার মহম্মদ সানা আখতার বলেন, ‘দুই বাংলাদেশিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। শুরু হয়েছে তদন্ত।’

রপ্তানির ট্রাকে এল বাংলাদেশি

অরিন্দম বাগ

মালদা, ৯ ফেব্রুয়ারি : দুই দেশের সীমান্তরক্ষীদের নজর এড়িয়ে লরিতে চেপে ভারতে পাড়ি দেয় এক তরুণ। ধরা পড়ে সে ওই লরির নম্বর জানালে পুলিশ তদন্তে নামে। এরপর তদন্তে উঠে আসা তথ্য দেখে তাদের চোখ ছানাবড়া। গাড়ির লাইসেন্স একজনের নামে। আর সেই লাইসেন্স নিয়ে বাংলাদেশ গিয়েছিল অন্যজন। দুজনকেই পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। গ্রেপ্তার করেছে বাংলাদেশের ওই তরুণকেও।

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এবং বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়িয়ে পণ্যবাহী গাড়িতে চেপে ভারতে ঢোকে ১৯ বছরের ফজলুল হক। ‘এলেম নতুন দেশে’ এলে বাকিদের যা হয়, ফজলুলের ক্ষেত্রে তার অন্যথা হয়নি। গোল গোল চোখে এদিকে তাকায়, সেদিকে তাকায়। শনিবার লোটন মসজিদের পিছনে ফজলুল এলোমেলোভাবে ঘোরাঘুরি করছিল। এর কাছেই লুকোচুরি ক্যাম্প। সেখানকার পুলিশের নজরে পড়ে ফজলুল। তাঁকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়। তাতে প্রথম রহস্যের উন্মোচন হলে পুলিশ এবার দ্বিতীয় ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ে।

ফজলুল যে লরিতে করে এদেশে এসেছিল, সে ওই লরির নম্বর পুলিশকে দিলে তদন্ত শুরু হয়। তদন্তে উঠে আসে লাইসেন্সের মালিক সুকরু আলি। বাড়ি ইংরেজবাজারের কমলাবাড়ি। কিন্তু তাঁর লাইসেন্সে বাংলাদেশে লরি নিয়ে গিয়েছিল তারই ভাই রসিদুল ইসলাম। দুজনকেই আটক করে জেরা চালায় তদন্তকারী অফিসাররা। বয়ানে অসংগতি মেলায় দুই ভাইকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। তাদের ও বাংলাদেশের তরুণকে রবিবার মালদা জেলা আদালতে পেশ করা হয়।

কী করে বাংলাদেশ থেকে ভারতে এল ফজলুল? পুলিশকে দেওয়া তার বয়ান অনুযায়ী, ভারত থেকে একটি লরি গিয়েছিল বাংলাদেশে। সেই লরিতে মাল আপলোড করা হয়। বৃষ্টি বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে মাল বাঁচাতে লরিতে ওঠানো জিনিসপত্রের পিছনে ত্রিপল ভাঁজ করে রাখা ছিল। সেই ত্রিপলে লুকিয়েই লরিতে চেপে ভারতে ঢুকে পড়ে ফজলুল।

যেভাবে সীমান্ত পেরোলো

- ভারত থেকে একটি লরি গিয়েছিল বাংলাদেশে। লরিতে ওঠানো জিনিসপত্রের পিছনে ত্রিপল ভাঁজ করে রাখা ছিল
- সেই ত্রিপলে লুকিয়েই লরিতে চেপে ভারতে ঢুকে পড়ে ফজলুল

আদালতে যাওয়ার পথে ফজলুল জানায়, ‘বাংলাদেশের পরিস্থিতি খুব খারাপ। কাজ পাওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। তাই, কাজের খোঁজে লুকিয়ে ভারতে এসেছি।’ কিন্তু বরাত মন্দ। কাজ তো জুটলই না, উলটে ঠাঁই হল ফাটকে।

একনজরে গৌড়বঙ্গে মাধ্যমিক চিত্র

মালদা
মোট পরীক্ষার্থী- ৪৭,৯০০
(গত বছর ছিল- ৪৪,৮৯০)
ছাত্র- ২০,৬৭২
ছাত্রী- ২৭,২২৮
মোট পরীক্ষাকেন্দ্র- ১২২

উত্তর দিনাজপুর
মোট পরীক্ষার্থী- ৩৪,৬০৮
(গত বছর- ৩২,৯০৪)
ছাত্র- ১২,৩৩৫
ছাত্রী- ২২,২৭৩
মোট পরীক্ষাকেন্দ্র- ১০১

দক্ষিণ দিনাজপুর
মোট পরীক্ষার্থী- ১৭,৩২০
(গত বছর ছিল- ১৮,৫৯৯)
ছাত্র- ৭,৪৫০
ছাত্রী- ৯,৮৭০
মোট পরীক্ষাকেন্দ্র- ১০১

- *গৌড়বঙ্গের তিন জেলাতেই ছাত্রদের তুলনায় ছাত্রী পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বেশি।*
- *দক্ষিণ দিনাজপুরে এবার পরীক্ষার্থী কমেছে ১,২৭৯ জন*
- স্কুল ও মাদ্রাসার মাধ্যমিক সংক্রান্ত বিস্তারিত খবর দুইয়ের পাতায়।

তিস্তার ভাগ নিয়ে চড়া সুর ঢাকার

ভারতের বিবৃতিতে ক্ষুব্ধ বাংলাদেশ

ঢাকা, ৯ ফেব্রুয়ারি : ভারতকে ক্রমাগত রক্তচক্ষু দেখিয়েই চলেছে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন নতুন বাংলাদেশ। ভারতের নিরাপদ আশ্রয়ে থেকে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার লাগাতার বিবৃতি প্রদান করা নিয়ে আগেই ক্ষোভ প্রকাশ করেছিল ঢাকা। তার জন্য বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের ভারপ্রাপ্ত হাইকমিশনারকে তলব করে কড়া বার্তাও দেওয়া হয়েছিল। এবার মৌলবাদী ছাত্র-জনতার হাতে ধানমন্ডি ৩২-এ বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক বাসভবন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়া ভারতের বিবৃতিতে তীব্র ক্ষোভপ্রকাশ করেছে ইউনূসের সরকার। রবিবার নয়াদিল্লির আচরণকে অনাকাঙ্ক্ষিত এবং অনভিপ্রেত বলে আখ্যা দিয়েছে বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রক। ভারতের নাম না করে মন্ত্রকের মুখপাত্র রফিকুল আলম সাফ বলেছেন, ‘অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে বাংলাদেশ বিবৃতি দেয় না। অন্য দেশের থেকেও একই প্রত্যাশা করি আমরা।’ শুধু মুজিবের বাড়ি ভাঙা নিয়েই নয়, তিস্তার জলবণ্টন নিয়েও ভারতকে নিশানা করেছে ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকার। রবিবার স্থানীয় সরকার ও যুব এবং ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ ভুঁইয়া বলেন, আগের সরকার ভারতের সঙ্গে নতজানু হয়ে কেবল ছবি তুলেছে। কিন্তু তিস্তা নিয়ে কোনও কথা বলেনি। আমরা তিস্তার ন্যায্য ভাগ দেওয়ার জন্য ভারতকে বাধ্য করব।’ জাতীয় নাগরিক কমিটির সদস্যসচিব আখতার হোসেন বলেন, ‘ভারত আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করে বাংলাদেশের সঙ্গে ছিনিমিনি খেলছে। তিস্তার জল নিয়ে ভারত যে টালবাহানা করেছে দরকার হলে আন্তর্জাতিকস্তরে বিচারের সম্মুখীন হয়ে ন্যায্য পাওনা চাইব।’

বুধবার রাতে মুজিবের বাড়ির বিশাল অংশ ভেঙে গুঁড়িয়ে ফেলা হয়। ওই ঘটনাকে দুর্ভাগ্যজনক বলে আখ্যা দিয়েছিল ভারতের বিদেশমন্ত্রক। তা নিয়ে রফিকুলকে প্রশ্ন করা হলে রফিকুল বলেন, নয়াদিল্লির বিবৃতি আমাদের নজরে এসেছে। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে তাদের এই মন্তব্য অনাকাঙ্ক্ষিত এবং অনভিপ্রেত। প্রতিবেশী দেশে আমরাও বিভিন্ন অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি দেখেছি। কিন্তু অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ কোনও বিষয়ে বাংলাদেশ বিবৃতি দেয় না।’ ভারতের বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেছিলেন, ‘বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমানের বাড়িটি দমনপীড়নের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের মানুষের বীরোচিত প্রতিরোধের ঐতিহ্য বহন করে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার লড়াইয়ের গুরুত্ব যাঁরা বোঝেন তাঁরা এই বাড়ির ঐতিহ্য এবং গুরুত্ব সম্পর্কেও অবহিত। এই ভাঙচুর ও ধ্বংসলীলার কঠোর সমালোচনা করা উচিত।’

শুধু মুজিবের বাড়ি নয়, শেখ হাসিনার সুধা সদন সহ আওয়ামি লিগের একাধিক শীর্ষ নেতা এবং প্রাক্তন মন্ত্রীর বাড়িতেও ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। ইউনূস সরকার অবশ্য এই পরিস্থিতির জন্য হাসিনাকেই দায়ী করেছে। এদিকে *এরপর দশের পাতায়*

মণিপুরে নাটকীয়ভাবে ইস্তফা বীরেনের

ইম্ফল, ৯ ফেব্রুয়ারি : মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে শেষপর্যন্ত ইস্তফা দিলেন এন বীরেন সিং। রবিবার ইম্ফলের রাজভবনে গিয়ে রাজ্যপাল অজয়কুমার ভাল্লার হাতে ইস্তফাপত্র তুলে দেন তিনি। বীরেন সিংয়ের সঙ্গে ছিলেন বিজেপি নেতা সম্বিত পাত্র, রাজ্যে দলের সভাপতি এ শারদা এবং শাসক জোটের ১৪ জন বিধায়ক।

প্রায় দু-বছর ধরে চলা জাতি হিংসায় বিধ্বস্ত মণিপুর। মেইতেই-কুকি সংঘর্ষে ২০০-র বেশি মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। গৃহহীন প্রায় ৬০ হাজার। হিংসা ঠেকাতে ব্যর্থ বীরেন সিংয়ের ইস্তফার দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে সরব বিরোধী দলগুলি। সোমবার মণিপুর বিধানসভায় বাজেট পেশ হওয়ার কথা। সূত্রের খবর, তারপরেই রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা আনার পরিকল্পনা করেছিল বিরোধী দল কংগ্রেস। এই পরিস্থিতিতে রবিবার দিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা’র সঙ্গে বৈঠকে বসেন মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী। দেখা করেন বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডার সঙ্গে। তারপর এদিন রাজ্যে ফিরেই চলে যান রাজভবনে।

পদত্যাগপত্রে রাজ্যের উন্নয়নে সহযোগিতার জন্য কেন্দ্রকে ধন্যবাদ জানালেও মণিপুরে হিংসা নিয়ে নীরব বীরেন সিং। যদিও হিংসা ঠেকাতে ব্যর্থতার জেরেই যে বীরেন সিং ইস্তফা দিতে বাধ্য হয়েছেন, তা নিয়ে ধোঁয়াশা নেই। ইস্তফাপত্রে *এরপর দশের পাতায়*

পঞ্চানন্দপুরে গঙ্গা চরে অস্তিত্বের সংকটে ভোঁদড়েরা। রবিবার। - কল্লোল মজুমদার *বিস্তারিত খবর দশের পাতায়।*

পুরোনো গাছ শুকিয়ে যাচ্ছে, ঘরছাড়া টিয়ারা

সিদ্ধার্থশংকর সরকার

পুরাতন মালদা, ৯ ফেব্রুয়ারি : ভালোবাসার সপ্তাহে মানুষ মশগুল থাকলেও রাগ-অনুরাগের সময় বা সুযোগ কোনওটাই নেই তাদের। কারণ ঘর হারিয়ে এখন তারা অস্তিত্বের সংকটে। অপরাধ বোধহয় একটাই। তারা মানুষ নয় পাখি। পুরাতন মালদার কোর্টস্টেশন রোডের গিধনী মোড়ে গেলে এই নিরাশার ছবিই চোখে পড়ছে।

আগ্রাসী মানুষের পরিবেশ শেষ করার রাক্ষুসে খিদের সামনে হার মেনেছে বহু প্রাচীন মেহগনি, দেবদারু গাছ। শুকিয়ে গিয়ে কার্যত মৃত এই গাছগুলি। আর এতেই বাসস্থান হারিয়ে ভবঘুরে হওয়ার মুখে বহুল সংখ্যক টিয়া পাখি।

এক সময় সবুজ সতেজ পাতায় মোড়া এই গাছগুলি এখন শুধুই কঙ্কাল। অবস্থা এমনই শোচনীয় যে খুব ছোট মাপের প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা ঘটলেই হয়তো ভেঙে পড়বে গাছগুলি। তবে আশ্রয়হারা মানুষদের এসব নিয়ে ভাবার সময় কোথায়। যান্ত্রিকতার যুগে পাখির কলতান শোনার কিংবা, ছোট্ট খেচর সংসারের বেঁধে বেঁধে থাকার দৃশ্য দেখার সময় নেই কারও। তাই পুরাতন মালদায় এইভাবে পাখির সংখ্যা কমে যাওয়া নিয়ে বিশেষ কোনও প্রতিক্রিয়া নেই।

গাছ শুকিয়ে যাওয়ায় অনেক পাখি অন্যত্র উড়ে গিয়েছে। কিন্তু ওই প্রাচীন গাছগুলি কীভাবে শুকিয়ে গেল, এনিয়ে কেউ ব্যাখ্যা দিতে পারছেন না। পক্ষীপ্রেমীরা জানিয়েছেন, আলেকজান্দ্রিন প্যারাকিট প্রজাতির টিয়া পাখিদের বাসা রয়েছে ওই গাছগুলিতে। এই টিয়াগুলো সাধারণত সবুজ রংয়ের হয় এবং এদের গলায় একটি লাল রংয়ের দাগ থাকে। দেখা মেলে ভারত, বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কায়। গাছগুলি *এরপর দশের পাতায়*

সিঁদুর দানের ছবি পোস্ট, গলায় ফাঁস কিশোরীর

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ৯ ফেব্রুয়ারি : রোজ ডে’তে এলাকার একটি অনুষ্ঠানে সাক্ষাৎ। সেখানেই মজার ছলে সিঁদুর দান কিশোরীকে। এখানেই শেষ নয়। হাজার বারণ সত্ত্বেও সেই ছবি পোস্ট সোশ্যাল মিডিয়ায়। অপমান সহ্য করতে না পেরে গলায় ফাঁস প্রেমিকার। মমান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে রায়গঞ্জ থানার একটি গ্রামে।

পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, করণদিঘির একটি গ্রামের বাসিন্দা এক তরুণের সঙ্গে ওই কিশোরীর প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। অভিযুক্ত তরুণ করণদিঘির একটি হাইস্কুলের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। তবে এই সম্পর্কের বিষয়ে কিশোরী ও তরুণ দু’তরফের পরিবারই অবগত ছিল। দিন দুয়েক আগে এলাকার একটি অনুষ্ঠানে দেখা হয় তাদের। সেখানে মজার ছলে তরুণ, কিশোরীকে সিঁদুর পরান। সেই সঙ্গে কিশোরীকে নিয়ে একাধিক ছবিও তোলেন। এতদূর পর্যন্ত তবুও ঠিক ছিল। সমস্যার সূত্রপাত তারপর থেকেই। সেই ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে ওই তরুণ। তরুণকে একাধিকবার সেই ছবি ডিলিট করতে বলে তরুণী। শেষে ছবি ডিলিট করবে না বলে জানান তরুণ। এরপরেই অপমানে গলায় ফাঁস দেয় ওই কিশোরী।

কিশোরীর বাবা বলেন, ‘আমার মেয়ের সঙ্গে একাধিক ছবি তুলে সেই ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে ওই তরুণ। সেই ছবি মেয়ে দেখার পরেই ওই তরুণকে বারংবার ফোন করে ডিলিট করার কথা বলে।’ তিনি জানান, ‘এই ঘটনায় অভিযুক্ত তরুণের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হবে। রায়গঞ্জ থানায় একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু হয়েছে।’

শোয়ার ঘরে গলায় ওড়নার ফাঁস লাগানো অবস্থায় ওই কিশোরীকে উদ্ধার করে পরিবারের লোকেরা। তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে স্থানীয় গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসলে জরুরি বিভাগের চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। রবিবার মৃতদেহ ময়নাতদন্তের পর পরিবারের হাতে তুলে দেয় রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। রায়গঞ্জ থানার পুলিশ আধিকারিক বলেন, ‘মৌখিক অভিযোগ পেয়েছি। লিখিত অভিযোগ দায়ের করতে বলা হয়েছে। অভিযোগ হলে অভিযুক্ত তরুণকে গ্রেপ্তার করা হবে।’

প্রেমের টানে ব্রাজিল পাড়ি সজলের

ভালোবাসার গল্প

১৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে ভালোবাসার সপ্তাহ। উত্তরবঙ্গ সংবাদে এই সময়কালে রোজই থাকবে অভিনব এক-একটি ভালোবাসার গল্প। আজ আলিপুরদুয়ারের এক তরুণের কাহিনী

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ৯ ফেব্রুয়ারি : ‘সাত সমুন্দর পার ম্যায় তেরে পিছে পিছে আ গয়ি’। ১৯৯১ সালে মুক্তি পাওয়া হিন্দি সিনেমা বিশ্বাত্মা সিনেমার এই গান তিন দশক পার করেও সমান জনপ্রিয়। ভালোবাসার এমন টানের জলজ্যান্ত উদাহরণ যেন আলিপুরদুয়ারের তরুণ সজল রায়। ভালোবাসার টানেই যেন সাতসমুদ্র পার করে প্রায় ১৬ হাজার কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে ব্রাজিল পাড়ি দিয়েছেন আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের তপসিখাতা গ্রাম পঞ্চায়েতের পাঁচকন্যারপাটের মতো প্রত্যন্ত গ্রামের এই তরুণ। তবে সেই টানের জোর আছে বটে।

সপরিবারে ওরা তিনজন।

যাঁর টানে এতটা পথ পাড়ি, সেই ব্রাজিলিয়ান তরুণী লুডমিলা ব্রিটো এখন সজলের স্ত্রী। গত ৭ বছর ধরে ব্রাজিলেই সংসার পেতেছেন সজল-লুডমিলা। স্রেফ ভালোবাসার টানে এতদূর? হাসতে হাসতে সজল বলছেন, ‘ভালোবাসার মধ্যে বিশ্বাসটা বড় বিষয়। বিশ্বাসে মেলায় বস্তু...’

সজলের এই সাহস করে ব্রাজিলে পাড়ি দেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর স্ত্রী লুডমিলার ভূমিকাও কিন্তু কম নয়। হয়তো কিছুটা বেশিই। প্রথম পদক্ষেপটা করেছিলেন লুডমিলাই। ব্রাজিল থেকে আলিপুরদুয়ারে পা রেখেছিলেন। তারপর লুডমিলার হাত ধরে পেলের দেশে পাড়ি দেন সজল।

এই ‘আন্তর্জাতিক’ প্রেমের সূত্রপাত ২০১৪ সালে। ফেসবুকে দুজনের পরিচয় হয়। এরপর কথা বাড়ে। বন্ধুত্বের জল গড়ায় প্রেমের সম্পর্কের *এরপর দশের পাতায়*

জার্মানিতে গিটার নিয়ে লড়বেন অভিনব

তমোঘ্ন ব্রহ্ম

শিলিগুড়ি, ৯ ফেব্রুয়ারি : নিজের শহরে যখন আরও কয়েকজনের পরিচিতের সঙ্গে মিলে প্রথম মেটাল ব্যান্ড খুলেছিলেন, তখন প্রথম অনুষ্ঠানে মঞ্চ থেকে প্রায় সত্তর শতাংশ ফাঁকা প্রেক্ষাগৃহ বেশ কষ্ট দিয়েছিল তাঁকে। এছাড়া দীর্ঘদিন সকলকে বোঝাতে হচ্ছিল রক এবং মেটাল মানে কী। এসব যে পাথর আর ধাতুর বাইরেও অন্য কিছু হতে পারে, সেকথা বোঝাতেও জেরবার হতে হয়। কিন্তু তার পরেও নিজের এবং নিজের শিল্পের ওপর বিশ্বাসে এতটুকু চিড় ধরেনি।

অন্য সহপাঠীরা ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। সেসময় রায়গঞ্জের কলেজপাড়ার বাসিন্দা অভিনব সিনহা শুধু নিজের সাধনায় ব্যস্ত ছিলেন। সেই দাঁতে দাঁত চেপে লড়াই এবার তাঁকে সুযোগ এনে দিল জার্মানিতে গিটার বাজানোর। গত ৬ ফেব্রুয়ারি বেঙ্গালুরুতে 'ওয়াকেন মেটাল ব্যাটেল' প্রতিযোগিতায় দেশের শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা লাভ করে অগাস্টে জার্মানির আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের ছাড়পত্র পেয়েছে কলকাতার ব্যান্ড 'পঞ্চভূতা'। সেই ব্যান্ডের অন্যতম সদস্য অভিনব।

অভিনব সিনহা

কলকাতা থেকে ফোনে অভিনবর মন্তব্য, 'ওখানে ভারতের পাশাপাশি নেপাল থেকেও বেশ কিছু ব্যান্ড অংশগ্রহণ করেছিল। আমরা নিজেদের মিউজিকের সঙ্গে মিশিয়ে একটা অন্য ধরনের কিছু সকলকে শোনানোর চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু একেবারে প্রথম হয়ে যাব, এটা কখনোই ভাবতে পারিনি।'

ছোট থেকে কার্যত গানের পরিবেশেই বড় হয়ে ওঠা। বাবা সরোজ সিনহা শহরের অন্যতম গুণী শিল্পীদের মধ্যে একজন। প্রথমে বাবার কাছে গান শেখা শুরু করলেও অচিরেই ভালোবেসে ফেলেন গিটারকে। এরপর রায়গঞ্জেরই স্বপন পালের কাছে গিটার শেখা শুরু। এরপরের গল্পটা শুধুই সাফল্যের। স্কুলের গণ্ডি পেরোনোর আগেই শহরের অন্যতম বড় গিটারিস্ট হন তিনি। শিলিগুড়ি গিয়ে গিটার শিক্ষা চলে দীর্ঘদিন।

সবকিছু যখন ঠিকঠাক চলছে, হঠাৎই মনে হল নিজেকে আরও পরীক্ষা করা দরকার। ব্যাস, সব ছেড়েছুড়ে কলকাতা পাড়ি দিলেন রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্নাতক অভিনব। সেখানে এক বেসরকারি স্কুলে গিটার শেখানোর পাশাপাশি চলতে লাগল বিভিন্ন জায়গায় নিজেকে প্রমাণ করা। এরপর হঠাৎই পঞ্চভূত'য় সুযোগ আর সেখান থেকে এবার জার্মানি পাড়ি।

বাবা সরোজ, মা প্রতিভা এবং দাদা সপ্তর্ষি সবসময় অভিনবকে সমর্থন জুগিয়েছেন। তাঁর এই সাফল্যে আজ খুশি ওঁরাও। অভিনব বর্তমানে কলকাতায় আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার প্রস্তুতিতে ব্যস্ত। খুব দ্রুত রায়গঞ্জে ফিরবেন। সেই অপেক্ষাতেই রয়েছে তাঁর বাড়ির সকলে।

উড়ে যাই যদি বুনো পাখিদের ঝাঁকে... । রবিবার বালুরঘাটে। - মাজিদুর সরদার

গৌড়বঙ্গে মাধ্যমিকের শেষমুহূর্তের প্রস্তুতি

নিউজ ব্যুরো

৯ ফেব্রুয়ারি : চলতি মাসের ১০ তারিখে রাজ্যজুড়ে শুরু হতে চলেছে, স্কুলজীবনের প্রথম বড় পরীক্ষা, মাধ্যমিক। যার জেরে রাজ্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে প্রস্তুতি শুরু গৌড়বঙ্গে।

পরীক্ষার্থীদের সমস্যা এড়াতে ড্রাইভার ইউনিয়নগুলির সঙ্গে বৈঠক করল ইংরেজবাজার থানা ও মালদা জেলা ট্রাফিক পুলিশ। পরীক্ষার্থীদের থেকে বেশি ভাড়া নিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। শনিবার পুরাতন মালদার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের বাঁচামারি এলাকায় মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হল।

কালিয়াগঞ্জ ব্লক ও শহর থেকে ২৯৯৩ জন মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসবে। ক্লাসরুম ও টয়লেট পরিষ্কারের কাজ চলছে। কেন্দ্রগুলিতে সিট নম্বর বসানো হচ্ছে। সেন্টার সম্পাদকের তরফে জানা যায়, বিশেষভাবে সক্ষম পরীক্ষার্থীদের জন্য আলাদা রংয়ের খাতার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তারা ৪৫ মিনিট বেশি সময় পাবে উত্তর লেখার জন্য। এবছর কালিয়াগঞ্জের মাধ্যমিক পরীক্ষাকেন্দ্রগুলি দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। 'এ' গ্রুপে পাঁচটি স্কুল, 'বি' গ্রুপে ছয়টি স্কুল রয়েছে।

এবার বংশীহারীকেন্দ্রের ৭টি স্কুলে ২৭৭৫ জন পরীক্ষায় বসবে। যার মধ্যে ১২৪৫ জন ছাত্র ও ১৫৩০ জন ছাত্রী রয়েছে। ১৭টি স্কুলের পড়ুয়ারা বংশীহারী কেন্দ্রে পরীক্ষা দেবে। সিসি ক্যামেরার নজরদারি থাকছে।

কালিয়াচক-৩ নম্বর ব্লকের ১১টি স্কুলের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৩২৫৭ জন। বৈষ্ণবনগর থানার ৭টি স্কুলে পরীক্ষাকেন্দ্র রয়েছে। ট্রাফিক জ্যাম এড়াতে বৈষ্ণবনগরের রাস্তায় যান চলাচলে বিধিনিষেধ জারি থাকবে।

এদিকে, উত্তর দিনাজপুরে ২১টি মুখ্য কেন্দ্রে থাকছেন এগজিকিউটিভ অফিসার। পরীক্ষা ব্যবস্থার পর্যবেক্ষণ করবেন তিনি। ১০১টি কেন্দ্রের ২১টি মুখ্য কেন্দ্রের মাধ্যমে পরিচালিত হবে। মোট পরীক্ষার্থী ৩৪ হাজার ৬০৮ জন। করণদিঘি, চাকুলিয়া, গোয়ালপোখর, চোপড়া ও ইসলামপুরে স্পেশাল অবজার্ভার থাকছেন। ১৯৬৮ সালে প্রতিষ্ঠিত রায়গঞ্জের মাড়াইকুড়া ইন্দ্রমোহন উচ্চ বিদ্যাপীঠে এবছর প্রথম মাধ্যমিক পরীক্ষা হচ্ছে।

বালুরঘাট ব্লক ও পুরসভার বিভিন্ন কেন্দ্র ঘুরে দেখলেন প্রশাসনিক আধিকারিকরা। বিভিন্ন পরীক্ষাকেন্দ্র ঘুরে দেখেন জেলা স্কুল পরিদর্শক (মাধ্যমিক) দেবাশিস সমাদ্দার, পুলিশ ও প্রশাসনের আধিকারিকরা।

পরিকাঠামো, নিরাপত্তা, শৌচালয় ও পরীক্ষার জায়গার সমস্যাগুলি খতিয়ে দেখা হয়। জেলার ৮টি ব্লকে ১টি করে অ্যাম্বুল্যান্স রাখা হচ্ছে। জেলায় ১৭ হাজার ৩২০ জন পরীক্ষার্থী রয়েছে। ১১টি মেইন ও ৪২টি সাব ভেনু মিলিয়ে পরীক্ষাকেন্দ্রের সংখ্যা ৫৩টি। বালুরঘাটের বিডিও সম্বল ঝা পতিরামের তিনটি কেন্দ্র ঘুরে দেখলেন। কুশমণ্ডির পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ২৪২৬ জন। ৬টি হাইস্কুলে এই পরীক্ষা হবে বলে জানিয়েছেন কুশমণ্ডি হাইস্কুলের টিআইসি ফিরোজ আলম।

সিট বসানোর কাজ চলছে। - মুরতুজ আলম

এদিকে, একই দিনে শুরু হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা বোর্ড পরিচালিত ২০২৫ সালের হাই মাদ্রাসা, আলিম ও ফাজিল। দক্ষিণ দিনাজপুরে এবছর ৫টি পরীক্ষাকেন্দ্রে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ১০৩৩ জন। দক্ষিণ দিনাজপুর ডিস্ট্রিক্ট লেভেল অ্যাডভাইজারি কমিটির অন্যতম সদস্য সাত্তার আলি সরকার জানান, পরীক্ষার দিনগুলিতে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের নেতৃত্বে পরীক্ষা কেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করা হবে।

শব্দদানবের দাপটে সমস্যায় পরীক্ষার্থীরা

কালিয়াগঞ্জ, ৯ ফেব্রুয়ারি : সোমবার থেকে শুরু মাধ্যমিক। অথচ সেসব থোড়াই কেয়ার। উচ্চস্বরে বাজছে শব্দদানব। সন্ধের পর থেকে কান পাতা দায় হয়ে উঠছে। ফলে পড়াশোনায় মনোযোগ দিতে আরও অসুবিধা হচ্ছে। অভিযোগ, এনিয়ে কালিয়াগঞ্জের প্রশাসন একেবারে নিরুত্তাপ।

বিয়ের মরশুম। চারদিকে রঙিন আলোর ঝলকানি। দোসর উচ্চস্বরে বেজে ওঠা গান ও চটুল নাচ। ভরপুর উন্মাদনা। ঘটনায় তাজ্জব স্থানীয়রাও। রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা এক ব্যক্তির ব্যঙ্গ, 'জীবনে বিয়ে তো একবার। মাধ্যমিক প্রতি বছর। তাই প্রশাসনও আজ ধৃতরাষ্ট্র। সেই কারণেই অবুঝ মানুষের এত বাড়বাড়ন্ত।'

এবছরের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর বাবা সুদীপ চন্দ্র। তাঁর অভিযোগ, 'সোমবার থেকে আমার ছেলের পরীক্ষা। বিয়েবাড়ি, ভবনে প্রচণ্ড জোরে মাইক বাজানো হচ্ছে। সেক্ষেত্রে প্রশাসন কেন কড়া পদক্ষেপ করছে না? ভেবেই আশ্চর্য লাগছে। গভীর রাত পর্যন্ত চলছে শব্দদানবের খেলা। এছাড়া হার্টের পেশেন্ট, বয়স্কদের ক্ষেত্রে তা খুবই ক্ষতিকারক হয়ে দাঁড়াচ্ছে।'

কালিয়াগঞ্জের পুরপ্রধান রামনিবাস সাহার বক্তব্য, 'উচ্চস্বরে মাইকের তাণ্ডব খুবই বেড়েছে। আমি কালিয়াগঞ্জ থানার আইসিকে পদক্ষেপ করতে বলব।'

গাড়ির ব্যবস্থা নেই, নৌকাই ভরসা

তনয়কুমার মিশ্র

মোথাবাড়ি, ৯ ফেব্রুয়ারি : গঙ্গাচরের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্যে কোনও গাড়ির ব্যবস্থা নেই। কাছের স্কুল ছেড়ে দূরের স্কুলে সেন্টার পড়ায় বিপাকে হামিদপুর চরের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা। পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির শিক্ষক প্রতিনিধিদের একাধিক সমস্যার কথা তুলে ধরলেন গঙ্গাচরের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা।

এই মুহূর্তে হামিদপুর চরে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী প্রায় ৬০ জন। সকলে যুগলতলা হাইস্কুলের ছাত্রছাত্রী। পরীক্ষার্থীদের সিট পড়েছে রথবাড়ি হাইস্কুলের। অভিযোগ, এই ছাত্রছাত্রীদের যোগাযোগের জন্যে কোনও ব্যবস্থা করা হয়নি।

মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী আকাশ মণ্ডল, রূপা প্রামাণিকদের দাবি, আমাদের নৌকা পার হয়ে রথবাড়ি হাইস্কুল যেতে হবে। পঞ্চানন্দপুরের যে-কোনও স্কুলে সিট পড়লে ভালো হত। আমাদের জন্য একটা বাসের ব্যবস্থা করলে ভালো হয়।

পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির জেলা সভাপতি উত্তীয় পান্ডে বলেন, 'হামিদপুর চরের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের উৎসাহ ও সমস্যার কথা জানতে আজ আমরা গেছিলাম। আমাদের কাছে ওরা নানা সমস্যার কথা জানিয়েছে। বিষয়টি ডিআইকে জানাব।'

উল্লেখ্য ভৌগোলিক দিক থেকে প্রত্যন্ত এই খাটিয়াখানা চরের একদিকে ঝাড়খণ্ড, অন্যদিকে মোথাবাড়ির পঞ্চানন্দপুর। চরের খাটিয়াখানা হামিদপুর চরে হামিদপুর (উত্তর), হামিদপুর (দক্ষিণ), হামিদপুর চর (পূর্ব) কাতলামারি, সরকারটোলা, মঙ্গদপুর গ্রাম নিয়ে এই চর। জনসংখ্যা প্রায় ৫০০০ জন। এই এলাকায় মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৬০। গঙ্গা ভাঙনের পর গত দুই দশকে ২৯টি চর জেগে উঠলেও বেশিরভাগ চরের বাসিন্দারা এপার বাংলার ভোটাধিকার হারিয়েছেন। ব্যতিক্রমী চর হল খাটিয়াখানা চর। ২০১৬ সালে চরের মানুষ ভোটাধিকার পেয়েছেন। দীর্ঘদিন লড়াই, আন্দোলন করে তারা রাজ্যের বাসিন্দা হয়েছেন। মোথাবাড়ি বিধানসভাকেন্দ্রের সবচেয়ে দুর্গম এই হামিদপুর চর খাটিয়াখানা চর। বিগত এক দশকে এই চর এলাকায় সেই ধরনের কোনও উন্নয়ন হয়নি। এই এলাকায় নামমাত্র একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য। এই চরের সকল বাসিন্দারাই বিদ্যালয়মুখী হতে পারে না। এরই মধ্যে প্রায় ৬০ জন ছাত্রছাত্রী এ বছর মাধ্যমিক দিচ্ছে। চরের ছাত্রদের প্রতি উদাসীন প্রশাসন।

মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন জানান, 'চরের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য একটি গাড়ির চেষ্টা করা হচ্ছে।'

পড়ার জন্য বকুনির জের

মায়ের ওড়নায় ফাঁস পড়ুয়ার

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ৯ ফেব্রুয়ারি : পড়ার জন্য বকা দিয়েছিলেন মা। কিন্তু তার ফলে যে এমন ভয়ংকর ঘটনা ঘটে যেতে পারে, তা স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি তিনি। মায়ের ওড়না গলায় জড়ানো অবস্থায় উদ্ধার হয় দশ বছরের নাবালক। রবিবার এই ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে করণদিঘি থানার আলতাপুর পঞ্চায়েতের বিহীনগর গ্রামে। স্থানীয় একটি প্রাইমারি স্কুলের চতুর্থের পড়ুয়া মৃত নাবালকের নাম বলরাম ওরাওঁ (১০)। পরিবারের দাবি, মায়ের বকুনির জেরে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করে ওই পড়ুয়া। বিষয়টি জানাজানি হতেই তড়িঘড়ি ওড়নার ফাঁস কেটে বলরামকে রায়গঞ্জ মেডিকেলের জরুরি বিভাগে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ময়নাতদন্তের পর এদিন বিকেলে মৃতদেহটি পরিবারের হাতে তুলে দেয় রায়গঞ্জ থানার পুলিশ।

এদিন হাসপাতাল ক্যাম্পাসে দাঁড়িয়ে বলরামের কাকা নিতাই ওরাওঁ বলেন, 'পড়ার জন্য আমার ভাইপোকে বকা দিয়েছিল বৌদি। সেই সময় আমরা বারান্দায় বসেছিলাম। তারপরই আচমকা ভাইপো ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয়। আমাদের সন্দেহ হওয়ায় তড়িঘড়ি ওকে ডাকতে শুরু করি। কিন্তু সাড়া না পেয়ে বাধ্য হয়ে দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে মায়ের ওড়না গলায় জড়িয়ে ওকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পাই। তখনও ও বেঁচে ছিল। কিন্তু রায়গঞ্জ মেডিকেলে নিয়ে যাওয়ার পর চিকিৎসক মৃত বলে জানান।'

বাবা বৈদ্য ওরাওঁ এবং মা রুবনি ওরাওঁয়ের এক ছেলে ও এক মেয়ে। ১৩ বছর বয়সি মেয়ে স্থানীয় হাইস্কুলের সপ্তম শ্রেণির পড়ুয়া। একমাত্র পুত্রসন্তানকে হারিয়ে বারবার মূর্ছা যাচ্ছেন বাবা-মা। ঘটনায় রায়গঞ্জ থানায় একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

গঙ্গারামপুরে পৃথক ঘটনায় মৃত তিন

বিপ্লব হালদার

গঙ্গারামপুর, ৯ ফেব্রুয়ারি : জলের ট্যাংকের পিলার ভেঙে মৃত্যু হল এক প্রৌঢ়ার। আরও দুটি পৃথক ঘটনায় অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে এক প্রৌঢ় সহ অপর এক তরুণের। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতদের নাম রোশনারা বিবি (৬৪), সুরেন কুজুর (৬২) ও অভিজিৎ মালাকার (১৯)। ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

গঙ্গারামপুর থানার পাটুল গ্রামের বাসিন্দা রোশনারা বিবি। দুইদিন আগে তিনি বামনগোলা থানার ধমর গ্রামে বিয়ের অনুষ্ঠানে আত্মীয়ের বাড়ি গিয়েছিলেন। শনিবার সকাল থেকে ছিলেন অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া আত্মীয়রা। দুপুরে প্রৌঢ়া রোশনারা আত্মীয়বাড়ির পাশে স্নান করছিলেন। সেসময় হুড়মুড়িয়ে জলের পিলার ভেঙে প্রৌঢ়ের মাথায় পড়ে। ঘটনায় গুরুতর জখম হন। তাকে উদ্ধার করে তড়িঘড়ি নিয়ে আসা হয় গঙ্গারামপুর সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে।

সেখানে চিকিৎসা চলাকালীন তাঁর মৃত্যু হয়। মৃতের আত্মীয় রিয়াজউদ্দিন মিয়াঁ বলেন, 'শনিবার বিয়ের অনুষ্ঠানে রোশনারা বামনগোলা থানার ধমর গ্রামে গিয়েছিল। দুপুরে ট্যাংকের জলে স্নান করছিল। ট্যাংকটি যে পিলারের ওপরে ছিল। সেই পিলার ভেঙে রোশনারার মাথায় পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হলেও বাঁচানো গেল না।'

অন্য একটি ঘটনায় বিষ খেয়ে অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে প্রৌঢ়ের। গঙ্গারামপুর থানার পুরাতন গঙ্গারামপুর গ্রামের বাসিন্দা সুরেন কুজুর পেশায় কৃষক। বেশ কিছুদিন ধরে তিনি অসুস্থ ছিলেন। ঘটিবাটি বিক্রি করে বিভিন্ন জায়গায় চিকিৎসা করিয়েছেন। তবুও সুস্থ হয়ে ওঠেননি। এর ফলে মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন। গত শুক্রবার পরিবারের লোকজনের নজর এড়িয়ে বিষ খেয়ে নেন। ঘটনাটি পরিবারের লোকজনের নজরে আসলে উদ্ধার করে তাকে নিয়ে আসা হয় গঙ্গারামপুর সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে। সেখানে তাঁর চিকিৎসা চলছিল। ওই অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।

পাশাপাশি জ্বরে মৃত্যু হয়েছে কুশমণ্ডি থানার আমিনপুর মালাকারপাড়ার এক তরুণের। মৃতের নাম অভিজিৎ মালাকার (১৯)। গতকাল জ্বর ও মাথাব্যথা নিয়ে গঙ্গারামপুর সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি হয়। এদিন তাঁর মৃত্যু হয়। রবিবার গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ পৃথক তিনটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে।

বেল্ট গ্রেডিং পরীক্ষা

গঙ্গারামপুর, ৯ ফেব্রুয়ারি : রবিবার কাদিহাট বেলবাড়ি হাইস্কুলে অনুষ্ঠিত হল ক্যারাটে বেল্ট গ্রেডিং পরীক্ষা ২০২৫ । ক্যারাটেতে ব্ল্যাক বেল্ট পাওয়ার লক্ষ্যে দক্ষিণ দিনাজপুর ও মালদা জেলার প্রায় ৭৫ জন ছাত্রছাত্রী এই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন। এই বেল্ট গ্রেডিং পরীক্ষায় পাশ করলে সেই ছাত্রছাত্রীকে নতুন বেল্ট দেওয়া হয়। এইভাবে মোট ১০ টি বেল্ট পেলে তাকে ব্ল্যাক বেল্ট দেওয়া হয়। এই বেল্ট গ্রেডিং পরীক্ষায় পরীক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আলিপুরদুয়ার থেকে আগত সেনসি সুমন্ত দাস।

ধৃত আরও ১

বৈষ্ণবনগর, ৯ ফেব্রুয়ারি : গোরু পাচারচক্রে যুক্ত থাকার অভিযোগে আরও একজনকে গ্রেপ্তার করল বৈষ্ণবনগর থানার পুলিশ। ধৃতের নাম জাহির শেখ। বাড়ি শোভাপুর এলাকায়। পুলিশসূত্রে খবর, ২০২৪ সালের ১৯ জুলাই ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের শোভাপুর এলাকায় ১৬টি গোরু পাচারের ঘটনায় যুক্ত থাকায় আরও একজনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। দীর্ঘদিন ধরে জাহির পলাতক ছিল।

নির্যাতনে গ্রেপ্তার

বৈষ্ণবনগর, ৯ ফেব্রুয়ারি : বধূ নির্যাতনের মামলায় রবিবার স্বামীকে গ্রেপ্তার করল বৈষ্ণবনগর থানার পুলিশ। খেজুরিয়া নিউ কলোনি এলাকা থেকে লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে বৈষ্ণবনগর থানার পুলিশ মামলা রুজু করে তদন্তে নামে। গ্রেপ্তার করা হয় অভিযুক্ত স্বামী বাবলু চক্রবর্তীকে। অভিযোগ দায়ের হওয়ার পর থেকে বাবলু পলাতক ছিল।

নতুন শাড়ি না পেয়ে অভিমানে 'আত্মঘাতী' স্ত্রী

রায়গঞ্জ, ৯ ফেব্রুয়ারি : বিয়েবাড়িতে যাওয়ার জন্য স্বামীর কাছে নতুন শাড়ি চেয়েছিলেন স্ত্রী। কিন্তু স্বামী তা কিনে দেননি। পরিবারের দাবি, এরপরই অভিমানে জমিতে দেওয়া কীটনাশক পান করে আত্মঘাতী হলেন স্ত্রী। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে করণদিঘি থানার রসাখোয়া সংলগ্ন খুরকা গ্রামে। মৃত গৃহবধূর নাম পর্বী মার্ডি (৩১)। রবিবার বিকেলে মৃতদেহটি

রায়গঞ্জ

ময়নাতদন্তের পর পরিবারের হাতে তুলে দেয় রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। রায়গঞ্জ থানায় একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু হয়েছে। ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

মৃত বধূর স্বামী প্রধান সোরেন বলেন, 'আমার স্ত্রী বিয়েবাড়িতে যাওয়ার জন্য নতুন কাপড় কিনে দিতে বলেছিল। আমি বলেছিলাম, আলমারিতে যে কাপড় রয়েছে সেটা পরেই চলো। টাকা হোক তখন নতুন শাড়ি কিনে দেব। কিন্তু কি যে হল আমার উপরে রাগ করে জমিতে দেওয়া কীটনাশক খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে আমার স্ত্রী। আশঙ্কাজনক অবস্থায় রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজে নিয়ে যাই। এদিন সকালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় আমার স্ত্রীর।'

অ্যাফিডেভিট

On 28/01/2025 from the LD. Judicial Magistrate, 1st Class 4th Court at Siliguri vide Affidavit No. 335 changed my name from Tinku Sharma to Rohan Sharma. (C114478)

•

আমি মিনা চ্যাটার্জি, স্বামী (মৃত) গৌরাঙ্গ চ্যাটার্জী হলেও জমির খতিয়ানে নাম প্রাণ কুমার চ্যাটার্জী রয়েছে। গত 06-02-25 তারিখে জলপাইগুড়ি JM কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে প্রাণকুমার চ্যাটার্জী ও গৌরাঙ্গ চ্যাটার্জী একই ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হল। পুত্র গৌতম চ্যাটার্জী ও মেয়ে মধুমিতা মুখার্জি। ধূপগুড়ি, জল। (N/M)

কর্মখালি

স্টার হোটেলে অনূর্ধ্ব 30 ছেলেরা নিশ্চিত কেরিয়ার তৈরি করুন। আয় 10-18000/-। থাকা, খাওয়া ফ্রি। 9434495134. (C/114318)

ইলেক্ট্রনিক্স দোকানের জন্য কর্মী (স্টাফ) চাই (প্রমাণপত্র সহ)। বেতন : 9000/-। যোগাযোগ ঃ 'মিউজিকা', ঋষি অরবিন্দ রোড, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি। (C/114833)

Siliguri Mahakuma Parishad
Haren Mukherjee Road, Hakimpara, Siliguri-734001
Notice Inviting BID No. 21 of 2024-25 of Siliguri Mahakuma Parishad (2nd Call)
Sealed bids for lease/rent of '01 Stall situated at ground floor of Naxalbari Market Complex, Panighata More, Naxalbari' are hereby invited by the Siliguri Mahakuma Parishad from the intending bonafide bidders.
Start date of submission of bid- 10.02.2025.
Last date of submission of bid- 19.02.2025.
All other details will be available in SMP Notice Board & in the website, namely- www.smp.org.in for further details.
Sd/- DE
SMP

আজ টিভিতে

শোলক সারি সন্ধে ৭.৩০ সান বাংলা

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.০০ মান মর্যাদা, ১০.০০ নবাব, দুপুর ১.০০ জীবন নিয়ে খেলা, বিকেল ৪.০০ প্রেমী, সন্ধে ৭.৩০ দাদাঠাকুর, রাত ১০.৩০ শিকারি, ১.০০ মায়ের রাজা

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ লভ এক্সপ্রেস, বিকেল ৪.১৫ পাওয়ার, সন্ধে ৭.২০ রাখী পূর্ণিমা, রাত ১০.০৫ বরবাদ

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ অর্পিতা

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ আবিষ্কার

জি সিনেমা : দুপুর ১২.০২ শূরবীর, ২.৪১ আচার্য, বিকেল ৫.২৩ রাউডি নম্বর ওয়ান, সন্ধে ৭.৫৫ গোট, রাত ১১.২৫ ডেয়ারিংবাজ-থ্রি

অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.০০ ফুকরে-থ্রি, দুপুর ১.৫৩ সত্যপ্রেম কি কথা, বিকেল ৪.৪১ হিম্মতওর, সন্ধে ৭.৩০ অখণ্ড, রাত ১০.৩৫ গুমনাম

সোনি ম্যাক্স : বেলা ১১.৪৫ আজহার, দুপুর ২.১৫ জীতা, বিকেল ৪.৪৫ অব তক ছপ্পন-টু, সন্ধে ৭.০০ সুরমা, রাত ৯.৩০ ম্যায় হুঁ লাকি দ্য রেসার

রমেডি নাউ : দুপুর ১.৪৯ দ্য প্রপোজাল, বিকেল ৩.৩৪ গারফিল্ড, ৪.৫২ দ্য স্টার্ভিং গেমস, সন্ধে ৬.০৭ গোল্ড রাশ, রাত ৯.০০ বিগ মমাস হাউস-টু, ১০.৩৮ স্ট্রিট ডান্স-টু

এমএনএক্স : দুপুর ২.২৫ দ্য গডস মাস্ট বি ক্রেজি, বিকেল ৪.১০ নন স্টপ, সন্ধে ৬.০০ কুং ফু যোগা, সন্ধে ৭.৪০ হট টাব টাইম মেশিন, রাত ১০.২৫ ফোর্স এগজিকিউশন

পাওয়ার বিকেল ৪.১৫
জলসা মুভিজ

রিও সন্ধে ৭.১১
মুভিজ নাউ

তমাশা রাত ৯.০০
অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি

আফ্রিকাজ ট্রি অফ লাইফ
সন্ধে ৬.০০
অ্যানিমাল প্ল্যানেট হিন্দি এইচডি

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : প্রেমের সম্পর্ক নিয়ে স্থায়ী সিদ্ধান্ত নিতে হবে। গুণীজন সঙ্গে আনন্দ। **বৃষ :** শ্লেষ্মাঘটিত অসুখে ভোগান্তি। সারাদিন পরিশ্রমে কাটবে। হৃদরোগীরা সাবধানে থাকুন। **মিথুন :** আকাঙ্ক্ষামতো সাফল্য পাবেন না। সন্তানের কৃতিত্বে গর্ববোধ। লৌহ, বস্ত্র ব্যবসায়ীরা লাভ করবেন। **কর্কট :** সামান্য উত্তেজনায় হঠকারী সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে বিপদে পড়তে পারেন। বহুজাতিক কোম্পানি থেকে চাকরির প্রস্তাব পেতে পারেন। **সিংহ :** ফেলে রাখা কাজ সম্পূর্ণ করে ফেলুন। সামান্য আলস্যে হাতছাড়া হতে পারে বড় সুযোগ। মূল্যবান দ্রব্য হারাতে পারে। **কন্যা :** ব্যবসার জন্য দূরে যেতে হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির সংবাদ পেতে পারেন। **তুলা :** সামান্যেই সন্তুষ্ট থাকুন। অধিক লাভের আশায় বাড়তি বিনিয়োগ করতে যাবেন না। হাঁটু ও কোমরের ব্যথায় ভোগান্তি। **বৃশ্চিক :** ব্যবসার জন্য ঋণ নিতে হতে পারে। আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। **ধনু :** প্রযুক্তিবিদ ও চিকিৎসকদের বিদেশ যাওয়ার ইচ্ছা পূর্ণ হবে। রত্ন ব্যবসায়ীরা বেশ লাভবান হবেন। **মকর :** পথে বিতর্কে জড়াবেন না। নিজের বুদ্ধিমত্তার জন্য প্রশংসিত হবেন। **কুম্ভ :** দাঁতের সামান্য সমস্যাতেই চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। অতি আবেগে অপব্যয়। **মীন :** কর্মক্ষেত্রের কোনও কাজে দূরে যেতে হতে পারে। বহুদিনের পড়ে থাকা কোনও কাজের সুফল পাবেন আজ। মায়ের পরামর্শে সাংসারিক সমস্যা মিটবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ২৭ মাঘ, ১৪৩১, ভাঃ ২১ মাঘ, ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫, সংবৎ ১৩ মাঘ সুদি, ১১ শাবান। সূঃ উঃ ৬।১৮, অঃ ৫।২৬। সোমবার, ত্রয়োদশী রাত্রি ৭।১৮। পুনর্বসুনক্ষত্র রাত্রি ৬।৪০। প্রীতিযোগ দিবা ১১।২৬। কৌলবকরণ দিবা ৭।৪২ গতে তৈতিলকরণ রাত্রি ৭।১৮ গতে গরকরণ। জন্মে-মিথুনরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, দিবা ১২।৪৩ গতে কর্কটরাশি বিপ্রবর্ণ, রাত্রি ৬।৪০ গতে বিংশোত্তরী শনির দশা। মৃতে-দ্বিপাদদোষ, রাত্রি ৬।৪০ গতে দোষ নাই। যোগিনী-দক্ষিণে, রাত্রি ৭।১৮ গতে পশ্চিমে। কালবেলাদি ৭।৪২ গতে ৯।৫ মধ্যে ও ২।৩৯ গতে ৪।২ মধ্যে। কালরাত্রি ১০।১৫ গতে ১১।৫২ মধ্যে। যাত্রা-শুভ পূর্বে নিষেধ, দিবা ২।৩৯ গতে যাত্রা নাই, অপরাহ্ণ ৪।২ গতে পুনঃযাত্রা শুভ পূর্বে ও দক্ষিণে নিষেধ, রাত্রি ৬।৪০ গতে পশ্চিমেও নিষেধ, রাত্রি ৭।১৮ গতে পুনঃযাত্রা নাই। শুভকর্ম-সাধভক্ষণ নামকরণ অন্নপ্রাশন চূড়াকরণ দেবগৃহপ্রবেশ দেবতাগঠন দেবতাপ্রতিষ্ঠা বীজবপন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-ত্রয়োদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। রাত্রি ৭।১৮ গতে প্রায়শ্চিত্ত নিষেধ। গোস্বামিমতে শ্রীশ্রী নিত্যানন্দ ত্রয়োদশীব্রত, শ্রীশ্রী নিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাবোপলক্ষ্যে ব্রতোপবাস। শ্রীশ্রী সারদেশ্বরী আশ্রম প্রতিষ্ঠাত্রী মাতাজি গৌরীপুরীদেবীর শুভ আবির্ভাব তিথি। অমৃতযোগ-দিবা ৭।৩২ মধ্যে ও ১০।৩৮ গতে ১২।৫৮ মধ্যে এবং ৬।২৭ গতে ৮।৫৫ মধ্যে ও ১১।২৩ গতে ২।৪১ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ-দিবা ৩।১৮ গতে ৪।৫১ মধ্যে।

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

নারী নির্যাতনের দুই ছবি বালুরঘাট ও রায়গঞ্জে

ভালোবাসার সপ্তাহ। প্রিয় মানুষকে ফুল, উপহারে ভরিয়ে দেওয়ার হুজুগ। অথচ একই সময় বাসা বাঁধছে অন্ধকার। কোথাও জামাইবাবুর কাছে নির্যাতনের শিকার হতে হচ্ছে নাবালিকাকে, কোথাও কন্যাসন্তান জন্ম দেওয়ার অপরাধে হতে হচ্ছে ঘরছাড়া। কবে বন্ধ হবে এই অরাজকতা?

অভিযুক্তকে বাঁচাতে মরিয়া 'মা'

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ৯ ফেব্রুয়ারি : ঘরে জায়গা নেই। নাবালিকা শ্যালিকাকে রাখা হত গোয়ালে। তাকে খাবারের সঙ্গে নেশার দ্রব্য মিশিয়ে বেহুঁশ করে ওই গোয়ালেই রাতের পর রাত চলত ধর্ষণ। এমন অমানবিক কাণ্ড ধরে ফেলার পরেও ওই নাবালিকার মা কোনও আইনি পদক্ষেপ না নিয়ে, মেয়েকে জামাইবাড়ি থেকে তাঁর নিজের বাড়িতে এনে এতদিন চুপ করে ছিলেন।

অবশেষে ওই নাবালিকা আটমাসের অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ায় সন্দেহ হয় এলাকার বাসিন্দাদের। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বছর তেরোর অন্তঃসত্ত্বাকে উদ্ধার করতেই, অমানবিক ঘটনার খবর জানতে পারল বালুরঘাট থানার পুলিশ। ডিএসপি (সদর) বিক্রম প্রসাদের কথায়, 'গোপন সূত্রে খবর পেয়ে এক নাবালিকাকে উদ্ধার করে আনা হয়েছে। তাকে চাইল্ড কমিটির হেপাজতে দেওয়া হচ্ছে। শুরু হয়েছে তদন্ত।'

ওই নাবালিকা আপাতত শারীরিকভাবে অসুস্থ রয়েছে। শনিবার রাতে বালুরঘাট ব্লকের ভাটপাড়া পঞ্চায়েত এলাকার একটি গ্রামের বাড়ি থেকে তাঁকে উদ্ধার করা হয়। জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষর পিএলভি, চাইল্ড প্রোটেকশন ইউনিট ও বালুরঘাট থানার পুলিশ মিলে ওই অন্তঃসত্ত্বা নাবালিকা ও তাঁর মাকে থানায় নিয়ে আসে। বালুরঘাট হাসপাতালে তাঁকে চিকিৎসা করিয়ে, চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির হেপাজতে দেওয়া হয়। গ্রামবাসীদের প্রবল বিক্ষোভের মুখে জামাইয়ের বিরুদ্ধে বালুরঘাট থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন ওই নাবালিকার মা।

প্রতিবেশী এক গৃহবধূর বক্তব্য, 'ওই বাচ্চা মেয়েটার এই সর্বনাশের জন্য তার মা দায়ী। সে ইচ্ছে করে এই বিষয়টি লুকিয়ে রেখেছে এবং জামাইকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছে। তার মায়েরও শাস্তি হওয়া উচিত।'

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই নাবালিকা স্থানীয় একটি স্কুলে ক্লাস এইটে পড়াশোনা করত। তার বাবা-মা নেই। তাই ৫০ বছর বয়সি গৃহবধূর কাছে থাকত ওই নাবালিকা। সেই মা স্থানীয় একটি প্রতিষ্ঠানে আয়ার কাজ নেওয়ায়, প্রায় বছর দেড়েক

> **ওই বাচ্চা মেয়েটার এই সর্বনাশের জন্য তার মা দায়ী। সে ইচ্ছে করে এই বিষয়টি লুকিয়ে রেখেছে। জামাইকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছে। তার মায়েরও শাস্তি হওয়া উচিত।**
>
> **প্রতিবেশী**

আগে তাঁকে হরিয়ানায় বড় মেয়ের কাছে পাঠায়। সেখান থেকে গত জুলাই মাসে ওই নাবালিকাকে বাড়ি ফিরিয়ে আনা হয়।

মেয়ে গর্ভবতী হয়েছে সেটা চেপে যান ওই নাবালিকার মা। স্থানীয় বাসিন্দাদের দীর্ঘদিন ধরে সন্দেহ হচ্ছিল। অবশেষে শনিবার স্থানীয় বাসিন্দারা জোর করে ওই নাবালিকার বিভিন্ন চিকিৎসার রিপোর্ট খতিয়ে দেখে। তখনই পরিষ্কার হয়, সে ৩৪ সপ্তাহের অন্তঃসত্ত্বা। এমনকি তার চিকিৎসা সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চলছে। এরপরেই ওই নাবালিকার মা এলাকাবাসীর চাপে পড়ে বালুরঘাট থানায় তার জামাইয়ের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

ছেলে জন্ম দিতে না পারায় মার

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ৯ ফেব্রুয়ারি : পুত্রসন্তানের জন্ম দিতে না পারায় বিয়ের পাঁচ বছর পর স্ত্রীকে বেধড়ক মারধর দিয়ে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলেন স্বামী। কন্যাসন্তানকে নিয়ে শেষপর্যন্ত রায়গঞ্জ মহিলা থানার দ্বারস্থ হয়েছেন ওই মহিলা। স্বামী সহ মোট ছয়জনের বিরুদ্ধে তিনি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন বছর পঁচিশের ওই বধূ।

নির্যাতিতা বধূর অভিযোগ, 'আমার একটি কন্যাসন্তান রয়েছে। পরপর তিন বছর অন্তঃসত্ত্বা হয়েছিলাম। কিন্তু প্রতিবারই লিঙ্গ নির্ধারণের পর জানা যায়, গর্ভে কন্যাসন্তান রয়েছে। স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির চাপে তিনবারই গর্ভপাত করানো হয়েছে। বিয়ের পাঁচ বছর পর এখন পুত্রসন্তানের জন্ম না দিতে পারায় আমাকে দায়ী করে স্বামী ফের বিয়ে করতে চান। বছরখানেক ধরে পাশের বাড়ির এক তরুণীর সঙ্গে আমার স্বামীর সম্পর্কও গড়ে উঠেছে। কিন্তু এর প্রতিবাদ করায় প্রায় আমাকে শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতন করা হচ্ছে।'

ওই বধূর আরও দাবি, 'শুক্রবার রাতে বেধড়ক মারধর করে স্বামী আমাকে বাড়িছাড়া করেছেন। বাধ্য হয়ে কন্যাসন্তানকে নিয়ে রায়গঞ্জে চলে আসি। স্বামী সহ শ্বশুরবাড়ির ছয়জনের বিরুদ্ধে মহিলা থানায় লিখিত অভিযোগ করেছি।'

পাঁচ বছর আগে রায়গঞ্জ থানার জগদীশপুর পঞ্চায়েতের ওই তরুণীর সঙ্গে বীরভূমের এক লরিচালকের বিয়ে হয়। বিয়ের সময় যৌতুক ছাড়াও নগদ তিন লক্ষ টাকা দেওয়া হয়। কন্যাসন্তান জন্ম হওয়ার পর যাবতীয় সমস্যার সূত্রপাত। এক বছর আগে এক তরুণীর প্রেমের সম্পর্কে মজে গিয়ে স্ত্রীর ওপর শুরু করে নির্মম অত্যাচার। শুক্রবার চার বছরের কন্যাসন্তান ও স্ত্রীকে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে স্বামীর বিরুদ্ধে। ওই মহিলার সাফ দাবি, স্বামীর শাস্তি চাই।

উত্তরের শিকড়

নজরের আড়ালে সংগ্রহশালা

পঙ্কজ মহন্ত

মন্মথ রায় সংগ্রহশালা (বামে), মন্মথ রায়ের মূর্তি। - মাজিদুর সরদার

বালুরঘাট, ৯ ফেব্রুয়ারি : একাঙ্ক নাটকের জনক হিসেবে খ্যাত মন্মথ রায়। বাংলা নাট্যজগতে তাঁর ভূমিকা অপরিসীম। কিন্তু তাঁর নাট্যচর্চার ইতিহাস সংবলিত সংগ্রহশালা সাধারণ মানুষের নজরের আড়ালেই থেকে গিয়েছে বালুরঘাটে।

সকল নাট্যকর্মী ও নাট্যপ্রেমী দর্শক মন্মথ রায় নামটির সঙ্গে পরিচিত। এমনকি বাংলা বিষয়ের ছাত্রছাত্রী ও গবেষকরা মন্মথ রায়ের নাট্যচর্চা সম্পর্কে আগ্রহ রাখেন। তাঁর নাট্যপ্রতিভা জেলার গণ্ডি ছাড়িয়ে রাজ্য থেকে জাতীয়স্তরেও সমাদৃত। বাংলা নাটকের জগতে এক অঙ্কবিশিষ্ট ছোট নাটকের ধারা নিয়ে এসে তিনি একাঙ্ক নাটকের জনক হিসেবে খ্যাত। বালুরঘাটের রথতলাপাড়ায় তাঁর বাড়ি বর্তমানে স্মৃতিগৃহ হিসেবে নির্মিত। তাঁর নাট্যচর্চার এই সংগ্রহশালা বালুরঘাট তথা জেলাবাসীর অধিকাংশের কাছে এখনও অজানা।

অধুনা বাংলাদেশের টাঙ্গাইলের গালাগ্রামে তার শৈশবের ছ'বছর কাটলেও তাঁর নাট্যচর্চা ও জীবনের অধিকাংশ সময় কেটেছে বালুরঘাটে। বালুরঘাটে তাঁর বাড়ি এখন নাট্যচর্চাকেন্দ্র ও সংগ্রহশালা হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে। সেখানে ছবি প্রদর্শনী, বৈঠক আয়োজিত হয় ঠিকই। কিন্তু পাশেই যে তাঁর নাট্যচর্চার ইতিহাসের বিপুল সম্ভার রয়েছে। সেই সম্পর্কে অনেকেই অজ্ঞাত। তাঁর এই বাসভবন সাধারণ মানুষের স্বার্থে পুরসভার কাছে তুলে দেওয়া হয়েছিল। এখানে শহরে তাঁর প্রথম আবক্ষমূর্তি স্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু এই সংগ্রহশালায় তেমন আনাগোনা দেখা যায় না কারওরই।

মন্মথ রায়ের তত্ত্বাবধানে বালুরঘাটে নাট্যচর্চার জন্য প্রথমে এডওয়ার্ড মেমোরিয়াল ক্লাব, যা স্বাধীনতার পরে বালুরঘাট নাট্যমন্দির নামে মঞ্চ তৈরি হয়। নাটকের যে বীজ তিনি এই শহরের মাটিতে বুনে গিয়েছিলেন। তা আজও এই প্রজন্মের নাট্যকর্মীরা দক্ষতার সঙ্গে লালন করে চলেছেন। বালুরঘাট যেখানে বরাবরই নাটকের শহর হিসেবে পরিচিত। সেখানে একাঙ্ক নাটকের জনক মন্মথ রায়ের সংগ্রহশালা এমনভাবেই মানুষের নজরের আড়ালে থেকে যাচ্ছে। এই নিয়ে প্রশাসন বা পুরসভার তরফেও প্রচারও লক্ষ করা যায় না। কিন্তু নাট্য গবেষক ও নাট্যকর্মীদের কাছে এই সংগ্রহশালা ব্যাপক জ্ঞানের ভাণ্ডার হিসেবে উঠে আসতে পারত। তাঁর বাসভবনের এককোনায় আজও দাঁড়িয়ে সংগ্রহশালা। অংশ রক্ষা করা যায়নি। প্রোমোটারি রাজে নতুন প্রজন্ম ক্রমশ এই বাড়ির স্মৃতি ভুলতে বসেছে। বালুরঘাটের চট্টোপাধ্যায় পরিবারের ভাইরা স্বাধীনতা সংগ্রামকে মজবুত করতে নেতাজির দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু শহরে নেতাজির মূর্তি ছাড়া তাঁর আগমনের কোনও স্মারক নেই।

মেঠোপথ থেকে রাজ্য স্তরে খুদে রুবেল

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ৯ ফেব্রুয়ারি : হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার প্রত্যন্ত গ্রাম মিলনগরের কোচপুকুর। এবারে সেখান থেকেই রাজ্যে প্রাথমিক স্কুল ক্রীড়া প্রতিযোগিতা মিটে দৌড় প্রতিযোগিতায় জেলায় সেরা হয়ে অংশগ্রহণ করতে চলেছে রুবেল হোসেন। বৃহস্পতিবার মালদার বৃন্দাবনী ময়দানে জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় স্কুল ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় 'গ' বিভাগে ১০০ এবং ২০০ মিটার দৌড় প্রতিযোগিতাতে সে প্রথম স্থান অধিকার করে। জেলাতে সেরা হয়ে এবারে রাজ্যস্তরের প্রতিনিধিত্ব করবে রুবেল। রুবেলের এই সাফল্যে খুশির হাওয়া হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকাজুড়ে। রুবেলের এই সাফল্য সকলকে তাক লাগিয়েছে। খুশি রুবেলের পরিবারও।

প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে রুবেল।

রুবেল হরিশ্চন্দ্রপুরের কোরিয়ালি সার্কেলের মিলনগড় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণির পড়ুয়া। স্কুলের প্রধান শিক্ষক মহম্মদ রফিকুল আলম বলেন, 'রুবেল প্রথম থেকেই স্কুলের বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতাতে পারদর্শীতা দেখিয়েছে। দৌড় ছাড়াও অন্য খেলাতেও সমান দক্ষতা দেখিয়েছে সে। আমরা আশাবাদী ও রাজ্যতেও নজরকাড়া ফল করবে।'

রুবেলের বাবা মিরাজুল হক পেশায় দিনমজুর। বছরের বিভিন্ন সময় রাজ্যের বাইরে বিভিন্ন জায়গায় পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে কাজ করেন। মিরাজুল বলেন, 'ছেলেকে তেমন কোনও সুযোগসুবিধা দিতে পারিনি। দারিদ্র্যের সংসার। দিন আনি দিন খাই।'

সার্কেল থেকে প্রাথমিকের এক পড়ুয়া রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করবে এই খবরে প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন অবর বিদ্যালয়ের পরিদর্শক মণিরুল ইসলাম। তিনি বলেন, 'আমরা চাই এভাবেই পড়ুয়ারা নিজেদের দক্ষতা দেখিয়ে সামনে উঠে আসুক।'

হায়দরাবাদের খালে কুশমণ্ডির পড়ুয়ার দেহ

কুশমণ্ডি, ৯ ফেব্রুয়ারি : নার্সিং পড়ুয়ার অস্বাভাবিক মৃত্যুতে চাঞ্চল্য ছড়াল কুশমণ্ডি ব্লকের শব্দলপুর গ্রামে। মৃত পড়ুয়ারা নাম গৌরাঙ্গ সরকার (২৯)।

গত শুক্রবার সন্ধ্যায় ওই গ্রামের তারাপদ সরকারের ছেলে গৌরাঙ্গ সরকার হায়দরাবাদে নিজের নার্সিং কলেজে যাবেন বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান। ওই তরুণ নার্সিং পড়া সদ্য শেষ করেছিলেন। পরেরদিন শনিবার সকালে বাড়ি থেকে বেশকিছু দূরে জলহীন খালের মধ্যে ওই তরুণকে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন গ্রামের মানুষ। খবর পেয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে শনিবার কুশমণ্ডি থানার পুলিশ ময়নাতদন্তের জন্য বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে পাঠায়। রাতেই স্থানীয় শ্মশানে শেষকৃত্য সম্পন্ন করেন পরিবারের সদস্যরা।

কুশমণ্ডি থানার আইসি তরুণ সাহা জানান, 'মৃতদেহের পাশ থেকে ওই তরুণের ব্যাগ উদ্ধার করা হয়েছে। কোনও সুইসাইড নোট পাওয়া যায়নি।'

গ্রামবাসী সূত্রে জানা গিয়েছে, গৌরাঙ্গরা দুই ভাই। গৌরাঙ্গ ছোট। দাদা বাইরে কাজ করেন। এক বোনের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। বাড়িতে বাবা-মা ছাড়া বর্তমানে কেউ নেই। শান্ত স্বভাবের ওই তরুণের এমন ঘটনার পেছনে কোনও কারণ খুঁজে পাননি গ্রামের মানুষ। কেন ওই তরুণ নার্সিং পড়া শেষ করে আত্মহত্যার পথে নিলেন তা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পরিবারের দাবি, বিষপানে ওই তরুণের মৃত্যু হয়েছে বলে প্রাথমিক তদন্তে নিশ্চিত হয়েছে পুলিশ।

দুই গণধর্ষণে অভিযুক্তরা অধরা

রায়গঞ্জ, ৯ ফেব্রুয়ারি : উত্তর দিনাজপুরে জোড়া গণধর্ষণের ঘটনায় ২৪ ঘণ্টা পেরিয়ে গেলেও অভিযুক্তরা এখনও পর্যন্ত অধরা। এলাকায় ক্ষোভ জমতে শুরু করেছে। পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। যদিও পুলিশের দাবি, দুটি ক্ষেত্রেই তারা মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু হয়েছে। দোষীদের খোঁজে তল্লাশি চলছে।

এদিকে করণদিঘি ও হেমতাবাদ থানা এলাকার বাসিন্দা দুই নির্যাতিতা এখনও রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজে চিকিৎসাধীন। তাদের জন্য একটি মেডিকেল টিম গঠন করা হয়েছে। হাসপাতাল সূত্রে খবর, দুজনের অবস্থা স্থিতিশীল। পুলিশি নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয়েছে গাইনি ওয়ার্ড। মা ছাড়া আর কাউকে তাদের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না। পুলিশ জানিয়েছে, দুই নির্যাতিতা সুস্থ হলে গোপন জবানবন্দির জন্য তাদের রায়গঞ্জ বিশেষ আদালতে বিচারকের কাছে নিয়ে যাওয়া হবে।

গণধর্ষণের দুটি ঘটনাই ঘটে ভালোবাসার সপ্তাহের গোলাপ দিবসে। করণদিঘির নবম শ্রেণির পড়ুয়া স্কুল থেকে বাড়ি ফিরছিল। চার তরুণ মিলে তাকে গণধর্ষণ করে ডালখোলা বাইপাসের ধারে ফেলে রেখে পালায়। পুলিশ ওই কিশোরীকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে আসে। ওই নির্যাতিতার মতোই হেমতাবাদের আট বছরের শিশুকন্যা পড়েছিল ভুট্টা খেতের পাশে।

বিকেলের অবসরে অনুশীলনে ব্যস্ত। রবিবার গাজোলের বাদনাগরায়। -পঙ্কজ ঘোষ

গাজোলে ব্লক সভাপতির হুঁশিয়ারিতেই সুর নরম

গৌতম দাস

গাজোল, ৯ ফেব্রুয়ারি : ব্লক সভাপতির হুঁশিয়ারির পরেই সুর নরম তৃণমূলের বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর। ব্লকের সালাইডাঙা অঞ্চলের সমবায় সমিতির নির্বাচনে শাসকদলের দুই গোষ্ঠীর গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছিল। ব্লক কমিটির তরফে নয়জনের প্রার্থীতালিকা প্রকাশ করার পর তাতে সন্তুষ্ট হতে পারেনি অঞ্চল কমিটি। তাদের তরফে আটজনের পালটা তালিকা প্রকাশ করা হয়। বিষয়টি জানতে পারার পরেই শুক্রবার রাতে ঘটনার বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দেন গাজোল ব্লক তৃণমূলের সভাপতি। সভাপতির এই হুঁশিয়ারির পরেই অবশ্য বিক্ষুব্ধদের সুর অনেকটাই নরম। তাঁরা ব্লক কমিটির দেওয়া তালিকাকেই মেনে নিয়েছেন। অপরদিকে, তৃণমূলের বিরুদ্ধে অলিখিত মহাজোট গড়ে লড়াইয়ে নেমেছে বাম, কংগ্রেস ও বিজেপি।

গাজোল ব্লক তৃণমূল সভাপতি দীনেশ টুডু বলেন, 'ব্লক কমিটি ও অঞ্চল কমিটি যৌথভাবে সভা করে সালাইডাঙা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি পরিচালন কমিটি নির্বাচনের জন্য নয়জন প্রার্থীর নাম চূড়ান্ত করে। কিন্তু হঠাৎ করে আমরা দেখতে পাচ্ছি, সালাইডাঙা অঞ্চল তৃণমূলের নাম দিয়ে ৮ জন প্রার্থীর নাম সংবলিত

> **সমবায় সমিতির ভোটে জোড়া প্যানেল**

দুটি নমুনা ব্যালটপত্র বাজারে ঘুরছে। কে বা কারা এটি করেছে, তা আমরা জানি না। বিষয়টি নিয়ে আমি থানায় অভিযোগ জানাব। যারা দলের নাম ভাঙিয়ে এসব করছে, তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আবেদন করব।'

তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি আশরাফুল ইসলামের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'অঞ্চল কমিটির নাম দিয়ে কে বা কারা এই লিফলেট ছাপিয়েছে তা আমি জানি না। এর সঙ্গে দলের কোনও যোগাযোগ নেই।'

অঞ্চল কমিটির ছাপানো নমুনা ব্যালটপত্রে নাম রয়েছে আমজাদ হোসেনের। তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'এলাকার তৃণমূল কর্মীরা মিলে আমরা এই তালিকা চূড়ান্ত করেছিলাম। এরপর দেখলাম সাংবাদিক সম্মেলন করে ব্লক সভাপতি একটি নামের তালিকা ঘোষণা করেছেন। এখন ব্লক কমিটির তালিকাকেই বৈধ বলে ধরতে হবে।'

তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর লড়াইয়ে শোরগোল পড়েছে এলাকায়। বাম নেতা অর্জুন খয়রাতি জানান, 'সমবায় সমিতির নির্বাচনে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠী লড়াই করছে। বাদবাকি সমস্ত মানুষ একজোট হয়ে লড়াইয়ে নেমেছে। সেই জোটে রয়েছে বাম, কংগ্রেস এবং বিজেপি। যদি সঠিকভাবে ভোট হয়,

ছবি বুকে বাবাকে খুঁজছেন বসির

মোথাবাড়ি, ৯ ফেব্রুয়ারি : বড় করে ছাপা বাবার ছবি। সেটাকেই বুকের মধ্যে নিয়ে ঘুরে বেরান বসির। একটাই আশা, যদি বাবাকে খুঁজে পাওয়া যায়! যদি কেউ সন্ধান দিতে পারেন বয়স্ক মানুষটার!

হরিরামপুরের বাসিন্দা ইসলাম আলি (৬৫)। তাঁর এক ছেলে বসির আলি ১০ বছর আগে মোথাবাড়ির চাঁদপুরে বাড়ি করেন। ইসলাম মাঝেমধ্যেই ছেলের বাড়িতে এসে থাকতেন। ২০২৪ সালের জানুয়ারি মাসে ইসলাম ছেলের কাছে চাঁদপুরে আসেন। ছেলে কাজের জন্য বাইরে গেলে হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে যান ওই বৃদ্ধ। বিষয়টি নিয়ে অনেক খোঁজাখুঁজি করার পর গত ৬ মার্চ হরিরামপুর থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়। জানানো হয় মোথাবাড়ি থানাতেও। হরিরামপুর থানা ও মোথাবাড়ি থানা যৌথভাবে বৃদ্ধের খোঁজ শুরু করেছে।

তাঁর বক্তব্য, 'বাবা মানসিক অবসাদগ্রস্ত ছিল। আমার বাড়িতেই ছিল। গত বছর জানুয়ারি মাস থেকে তাকে পাচ্ছি না। কিন্তু বাবা গেল কোথায়? পুলিশ যেন আমার বাবাকে খুঁজে বের করে। আমি এটুকুই চাই।'

৭৫ কিলো গাঁজা

ফরাক্কা, ৯ ফেব্রুয়ারি : ৭৫ কেজি গাঁজা সহ এক ব্যক্তিকে তারা গ্রেপ্তার করেছে সামশেরগঞ্জ থানা। ধৃতের নাম অশোক দাস। বাড়ি কোচবিহার। পুলিশ জানিয়েছে, কোচবিহার থেকে গাঁজাগুলো কনটেনারে করে এনে দক্ষিণবঙ্গের দিকে যাচ্ছিল।

পুলিশের জালে তরুণী

হেমতাবাদ, ৯ ফেব্রুয়ারি : গৃহবধূ রেণুকা মহালদারের মৃত্যুর ঘটনায় পুলিশ এবার এক তরুণীকে গ্রেপ্তার করল। ধৃতের নাম রেখা হালদার (১৯)। বাড়ি ডালখোলা থানার লালগঞ্জে। রবিবার দুপুরে তাকে রায়গঞ্জের মুখ্য বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

সরকারি আইনজীবী নীলাদ্রি সরকার বলেন, 'আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগে পুলিশ এক তরুণীকে গ্রেপ্তার করেছে। বিচারক ধৃতের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন । ঘটনায় অভিযুক্ত বাকি চারজন পলাতক। পুলিশ তাদের খোঁজ করছে।'

উল্লেখ করা যেতে পারে, গৃহবধূ রেণুকা মহালদারকে চরিত্রহীন অপবাদ দিয়ে গোপনাঙ্গে লোহার রড ঢুকিয়ে খুনের চেষ্টা করেন স্বামী। এমনকি তাঁকে নগ্ন করে মোবাইলে ছবি তুলে সেই ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল করার হুমকিও দেন। স্ত্রীর চুল কেটে মাথা ন্যাড়া করে দেওয়ার চেষ্টা করেন। সেখান থেকে কোনওক্রমে পালিয়ে হেমতাবাদের বাপের বাড়িতে ফিরে এসে জমিতে দেওয়া কীটনাশক পান করে ওই বধূ।

মৃত গৃহবধূর বাবা বাবলু মহালদার বলেন, 'এই ঘটনায় গত ১ ফেব্রুয়ারি পাঁচজনের বিরুদ্ধে হেমতাবাদ থানায় অভিযোগ দায়ের করেছি। পুলিশ একজনকে গ্রেপ্তার করেছে। বাকিদের গ্রেপ্তার ও তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানাই।'

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

শান্তি।। কলকাতার প্রিন্সেপ ঘাটে ছবিটি তুলেছেন কৌশিক চক্রবর্তী।

মদ ভেবে কীটনাশক পানে মৃত্যু

রায়গঞ্জ, ৯ ফেব্রুয়ারি : মদ ভেবে কীটনাশক পানে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে রায়গঞ্জ থানার কর্ণজোড়া ফাঁড়ির অন্তর্গত মেরুয়াল এলাকায়। রবিবার বিকেলে মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের পর পরিবারের হাতে তুলে দেয় রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। মৃত ব্যক্তির নাম বলবীর (৪৯)। যদিও ওই ব্যক্তি কর্মসূত্রে রাজস্থানের হনুমানগড় এলাকায় থাকতেন।

পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে, বোতলে রাখা কীটনাশককে মদ ভেবে খেয়ে ফেলেন বলবীর। এরপর গুরুতর অসুস্থ বোধ করলে পরিবারের লোকজন তাঁকে প্রথমে হেমতাবাদ গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। তাঁর শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় রায়গঞ্জ মেডিকেলে রেফার করার পরামর্শ দেন কর্তব্যরত চিকিৎসক। মেডিকেলের মেডিসিন বিভাগে কিছুক্ষণ চিকিৎসা চলার পর মৃত্যু হয় বলবীরের। ঘটনায় রায়গঞ্জ থানায় একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

৮ বছর ধরে ভরসা দৃষ্টিহীন বিশ্বনাথ স্যার

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ৯ ফেব্রুয়ারি : আড়াই বছর থেকেই দৃষ্টিশক্তি নেই। তারপর আর ঠিক হয়নি। তাই বলে হার মানেননি। ছাত্রদের কাছে তিনি এখন 'বিশ্বনাথ স্যার'। তাঁকে ছাড়া স্কুলটাকে ভাবতেই পারে না খুদেরা। তাঁর কাছে ওদের পড়াও মুখস্থ হয় অনেক তাড়াতাড়ি।

২০১৭ সাল থেকে রায়গঞ্জের জয়নগর প্রাইমারি স্কুলে নিয়মিত ছাত্রছাত্রীদের পড়াচ্ছেন বিশ্বনাথ রায় (৩৪)। ব্রেইল পদ্ধতি ব্যবহার করেন তিনি। রোজ নির্দিষ্ট সময়ে স্কুলে আসেন। ছুটির পর বাড়ি ফেরেন। ছোট ভাই স্কুটিতে করে স্কুলে পৌঁছে দেন আবার নিয়ে যান। কিছুই দেখতে পারেন না। তবু ঘণ্টা পড়লে নিজের ক্লাসে চলে যান। পড়ুয়াদের গলা শুনেই বলে দেন কার কী নাম।

ক্লাস নিচ্ছেন বিশ্বনাথ। রবিবার রায়গঞ্জে। - সংবাদচিত্র

স্কুলে ক্রমশ পড়ুয়া কমে যাওয়ায় আক্ষেপ হয় বিশ্বনাথের। ছাত্রছাত্রী আছে ১১০ জন। গ্রামের শিশুরা বেসরকারি স্কুলে ভর্তি না হয়ে যাতে এই স্কুলে ভর্তি হয়, সেদিকে লক্ষ রয়েছে তাঁর। অন্য শিক্ষকদের সঙ্গে তিনিও বাড়ি বাড়ি অভিভাবকদের কাছে যাচ্ছেন। সরকারি স্কুলে পড়লে কী কী সুবিধা পাওয়া যাবে, তাও তুলে ধরছেন তিনি।

খুদে পড়ুয়া অনিক বর্মনের কথায়, 'স্যর খুব সুন্দরভাবে পড়ায়। আমাদের সহজে মুখস্থ হয়ে যায়।' আরেক ছাত্রী পায়েল বর্মন বলে, 'স্যর একদিন না এলে ভালো লাগে না।' বিশ্বনাথবাবুর ক্লাস করাতে সমস্যা হয় না। তবে ব্ল্যাকবোর্ডে কিছু বোঝাতে অসুবিধা হয়। ব্ল্যাকবোর্ডে কিছু বোঝানোর সময় তিনি এক শিক্ষককে ডেকে নেন। সেভাবেই ওই শিক্ষক লিখেন।

বিশ্বনাথের কথায়, 'রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করার সময়ে অনেক কিছু শিখেছি। কোনও কাজেই সমস্যা হয় না। প্রতিদিন দুটো করে ক্লাস নিই। কোনওদিন বেশি নিতে হয়। গ্রামের ছেলেমেয়েদের স্কুলমুখী করার চেষ্টা করছি। কিন্তু জানি না কবে স্বপ্ন পূরণ হবে।' স্কুলের টিআইসি নবীন চন্দ জানান, বিশ্বনাথবাবু স্বাভাবিক ক্লাস নেন। প্রতিটি প্রোগ্রামে থাকেন। গল্পগুজবও করেন।

মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর বাসভাড়া ফ্রি

করণদিঘি, ৯ ফেব্রুয়ারি : মাধ্যমিক পরীক্ষার দিন পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকদের জন্য বিনামূল্যে তিনটি বাস চলবে করণদিঘিতে, জানালেন করণদিঘির বিধায়ক গৌতম পাল। ফলে পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকদের সুবিধা হয়। এবারে মাধ্যমিক পরীক্ষার দিন পৌটি, তিতপুকুর ও করণদিঘি থেকে বিভিন্ন পরীক্ষাকেন্দ্রে বাস পরিষেবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

শিক্ষক প্রেম গোস্বামী বিধায়কের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। জেলায় এই প্রথম কোনও বিধায়ক পরীক্ষার্থীদের জন্য অভিনব উদ্যোগ নিয়েছে, দাবি উত্তর দিনাজপুর জেলা নমশূদ্র বিকাশ পরিষদের জেলা সভাপতি সুখেন মজুমদারের।

কুরুচিকর অঙ্গভঙ্গি, হাজতে তরুণ

রায়গঞ্জ, ৯ ফেব্রুয়ারি : তরুণীকে প্রেম নিবেদন করতে গিয়ে ওই তরুণীর উদ্দেশে বিভিন্ন কুরুচিকর মন্তব্য ও অঙ্গভঙ্গি করার অভিযোগে একজনকে গ্রেপ্তার করল ইটাহার থানার পুলিশ। ধৃতের নাম শুভজিৎ প্রামাণিক (২৫)। বাড়ি ইটাহার থানার গাঙ্গুলিপাড়া এলাকায়। ধৃতের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা আইনের নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। রবিবার ধৃতকে রায়গঞ্জ মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। ধৃতের হয়ে কোনও আইনজীবী এদিন আদালত ক্যাম্পাসে সওয়াল জবাব করেননি।

পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত তরুণ ইটাহার চৌরাস্তা মোড় এলাকায় একটি চায়ের দোকানে দাঁড়িয়েছিল। সেখানেই ইটাহারের স্কুলপাড়ার এক তরুণী দাঁড়িয়েছিল। মুহূর্তের মধ্যে ওই তরুণীকে প্রেমের প্রস্তাব ও অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করে ওই তরুণ।

শনিবার রাতেই অভিযুক্ত তরুণের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্ত তরুণকে গ্রেপ্তার করে ইটাহার থানার পুলিশ।

যদিও অভিযুক্ত তরুণের দাবি, তাকে পরিকল্পনা করে ফাঁসিয়েছে প্রতিবেশী তরুণী। এর পেছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে।

রান্নাঘরে সিলিন্ডারে আগুন

বুনিয়াদপুর, ৯ ফেব্রুয়ারি : বড়সড়ো অগ্নিকাণ্ডের হাত থেকে রক্ষা পেল একটি পরিবার। গ্যাসের ওভেনে দুধ জ্বাল দেওয়ার সময় হঠাৎ করেই সিলিন্ডারে আগুন ধরে যায়। প্রাথমিকভাবে স্থানীয় বাসিন্দারা আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। পরে দমকলের একটি ইঞ্জিন এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। শনিবার সন্ধ্যায় এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে বুনিয়াদপুর শহরের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের সেলিমাবাদে কার্তিক তরফদার নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে। তবে ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি।

শনিবার সন্ধ্যায় কার্তিকবাবু বাড়িতে ছিলেন না। তাঁর স্ত্রী শংকরী তরফদার ছেলের জন্য দুধ জ্বাল দিতে নতুন সিলিন্ডারে রেগুলেটার সেট করেন। হঠাৎ করেই সিলিন্ডারে আগুন ধরে যায়। আতঙ্কে বাড়ির সকলে বাইরে বের হয়ে পড়েন। গোটা রান্নাঘর ধোঁয়া ও আগুনের শিখায় ভরে যায়।

মা লিপিকা তরফদার বলেন,' নতুন গ্যাস সিলিন্ডার লাগানোর পর এমন ঘটনা ঘটল। সিলিন্ডারে কোনও সমস্যা হয়ে থাকতে পারে। এই কারণেই পাইপ বেয়ে সিলিন্ডারে আগুন লাগে। প্রতিবেশীদের সহযোগিতায় এযাত্রায় বেঁচে গেলাম।'

তৃতীয় লাইন বসানোর কাজ

গঙ্গারামপুর, ৯ ফেব্রুয়ারি : জোরকদমে চলছে গঙ্গারামপুর রেলস্টেশন ও স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় রেলের একাধিক নির্মাণকাজ। গঙ্গারামপুর রেলস্টেশনের দ্বিতীয় প্ল্যাটফর্মের নির্মাণকাজ প্রায় শেষলগ্নে। তৃতীয় লাইন বসানোর কাজ শুরু হয়েছে। ১ ও ২ নম্বর প্ল্যাটফর্মের মধ্যে ফুটওভার ব্রিজের কাজ অনেকটাই এগিয়েছে। শুরু হয়েছে স্টেশনে প্রবেশের লিংক রোডের সম্প্রসারণের কাজ। পাশাপাশি পুনর্ভবা নদীতে রেল ফুটব্রিজের পশ্চিম প্রান্তের অ্যাপ্রোচ রোডের কাজ প্রায় শেষের পথে।

বিশেষভাবে সক্ষমদের শিবির

কুশমণ্ডি, ৯ ফেব্রুয়ারি : দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর ও কুশমণ্ডি হাসপাতালের উদ্যোগে শুক্রবার প্রতিবন্ধীদের জন্য শিবির অনুষ্ঠিত হল হাসপাতাল প্রাঙ্গণে। প্রতিবন্ধী মানুষদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেন করঞ্জি পঞ্চায়েতের প্রধান ফারিকুল ইসলাম, পঞ্চায়েত সমিতির কৃষি কর্মাধ্যক্ষ রেজা জাহির আব্বাস। উপস্থিত ছিলেন বিএমওএইচ অমিত দাস। কৃষি কর্মাধ্যক্ষ রেজা জাহির আব্বাস জানান, আজ পুরোনো প্রতিবন্ধী মানুষদের কার্ড রিনিউয়াল সহ নতুন কার্ড পেয়েছেন ৩৫০ জন।

চাকরিপ্রার্থীদের জন্য প্রশিক্ষণ

বালুরঘাট, ৯ ফেব্রুয়ারি : চাকরির পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে মোটা অঙ্কের টাকা গুনতে হয় চাকরিপ্রার্থীদের। তাই এবার চাকরিপ্রার্থীদের জন্য বিনামূল্যে স্কিল অ্যান্ড কেরিয়ার ডেভেলপমেন্ট কোর্সের মাধ্যমে ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করল বালুরঘাটের অনুদীপ ফাউন্ডেশন। উচ্চমাধ্যমিকে উত্তীর্ণ ৩০ বছর বয়সি পর্যন্ত প্রার্থীরা বিনামূল্যে এই কোচিং পাবেন।

ধর্মীয় জালসা

পতিরাম, ৯ ফেব্রুয়ারি : শুক্রবার দুপুর থেকে গভীর রাত পর্যন্ত মহিলা ও পুরুষদের জন্য পৃথকভাবে অনুষ্ঠিত হল ইসলামিক ধর্মীয় জালসা। বালুরঘাট ব্লকের বোল্লা রেজাউল করিম নিজামিয়া মাদ্রাসায় আয়োজিত ধর্মীয় জালসায় বক্তব্য রাখেন মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে আগত মৌলানা এনামুল হক, পূর্ব বর্ধমানের হাফেজ মৌলানা আবদুল জব্বার, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার মৌলানা ইনজামামুল হক তালিবি, মৌলানা সেকেন্দার আলি মাজাহারি প্রমুখ।

শেষবেলায়। রবিবার বালুরঘাটে আত্রেয়ী নদীর ঘাটের ছবিটি তুলেছেন অভিজিৎ সরকার।

বিধায়কের পরিদর্শনের পরেই তৎপর পরিষদ

হিলি, ৯ ফেব্রুয়ারি : সম্প্রতি বিনশিরা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র পরিদর্শন করে শৌচালয়, পথবাতি সহ একাধিক ইস্যুতে সরব হয়েছিলেন বালুরঘাটের বিধায়ক। প্রশাসনের কাছে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সমস্যার অনতিবিলম্বে আশু সুরাহার আবেদন করেছিলেন তিনি। তার কয়েকদিন যেতেই তৎপর হল জেলা পরিষদ। ইতিমধ্যে শনিবার সকাল থেকে পথবাতি লাগানোর কাজ শুরু হয়েছে। এছাড়া স্বাস্থ্যকেন্দ্রের রাস্তা সংস্কার, শৌচালয় এবং রোগীর আত্মীয়দের জন্য প্রতীক্ষালয় নির্মাণের পরিকল্পনাও গৃহীত হয়েছে।

দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পরে গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের পরে স্থানীয় জেলা পরিষদ সদস্যের হস্তক্ষেপে পুনরায় বিনশিরা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের দিবারাত্রি পরিষেবা চালু করে জেলা প্রশাসন। কিন্তু স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পরিষেবা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে একাধিক অব্যবস্থা উঠে আসতে থাকে। সম্প্রতি ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্র পরিদর্শন করেন বালুরঘাট বিধানসভার

> ৩০ লক্ষ টাকা দিয়ে রাস্তা, শৌচালয় ও প্রতীক্ষালয় নির্মাণ করা হবে। দ্রুততার সঙ্গে কাজগুলি করা হবে। আজ থেকে পথবাতি বসানোর কাজ শুরু হয়েছে।
>
> **কৌশিক মাহাতো**
> **কর্মাধ্যক্ষ, জেলা পরিষদ**

বিধায়ক অশোককুমার লাহিড়ি। তিনি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চিকিৎসক, কর্মী, রোগীর আত্মীয় এবং স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে সমস্যা শোনেন। তারপরেই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে শৌচালয়, পথবাতি সহ অন্যান্য সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য জেলা প্রশাসনের কাছে অনুরোধ করেন।

শুক্রবার দুপুরে জেলা পরিষদের একটি প্রতিনিধিদল বিনশিরা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সমস্যাগুলি খতিয়ে দেখতে যান। তারপরেই জেলা পরিষদের তরফে ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয় করে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের রাস্তা সংস্কার, শৌচালয় ও রোগীর আত্মীয়দের জন্য প্রতীক্ষালয় নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। দ্রুত বরাত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে ওই প্রকল্পের বাস্তবায়ন করবে জেলা পরিষদ। জেলা পরিষদের জনস্বাস্থ্য কারিগরি ও পরিবেশ কর্মাধ্যক্ষ কৌশিক মাহাতো বলেন, '৩০ লক্ষ টাকা দিয়ে রাস্তা, শৌচালয় ও প্রতীক্ষালয় নির্মাণ করা হবে। দ্রুততার সঙ্গে কাজগুলি করা হবে। আজ থেকে পথবাতি বসানোর কাজ শুরু হয়েছে।'

রেল ক্রসিংয়ের দাবি পোড়া মাধাইলে

রূপক সরকার

বালুরঘাট, ৯ ফেব্রুয়ারি : রেললাইন তৈরির আগে থেকেই বালুরঘাট ব্লকের বোয়ালদার গ্রাম পঞ্চায়েতের দুর্লভপুর পোড়া মাধাইলে রয়েছে রাস্তা। দীর্ঘদিনের চলাচলের সেই রাস্তা বন্ধ করতে গিয়েছিল রেল। সেইসময় বাধা দিয়েছিলেন গ্রামবাসী। বাধার মুখে পড়ে রাস্তা বন্ধ করা থেকে পিছু হটে রেল কর্তৃপক্ষ। এরপর স্থানীয় বাসিন্দারা বিভিন্ন জায়গায় রেল ক্রসিংয়ের দাবি জানিয়ে সরব হয়েছিলেন। অবশেষে রেল কর্তৃপক্ষ ও জেলা পুলিশ প্রশাসন বৃহস্পতিবার ওই এলাকায় গিয়ে পুরো পরিস্থিতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখেন এবং গ্রামবাসীর সঙ্গে কথা বলেন। রেলের তরফে আন্ডারপাসের কথা বলা হলেও সেখানে রেল ক্রসিংয়ের দাবি থেকে সরতে নারাজ গ্রামবাসী।

জেলা প্রশাসনের তরফ থেকে এদিন ওই এলাকায় উপস্থিত ছিলেন সদর মহকুমা শাসক সুব্রতকুমার বর্মন, বালুরঘাট পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অরূপ সরকার, জয়েন্ট বিডিও সুশান্ত প্রামাণিক সহ রেলের

ঘটনাস্থলে রেল আধিকারিকরা। রবিবার পোড়া মাধাইলে। - সংবাদচিত্র

আধিকারিকরা।

গ্রামবাসী অনুপ বসাক বলেন, 'রেলগেটের জন্য জেলা প্রশাসনের আধিকারিক থেকে রেল কর্তৃপক্ষকে একাধিকবার জানিয়েছি। এই রাস্তা দিয়ে এলাকার ১০টির বেশি গ্রামের মানুষ চলাচল করে। এই রাস্তাতেই রয়েছে গ্রামীণ হাসপাতাল, গ্রাম পঞ্চায়েত, হাইস্কুল সহ অন্য অফিস। এই রাস্তা বন্ধ হলে কয়েক কিলোমিটার ঘুরে যাতায়াত করতে হবে এলাকার বেশ কয়েকটি গ্রামের মানুষদের। আমাদের প্রথম থেকেই একটাই দাবি, সেখানে আন্ডারপাস নয়, রেল ক্রসিং করতে হবে।'

বালুরঘাট পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অরূপ সরকার জানান, 'আজ পোড়া মাধাইলে রেল কর্তৃপক্ষ ও পুলিশ এবং প্রশাসনিক আধিকারিকদের উপস্থিতিতে ওই এলাকা পরিদর্শন করা হয়। রেলের তরফ থেকে সেখানে আন্ডারপাস করার কথা বলা হয়। কিন্তু গ্রামবাসী রেল ক্রসিংয়ের দাবি জানিয়েছেন। সেই দাবি আমরা ঊর্ধ্বতন ও রেল কর্তৃপক্ষকের কাছে তুলে ধরব।

প্রাচীরহীন হাসপাতাল

সামসী, ৯ ফেব্রুয়ারি : দীর্ঘদিন ধরেই সামসী গ্রামীণ হাসপাতালে সীমানা প্রাচীর নেই। রাতে শিয়াল, কুকুর অবাধে ঘোরাফেরা করে। হাসপাতালের ডাক্তার, নার্স থেকে শুরু করে হাসপাতালের স্বাস্থ্যকর্মীরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। এলাকাবাসী সীমানা প্রাচীরের দাবিতে জোর সওয়াল শুরু করেছে।

সামসীর বাসিন্দা তারিকুল ইসলাম বলেন, 'সামসী, শ্রীপুর, চাঁদমুণি, ভাদো প্রভৃতি এলাকার মানুষের চিকিৎসার ভরসা এই গ্রামীণ হাসপাতাল। হাসপাতালে নেই কোনও সীমানা প্রাচীর। চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন এখানকার সব কর্মী। সীমানা প্রাচীর নির্মাণ খুব জরুরি।

রতুয়া-১ ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক (বিএমওএইচ) রাকেশ কুমার জানিয়েছেন, 'সীমানা প্রাচীর নিয়ে ইতিমধ্যেই লিখিতভাবে বিডিও এবং জেলা মুখ্য স্বাস্থ্যকর্তাকে জানানো হয়েছে। দুই তরফেই আশ্বাস পাওয়া গিয়েছে।' সীমানা প্রাচীর নির্মাণের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন রতুয়া-১ নম্বর ব্লকের বিডিও রাকেশ টোপ্পো।

গল্প ফেঁদে টাঙনের বালি চুরি

কালিয়াগঞ্জে আটক ট্র্যাক্টর

অনির্বাণ চক্রবর্তী

কালিয়াগঞ্জ, ৯ ফেব্রুয়ারি : মুখে জেলা প্রশাসনের অনুমতির উবাচ্য। সেই গল্প ফেঁদে রাধিকাপুর অঞ্চলের টাঙন নদী থেকে প্রকাশ্যে চলছে বালি চুরি। নতুন আঙ্গিকে বুক চিতিয়ে ফের সক্রিয় কালিয়াগঞ্জের বালি মাফিয়ারা। তবে বসে নেই কালিয়াগঞ্জের ভূমি দপ্তরও। ফাঁদ পেতে এবার দিনের আলোয় হাতেনাতে বালিবোঝাই ট্র্যাক্টর ধরলেন দপ্তরের আধিকারিকরা। আটক ট্র্যাক্টরটি এখন কালিয়াগঞ্জ থানার পুলিশের হেপাজতে।

শনিবার দুপুরেও থানায় দাঁড়িয়ে থাকা ট্র্যাক্টরের বালি থেকে ঝরঝর করে জল পড়ছে। কালিয়াগঞ্জের ভূমি দপ্তরের আধিকারিক অমিতাভ মিশ্র জানালেন, 'শুক্রবার বিকেলে এই বালিবোঝাই ট্র্যাক্টরটিকে ঘটনাস্থল থেকে হাতেনাতে আটক করা হয়েছে। আগামী সোমবার ট্র্যাক্টর মালিক এসে আইন মোতাবেক ফাইন দিয়ে যাবেন।' যদিও এলাকার মানুষের অভিযোগ, প্রতিবাদ জানালেই পাচারকারীদের উত্তর, 'প্রশাসনের অনুমতি আছে।'

একদিকে গ্রামীণ এলাকায় বাংলা আবাস যোজনার অন্তর্গত সরকারি বাড়ির অনুদান আসতেই বেড়েছে বালির চাহিদা। কালিয়াগঞ্জে বালির আমদানি কম থাকায় একশ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ীরা রাতের অন্ধকারে চারগুণ বালির দাম বাড়িয়ে ফেলেছেন। সংকটে পড়েছেন উপভোক্তারা। তাই স্থানীয় বালির উপর ভরসা করেই সরকারি ঘর বানানোর দিকে এগিয়েছেন তাঁরা। সেই সুযোগে মাঠে নেমে পড়েছেন স্থানীয় বালি মাফিয়ারা। জানা যায়, টাঙনের বালি ৬ হাজার টাকা ট্রলি পর্যন্ত বিকোচ্ছে। তারমধ্যে ট্রলি প্রতি ১০০ সিএফটি দেওয়ার কথা থাকলেও ক্রেতারা পাচ্ছেন মাত্র ৭০ সিএফটি বালি।

থানায় আটক বালিবোঝাই ট্র্যাক্টর। রবিবার কালিয়াগঞ্জে। - সংবাদচিত্র

কালিয়াগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হিরণ্ময় সরকার জানালেন, 'এখনও পর্যন্ত সরকারিভাবে রাধিকাপুরের টাঙন নদীর একাধিক ঘাটে বালি তোলার কোনও অনুমতি দেয়নি জেলা প্রশাসন। কয়েকদিন আগে জেলা ভূমি দপ্তরের আধিকারিক সহ স্থানীয় আধিকারিকরা এসে টাঙন ঘাট পরিদর্শন করে গিয়েছিলেন। জানা যাচ্ছে, আগে যারা বালি তোলার জন্য টেন্ডার ড্রপ করেছিলেন, তাঁদেরই অনুমতি দেওয়া হবে। সরকারিভাবে সেই কাজ চলছে। এখন বালি তোলা হলেও তা হচ্ছে অবৈধভাবে। কালিয়াগঞ্জ থানার আইসি দেবব্রত মুখোপাধ্যায় বলেন, 'ভূমি দপ্তরের পাশাপাশি আমরাও বালি চুরির বিরুদ্ধে লাগাতার অভিযান চালাচ্ছি। এদিন ভূমি দপ্তর থেকে বালিবোঝাই ট্র্যাক্টর ধরে কালিয়াগঞ্জ থানায় নিয়ে আসা হয়েছে।'

যন্ত্রণার আখ্যান

- আবাস যোজনার অন্তর্গত সরকারি বাড়ির অনুদান আসতেই বেড়েছে বালির চাহিদা
- বালির আমদানি কম থাকায় একশ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ীরা রাতের অন্ধকারে চারগুণ বালির দাম বাড়িয়ে ফেলেছেন
- এই সুযোগে মাঠে নেমে বালি মাফিয়ারা টাঙনের বালি ৬ হাজার টাকা ট্রলি পর্যন্ত বিকোচ্ছে
- তারমধ্যে ট্রলি প্রতি ১০০ সিএফটি দেওয়ার কথা থাকলেও ক্রেতারা পাচ্ছেন মাত্র ৭০ সিএফটি বালি

যোগা প্রতিযোগিতা

বালুরঘাট, ৯ ফেব্রুয়ারি : জেলা পর্যায়ের যোগা প্রতিযোগিতা আয়োজিত হল বালুরঘাটে। জেলাস্তরের বিজয়ী যোগা প্রতিযোগীরা রাজ্যস্তরের চ্যাম্পিয়নশিপে অংশগ্রহণ করবে। এদিনের প্রতিযোগিতায় পুরুষ ও মহিলা মিলে মোট ৬০ জন প্রতিযোগী ২০টি বিভাগে অংশগ্রহণ করেছে।

পাশাপাশি, বালুরঘাটে জেলা পুলিশ প্রশাসন ও পোস্ট অফিসের পক্ষ থেকে পালিত হল 'ফিটনেস কা দোস্ত আধাঘণ্টা রোজ'। রবিবার সকালে বালুরঘাট পুলিশলাইন মাঠে জেলা পুলিশের পক্ষে ফিটনেসের জন্য যোগা ও জুম্বা ডান্সের আয়োজন করা হয়। এছাড়াও এদিন সকালে বালুরঘাটে পোস্ট অফিসের পক্ষ থেকে একটি র‍্যালি হয়।

আইনজীবীদের সভা

কালিয়াচক, ৯ ফেব্রুয়ারি : শনিবার কালিয়াচকের নজরুল ভবনে কালিয়াচক অ্যাডভোকেট ফোরামের একটি সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ'দিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন সভাপতি ইয়াসিন মহালদার, সাদেমান খান বাপ্পা সহ প্রায় ৩০০ জন আইনজীবী।

কয়েক বছর আগে গঠিত হয় কালিয়াচক অ্যাডভোকেট ফোরাম। কালিয়াচকের তিনটি ব্লক মিলিয়ে এই ফোরামে প্রায় ৩০০ জন আইনজীবী রয়েছেন। সভার শেষে সকল আইনজীবী মিলে একটি মিছিল বের করেন। মিছিলটি কালিয়াচক চৌরঙ্গি হয়ে বালিয়াডাঙা মোড় সহ বিভিন্ন জায়গা ঘুরে কালিয়াচক নজরুল ভবনে এসে শেষ হয়।

বার্ষিক সম্মেলন

বুনিয়াদপুর, ৯ ফেব্রুয়ারি : বুনিয়াদপুর গণতান্ত্রিক ব্যবসায়ী সমিতির ২৭তম বার্ষিক সম্মেলন হল বুনিয়াদপুরে। রবিবার সরাই বুনিয়াদপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সম্মেলনে সংগঠনের ব্যবসায়ীরা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পুর প্রশাসনের কর্তা ও ওয়েস্ট দিনাজপুর চেম্বার অফ কমার্সের কর্তারা। সমিতির পতাকা উত্তোলন ও প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্যে দিয়ে সভার কাজ শুরু হয়। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পাঠ করেন সংগঠনের সম্পাদক শচীন্দ্রনাথ দত্ত। বর্তমান আর্থসামাজিক প্রেক্ষিতে ব্যবসায়ীদের সমস্যা এবং তা থেকে উদ্ধারের উপায় বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন সাধারণ সম্পাদক শংকর কুণ্ডু।

শিক্ষকদের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ

মিড-ডে মিলে মুড়ি-সুজি

রায়গঞ্জ, ৯ ফেব্রুয়ারি : ভাতের থালায় ভাত নয়, দেওয়া হল মুড়ি। মিড-ডে মিলে পড়ুয়াদের দেওয়া হল শুকনো মুড়ি আর সুজি। ঘটনাটি ঘটেছে রায়গঞ্জ ব্লকের পারধা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। এই ছবি সামনে আসতেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে। কেন ওই পড়ুয়ারা মিড-ডে মিলে মুড়ি, সুজি খাচ্ছে? তা জানতে গিয়ে সামনে এল আরও এক গুরুতর অভিযোগ। শিক্ষক-শিক্ষিকা সহ হস্টেল সুপারের বিরুদ্ধেও একাধিক অভিযোগ তুলে সরব হয়েছেন অভিভাবকদের একাংশ।

সপ্তাহের কোনদিন মিড-ডে মিল দেওয়া হবে, রাজ্য সরকারের তরফে তার নির্দিষ্ট তালিকা করে দেওয়া হয়েছে। সেই তালিকায় রান্না করা খাবার দেওয়ার নির্দেশ রয়েছে। কিন্তু পারধা প্রাথমিক স্কুলে সেই নিয়ম মানা হয় না বলে অভিযোগ। প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত পড়ুয়াদের বেশিরভাগ শুকনো খাবার দেওয়া হয়। বুধবার ছাত্রছাত্রীদের লুচি দেওয়া হয়েছিল। তবে শনিবার তাদের শুকনো মুড়ি ও সুজি দেওয়া হয়েছে।

ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক শুভাশিস দাসের দাবি,'পড়ুয়ারা মুড়ি- সুজি খেতে চেয়েছিল। তাই ভাতের পরিবর্তে মুড়ি ও সুজি দেওয়া হয়েছে। স্কুলে আজ কোনও রান্না হয়নি।'

স্কুলে রয়েছে তপশিলি পড়ুয়াদের হস্টেল। সেখানে ৩০ জন খুদে আবাসিক থাকে। এদের কেউ তৃতীয় বা চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ে। শনিবার দুপুর দুটো নাগাদ স্কুলে গিয়ে দেখা গেল, তারা স্কুল প্রাঙ্গণে থাকা পানীয় জলে কেউ স্নান করছে। আবার কেউ জামাকাপড় ধুচ্ছে। পড়ুয়াদের অভিযোগ, আজ একটিমাত্র ক্লাস হয়েছে। অথচ শনিবার করে ৪ টি ক্লাস হওয়ার কথা।

অভিভাবিকা চাকাই বর্মন জানান,'স্কুলে প্রায়দিন রান্না হয় না। আজ মুড়ি ও সুজি খেয়েছে পড়ুয়ারা। বুধবার লুচি দিয়েছে। স্কুলে ঠিকমতো ক্লাস হয় না। দেরি করে আসেন শিক্ষকেরা। আবার তাড়াতাড়ি চলে যান।'

নিতাই বর্মন নামে আরেক গ্রামবাসীর অভিযোগ,'মিড-ডে মিল ঠিকমতো হয় না। পড়াশোনাও হয় না বললেই চলে। হস্টেলের খুদে শিশুদের দেখভালের মতো কেউ নেই। একজন সুপার থাকলেও তাঁর কথা শোনে না।'

অনুরাধা রায়, গায়ত্রী দেবসিংহ ও মনীষা বর্মন চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী। তাদের কথায়, শনিবার নির্ধারিত চারটি ক্লাস হওয়ার কথা। কিন্তু শুধুমাত্র বাংলা ক্লাস হয়েছে। বাকি কোনও ক্লাস হয়নি।

যদিও ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক শুভাশিস দাসের দাবি,'আজ তিনটি ক্লাস হয়েছে।'

হস্টেল সুপার দিনা দেবসিংহ বলেন,'পড়ুয়ারা দুপুরে মুড়ি ও সুজি খেয়েছে। স্কুলে আজ রান্না হয়নি। রাতে হস্টেলে ভাত খাবে।

রায়গঞ্জ আবদুলঘাটা উপবনে প্রকৃতি শিবিরে খুদেরা। - সংবাদচিত্র

খুদেরা চিনল গাছ, পাখি

চন্দ্রনারায়ণ সাহা

রায়গঞ্জ, ৯ ফেব্রুয়ারি : রায়গঞ্জ আবদুলঘাটা উপবনে ৩০ জন খুদেদের নিয়ে শনিবার শুরু হল ১৪ তম প্রকৃতি পর্যালোচনা শিবির। শিবির দু'দিনের। এদিন সকালে সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করে ক্যাম্পের ট্রেনিং শুরু হয়। উপস্থিত ছিলেন রায়গঞ্জের মহকুমা শাসক কিংশুক মাইতি, রায়গঞ্জ বণিকসভার সাধারণ সম্পাদক অতনুবন্ধু লাহিড়ি, সংগঠনের সম্পাদক পার্থ পাল সহ সংস্থার সদস্যরা। শিবিরের উদ্যোক্তা হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ার্স অ্যান্ড ট্রেকার্স অ্যাসোসিয়েশন।

দু'দিনের শিবিরে খুদেদের একদিকে যেমন মাটি, পশুপাখি, আকাশ, গাছ চেনানো হয়, তেমনি পাহাড় চড়ার প্রাথমিক শিক্ষাও দেওয়া হয়। এবারের শিবিরের ম্যানেজারের দায়িত্ব পেয়েছেন সুজয় ভৌমিক। ক্যাম্পের ফিল্ড ডাইরেক্টর মনোতোষ বিশ্বাস। তিনি বলেন, 'আমরা ১৯৮৫ সাল থেকে রায়গঞ্জ সহ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলার ছোটদের নিয়ে প্রকৃতিপাঠ শিবিরের আয়োজন করি। যারা দূরের ক্যাম্পে যেতে পারে না, তাদেরকে নিয়ে স্থানীয়ভাবে এই শিবিরের আয়োজন করে থাকি।'

সংস্থার সম্পাদক পার্থ পাল এই শিবিরের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানাতে গিয়ে বলেন, 'ছেলেমেয়েদের পরিবেশ রক্ষা, জল সংরক্ষণ সহ নানা ধরনের বিষয়গুলো হাতেকলমে শেখানো হয়।'

ক্যাম্পে অংশ নিয়ে ভীষণ খুশি দীপাঞ্জলি, দীপ্তাংশুদের মতন একদল খুদে। আগামীতেও তারা আসবে বলে জানিয়েছে।

সেতুর আশ্বাস নীহারের

হরিশ্চন্দ্রপুর, ৯ ফেব্রুয়ারি : বছর ঘুরলে বিধানসভা নির্বাচন। আর এই সময়ে হরিশ্চন্দ্রপুর এক নম্বর ব্লক এলাকার নিজের নির্বাচনি ক্ষেত্র তুলসীহাটায় সেতু নির্মাণের আশ্বাস দিলেন বিধায়ক নীহাররঞ্জন ঘোষ। জেলা পরিষদের ইঞ্জিনিয়ার একরামুল হককে সঙ্গে নিয়ে শনিবার বিধায়ক এলাকা পরিদর্শনে গিয়েছিলেন।

তুলসীহাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের ছোটপাড়ো ও ভাগবড়োল গ্রাম দুটির মাঝে পিপল মণি ক্যানালে সেতু না থাকায় প্রতি বছর বর্ষায় চরম সমস্যায় পড়েন এলাকার প্রায় ১০টি গ্রামের মানুষ। বর্ষায় বাঁশ বেঁধে তার উপর দিয়ে যাতায়াত করতে হয়। কেউ আবার কলার ভেলা বানিয়ে ক্যানাল পার হন। এতে অনেক সময় দুর্ঘটনা ঘটে। এলাকায় অ্যাম্বুল্যান্স ও দমকল ঢুকতে পারে না। ছাত্রছাত্রীরাও চরম সমস্যায় পড়ে। এদিন মাপজোখ করে দেখা যায়, প্রায় ২০ ফুট লম্বা সেতু করতে হবে। নীহার বলেন, 'জেলা পরিষদের ইঞ্জিনিয়ারকে সঙ্গে নিয়ে পরিদর্শন করলাম। শীঘ্রই সেতুর কাজ শুরু হবে।'

সীমান্তে বিএসএফের সিভিক প্রোগ্রাম

বামনগোলা, ৯ ফেব্রুয়ারি : শুক্রবার বিএসএফের ৮৮ নম্বর ব্যাটালিয়নের তরফে বামনগোলার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত গ্রামে সিভিক অ্যাকশন প্রোগ্রামের আয়োজন করা হয়। শোনঘাট হাইস্কুল মাঠে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কমান্ডান্ট নরেশকুমার লোহড়ি, আইসি অমিত শর্মা, ডিউটি কমান্ড কেসি নেইল, এসি সুনীল কুমার সহ বিএসএফের অন্য আধিকারিকরা।

সাধারণ মানুষের জন্য বিনামূল্যে মেডিকেল ক্যাম্প করা হয়। সেখানে এলাকার দুঃস্থ মানুষদের জন্য বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা, চক্ষু পরীক্ষা সহ বিনামূল্যে ওষুধ বিতরণ করা হয়। পাশাপাশি খেলাধুলোর প্রতি আগ্রহ বাড়াতে সীমান্ত এলাকার তরুণদের হাতে বিভিন্ন ক্রীড়াসামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। দেওয়া হয় ফুটবল, ক্যারম বোর্ড। এছাড়াও মহিলাদের জন্য শাড়ি সহ বিভিন্ন শীতবস্ত্র তুলে দেওয়া হয়। এলাকার বাসিন্দারা জানান,ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকায় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দিনরাত এক করে যেভাবে বিএসএফরা পাহারা দিচ্ছেন তার তুলনা নেই। পাশাপাশি এভাবে সিভিক অ্যাকশন প্রোগ্রামের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন সামগ্রী দিয়ে সাধারণ মানুষকে সহযোগিতা করছেন। ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প করে স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করছেন।

আমাদের ছোট নদী

পুরাসের নদীখাত ভুট্টার দখলে

চন্দ্রনারায়ণ সাহা

রায়গঞ্জ, ৯ ফেব্রুয়ারি : রায়গঞ্জ ব্লকের বাংলাদেশ সীমান্ত গ্রামীণ অঞ্চলে কয়েক দশক আগেও যে পুরাস নদী দিয়ে সারাবছর তিরতির বেগে বইত জল, মাত্র ৪০ বছরের ব্যবধানে সেই নদী আজ সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন। নদী পাড় দখল করেছে বসতি আর নদীখাতের দখল নিয়েছে ভুট্টা।

বাংলাদেশের বড়া বিল থেকে ডাঙাপাড়ার উত্তর প্রান্ত দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছে নদী। তারপর মোমিনটোলা, ভাটগঞ্জ, মালিবাড়ি, সোনাটোলা, জগদীশপুর, ঘোঘাডার, সরিয়াবাদ হয়ে নাগরে গিয়ে মিশেছে।

স্থানীয় পঙ্কজ শীল বলেন, 'আমরাও ছোটবেলায় পুরাস নদীর গল্প শুনেছি। দাদুরা এই নদী থেকে মাছ মারতেন। এর জলে কৃষিকাজ করতেন। কিন্তু আজ পুরাসের বুকজুড়ে শুধুই ভুট্টার চাষ।'

রায়গঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সদস্য তরুণকুমার রায় বলেন, 'বাবার কাছে শুনেছি এই নদীর বুক দিয়ে একটা সময় নৌকা চলাচল করত। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বিগত কয়েকবছর ধরে বৃষ্টির অভাবে খরার প্রকোপ বেড়েছে। ফলে নদীতে জল থাকে না।'

নদী আন্দোলনের কর্মী শংকর ধর বলেন, 'নদীগুলোর পুনরুজ্জীবন

করা হয়তো আর সম্ভব নয়। তবু নদী দখল করে বসবাস করা সাধারণ মানুষ যদি নদীর দখলদারি না ছাড়ে, তাহলে নদীও একদিন প্রতিশোধ নেবে।'

প্রধান সমস্যা

- জলহীন নদীর বুকে কৃষি জমিতে চাষাবাদ
- নদীর পাড়, নদীখাত সবটাই দখল
- নদীতে ব্যাপক হারে ভুট্টা, ধান চাষ
- নদীর বুকে আজও প্রচুর জায়গায় পাঁক আছে
- হারিয়ে গিয়েছে নদীর সুস্বাদু বাটা, মৌরলা, বোয়াল

বিধানসভা নির্বাচনের আগে শেষ পূর্ণাঙ্গ বাজেট অধিবেশন শুরু আজ

আরজি করের ঘটনায় বিচার চেয়ে ফের পথে। রবিবার কলকাতায়।

মেয়ের জন্মদিনে রাজপথে বাবা-মা

কলকাতা, ৯ ফেব্রুয়ারি : ‘জন্মদিনের মৃত্যুঋণ’ স্লোগানে তপ্ত হল রাজপথ। ৩২ বছরে পা রাখলেন তিলোত্তমা। রবিবারই আরজি কর মেডিকেলে তিলোত্তমার ধর্ষণ ও খুনের ৬ মাস পূর্ণ হয়েছে। ভাগ্যের পরিহাসে এদিনই তাঁর জন্মদিন। তাই বিচারের দাবিতে আবার নাগরিক সমাজ পথে নামে। মুখরিত হয় শহর কলকাতা। এদিন সকাল থেকেই নির্যাতিতার জন্মদিন উপলক্ষ্যে একাধিক কর্মসূচির আয়োজন করেন জুনিয়ার ডাক্তার, নাগরিক সমাজ, নির্যাতিতার পরিবার।

গুড়ের পায়েস খেতে ভালোবাসতেন মেয়ে, আক্ষেপের সুরে চোখ ছলছল করে উঠল মায়ের। জীবনের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে মেয়েকে চিকিৎসক তৈরি করতে চেয়েছিলেন। এখন লড়াইটা মেয়ের বিচারের। ভাঙা গলায় একরাশ হতাশা বাবারও। নির্যাতিতা ফুল ভালোবাসতেন। তাই মেয়ের পছন্দের ফুলগাছ এদিন লাগিয়েছেন বাবা-মা। আর কোনওদিন গুড়ের পায়েস তৈরি করবেন না মা। নির্যাতিতার থাকার ঘরটিও খাঁখাঁ করছে। প্রতিবছর এই ঘরেই বাবার পছন্দের জামা পরে কেক কাটতেন মেয়ে। এখন সবই স্মৃতি।

তবে প্রতিবাদ থামেনি। মেয়ের স্মৃতি বুকে আঁকড়েই এদিন কলেজ স্কোয়ার থেকে আরজি কর পর্যন্ত নাগরিক মিছিলে পা মেলান নির্যাতিতার বাবা-মা। নির্যাতিতার বাবা বলেন, ‘মেয়ের জন্মদিনের প্রকৃত উপহার হবে ন্যায় বিচার। তা পেতে জোরদার আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। নাগরিক সমাজ আমাদের পাশে রয়েছে।’ নির্যাতিতার মা বলেন, ‘এখনও বিচার পেলাম না। এই ঘটনায় একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী সঞ্জয় রায়। তাই তাকে সর্বোচ্চ শাস্তি দিলে বিচারের শেষ আশাও নিভে যাবে।’ এদিন মিছিল শেষে আরজি করে মূল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। কিন্তু আরজি কর মেডিকেলের কাছে মিছিল পৌঁছোতেই ব্যারিকেড বসিয়ে চিকিৎসকদের আটকে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। কলেজে ঢুকতে বাধা দিতেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পরিস্থিতি। এরপরই বেলগাছিয়ার রাস্তায় বসে বিক্ষোভ দেখান আন্দোলনকারীরা।

নির্যাতিতার পানিহাটির বাড়ির অদূরেই এদিন আন্দোলনকারী জুনিয়ার ডাক্তাররা ‘অভয়া ক্লিনিক’-এর আয়োজন করেন। এদিন তাঁর বাড়ির সামনে থেকে মৌন মিছিলও করা হয়। ছিলেন চিত্রশিল্পী, সংগীতশিল্পী সহ সর্বস্তরের সাধারণ মানুষ। এদিন দুপুর ৩টে থেকে কলেজ স্কোয়ার থেকে আরজি কর পর্যন্ত মিছিল হয়।

থেমে ছিল না রাজনৈতিক দলগুলিও। এদিন নির্যাতিতার জন্মদিনকে স্মরণ করে দুটি বৃক্ষরোপণ করেন আসানসোল দক্ষিণের বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পল। প্রয়াগরাজে তর্পণ করেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার বইমেলায় কেক কেটে নির্যাতিতার জন্মদিন পালন করেন।

নিজের কেন্দ্রে জনসংযোগ বালুর

কলকাতা, ৯ ফেব্রুয়ারি : জামিন পাওয়ার পর প্রথমবার নিজের বিধানসভা কেন্দ্র হাবড়ায় গেলেন তৃণমূল বিধায়ক জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। রবিবার দলীয় কর্মীদের সঙ্গে জনসংযোগ করলেন তিনি। তাঁকে দেখে দলীয় কাউন্সিলার ও নেতা-কর্মীদের মধ্যে উচ্ছ্বাস দেখা যায়। ২০২৬-এর নির্বাচনের আগে তাঁর সক্রিয় হয়ে ওঠা তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। দলীয় কর্মী ও জনসাধারণের সঙ্গে জনসংযোগে মন দিয়েছেন প্রাক্তন মন্ত্রী।

এদিন হাবড়ার বদরহাটের তৃণমূল কার্যালয় উদ্বোধনে যান তিনি। দলীয় কর্মীদের সঙ্গে জনসংযোগ সারেন জ্যোতিপ্রিয়। এরপর হাবড়া ২ নম্বর রেল গেটের কাছে দলীয় কাউন্সিলার ও কর্মীদের সঙ্গে সাক্ষাৎও করেন। এদিন সেখান থেকে মিছিল করে হাবড়া পুরসভায় যান তিনি। পুরসভায় দলীয় কর্মীদের সঙ্গে বৈঠক করেন। পুরসভার চেয়ারম্যান নারায়ণ সাহার কাছে উন্নয়নের খতিয়ান জানতে চান এবং বিধায়ক তহবিলের টাকা দিয়ে বেশ কিছু উন্নয়নমূলক কাজ নিয়ে আলোচনা করেন তিনি। জ্যোতিপ্রিয় জানান, তাঁর বিধায়ক কোটার প্রায় ২ কোটি টাকা পড়ে আছে। তা দিয়ে উন্নয়নের কাজে নামতে চান তিনি। কুলতলির উন্নয়ন তহবিল, রাস্তা তৈরি, বৈদ্যুতিক চুল্লি, নবনির্মিত হাসপাতাল সম্পূর্ণ চালু করা সহ একাধিক কাজে নজর দেওয়াই এখন তাঁর লক্ষ্য। এদিন পুরোনো সতীর্থদের সঙ্গেও আলাপচারিতা সারেন। তিনটি পঞ্চায়েত এলাকায় বনভোজনের আয়োজন করা হয়। সেই বনভোজনেও যোগদান করেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ধীরে ধীরে কর্মসূচি শুরুর পরামর্শ দিয়েছিলেন প্রাক্তন মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয়কে। সেই পরামর্শ মেনেই নিজের বিধানসভা এলাকায় নতুন করে নজর দিতে শুরু করলেন জ্যোতিপ্রিয়। ১৫ মাস তিনি র‍্যাশন দুর্নীতি কাণ্ডে জেলে থাকায় বিধায়ক শূন্য ছিল হাবড়া। এদিন তাঁকে কাছে পেয়ে উৎসাহ দেখা যায় স্থানীয়দের মধ্যেও।

মানুষ আর মানুষ। রবিবার বইমেলার শেষ দিনে। ছবি : রাজীব মণ্ডল

বইমেলায় বিক্রি ২৫ কোটির

কলকাতা, ৯ ফেব্রুয়ারি : ৪৮তম কলকাতা বইমেলা শেষ হল রবিবার। দীর্ঘ ১৩ দিনের মেলবন্ধনের অপেক্ষায় বইপ্রেমীদের থাকতে হবে আরও একটি বছর। এবছর বইমেলায় ২৭ লক্ষ মানুষের ভিড় হয়েছিল। ২৫ কোটি টাকার বই বিক্রি হয়েছে বলে জানিয়েছে গিল্ড কর্তৃপক্ষ। একে রবিবার ছুটির দিন। তাই বইমেলার শেষ দিনে ঢুঁ মারতে ছাড়েননি বইপ্রেমীরা। জমজমাট অনুষ্ঠানের সমারোহে শেষ হয়েছে কলকাতা বইমেলা। বিশিষ্ট ব্যক্তিরা হাজির ছিলেন সমাপ্তি অনুষ্ঠানে। গিল্ডের সাধারণ সম্পাদক সুধাংশুশেখর দে বলেন, ‘এবছরের তুলনায় গত বছর বইমেলা আরও বেশিদিন ছিল। কিন্তু এবছর বহু মানুষের ভিড় হয়েছে। শেষ দিনে ভিড় ছিল আরও বেশি।’

গিল্ড কর্তৃপক্ষের মতে, গত বছরের তুলনায় এবছর ভিড় বেশি হয়েছে। ২০২৪ সালে বইমেলায় ২৬ লক্ষ মানুষের ভিড় হয়েছিল। এবছর মাত্র ১৩ দিনেই ২৭ লক্ষ মানুষের ভিড় হয়েছে। গত বছর ২৩ কোটি টাকার বই বিক্রি হয়। তবে এবছর বই বিক্রি হয়েছে ২৫ কোটি টাকার। বিভিন্ন প্রান্তের মানুষকে একসূত্রে বাঁধে বইমেলা। বইপ্রেমীরা যেন দীর্ঘ অপেক্ষায় থাকেন। চতুর্দিকে নানা স্টল। এককথায় অজানা বিশ্বকে হাতের মুঠোয় পান বইপ্রেমীরা। তবে এদিন বইমেলার শেষ দিনে মন খারাপ বইপ্রেমীদের।

ঘুঁটি সাজাচ্ছেন মমতা-শুভেন্দু

কলকাতা, ৯ ফেব্রুয়ারি : রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের ভাষণের মধ্য দিয়ে সোমবার শুরু হচ্ছে বিধানসভার বাজেট অধিবেশন। বিধানসভার নৌশাদ আলি কক্ষে বিধায়কদের নিয়ে বৈঠকে বসবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ওই বৈঠকেই বাজেট অধিবেশনে দলীয় বিধায়কদের রণকৌশল জানিয়ে দেবেন মমতা। বাজেট অধিবেশনে দলীয় বিধায়কদের উপস্থিত থাকা নিয়েও তিনি কড়া বার্তা দিতে পারেন।

এদিকে, পালটা বাজেট অধিবেশনকে ঘিরে বিরোধিতার প্রশ্নে কোমর বাঁধছে বিজেপি। সোমবারই বিজেপি পরিষদীয় দলের বৈঠক ডাকলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। উদ্দেশ্য একটাই, কোনও অবস্থাতেই শাসকদলকে জমি ছাড়তে নারাজ বিজেপি।

বিজেপির এক বিধায়ক বলেন, ‘আমরা পরিষদীয় রীতিনীতি মেনেই গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই সরকারের কাজের সমালোচনা করতে চাই। কিন্তু সেই সমালোচনা করার অধিকার যদি শাসকদল না দেয়, অধ্যক্ষ যদি নিরপেক্ষ অবস্থান না নেন, তাহলে প্রধান বিরোধী দল হিসেবে প্রতিবাদ করতেই হবে।’

সামাজিক সুরক্ষায় বাড়তে পারে বরাদ্দ

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৯ ফেব্রুয়ারি : সোমবার থেকে এবারের রাজ্য বাজেট অধিবেশন শুরু হচ্ছে। রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের ভাষণের মধ্যে দিয়ে এবারের অধিবেশন শুরু হবে। গত বছর রাজ্যপালের ভাষণ ছাড়াই অধিবেশন শুরু হয়েছিল। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে এটাই শেষ পূর্ণাঙ্গ বাজেট। ফলে বিধানসভা নির্বাচনের দিকে লক্ষ্য রেখে এবারের বাজেটে যে চমক থাকবে, তা একপ্রকার নিশ্চিত।

কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে, পরিকাঠামো উন্নয়নে এবারের বাজেটে বরাদ্দ কত হতে পারে। মূলত পূর্ত, জনস্বাস্থ্য কারিগরি, সেচ দপ্তরের মাধ্যমে পরিকাঠামোগত উন্নয়ন হয়। গত বছর পথশ্রী প্রকল্প তৈরি করে গ্রামাঞ্চলে রাস্তাঘাটে কিছুটা প্রলেপ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু মূল সড়কগুলির অবস্থা খুবই খারাপের দিকে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে পরিকাঠামো খাতে কত বরাদ্দ হবে, তার দিকেও নজর রয়েছে রাজ্যবাসীর। সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পে এবার ব্যয়বরাদ্দ বাড়বে কি না সেদিকেও নজর থাকছে।

প্রশ্ন উঠেছে, এই দুই খাতে বরাদ্দ বাড়ানো হলেও সেই অর্থের জোগান আসবে কোথা থেকে? মূলত আবগারি, ভূমি ও ভূমি সংস্কার, পরিবহণ দপ্তর থেকে সরকারের আয় হয়। এই তিন ক্ষেত্রে এবার আয় খুব বেশি বাড়ানো সম্ভব হবে কি না তা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে।

২০২৪-’২৫ আর্থিক বছরে বাজেট ভাষণে অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য জানিয়েছিলেন, রাজ্যের মোট উন্নয়ন বাজেটে ৪৪ শতাংশ ব্যয় করা হচ্ছে মহিলাদের স্বনির্ভর করে তোলার জন্য। এছাড়াও ১৭ শতাংশ শিশু কল্যাণে ব্যয় করা হচ্ছে। গত আর্থিক বছরে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের জন্য ৮৬১ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। এছাড়াও পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের জন্য ২৯,৬০২.৪২ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছিল। জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের জন্য ৪৫৬৭.৮৭ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছিল। এছাড়া ডানকুনি থেকে খড়্গপুর হয়ে রঘুনাথপুর, ডানকুনি থেকে কল্যাণী, ডানকুনি থেকে তাজপুর, পানাগড় থেকে কোচবিহার, খড়্গপুর থেকে মুর্শিদাবাদ, পুরুলিয়ার গুরুডি থেকে জোকা পর্যন্ত শিল্প ও অর্থনৈতিক করিডর গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল।

নবান্ন সূত্রে খবর, এবারের বাজেটে সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পে ব্যয়বরাদ্দ যেমন বাড়াতে হবে, তেমনই পরিকাঠামো উন্নয়নেও বরাদ্দ আগেরবারের তুলনায় কিছুটা হলেও বাড়াতে হবে। রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের বকেয়া মহার্ঘ ভাতা নিয়ে রাজ্য সরকার যথেষ্ট চাপে রয়েছে। সেক্ষেত্রে এবার বাজেটেই ৪-৫ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধির কথা ঘোষণার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। সোমবারই বিধানসভায় পরিষদীয় দলকে নিয়ে বৈঠকে বসবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বোসের আসা নিয়েই সংশয়

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ৯ ফেব্রুয়ারি : রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস আসবেন বিধানসভায় প্রথামাফিক রাজ্যের বাজেট অধিবেশনের সূচনা করতে। এমনটাই ঘটবে এটা প্রায় নিশ্চিত। তবু সোমবার দুপুর ২টোয় বিধানসভার গাড়িবারান্দায় রাজ্যপালের কনভয় এসে না পৌঁছোনো পর্যন্ত উদ্বেগ কাটছে না শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের। সর্বদল বৈঠকে ঘরোয়া আলোচনায় তৃণমূলের এক মন্ত্রীর মন্তব্য, না আঁচালে বিশ্বাস নেই। যদিও সর্বদল বৈঠকের শেষে অধ্যক্ষ জানিয়েছেন, রাজ্যপাল নিজে তাঁকে বিধানসভায় আসার বিষয়ে আশ্বস্ত করেছেন। তবে তার সঙ্গে বিমান বলেছেন, বিধানসভার আমন্ত্রণ পেয়ে প্রথামাফিক ‘রিপ্লাই’ এখনও পাঠায়নি রাজভবন।

রাজ্যপালের সঙ্গে বিধানসভার অধ্যক্ষের কথার পরেও তাঁর বিধানসভায় আসা নিয়ে শাসকদলের আশঙ্কা কেন? কারণ গত বছর বাজেট অধিবেশনের এমন দিনে রাজ্যপাল বোসকে আমন্ত্রণই জানায়নি বিধানসভা। রাজ্য সরকারের সঙ্গে নানা ঘটনায় রাজভবন-নবান্নের সংঘাতের জেরে গতবছর বাজেট অধিবেশনের সূচনা করার প্রথা ভেঙে রাজ্যপালকে ছাড়াই ওই অধিবেশন করেছিল রাজ্য। সেই কারণে সরকারিভাবে বিধানসভার আমন্ত্রণের জবাবি চিঠি না পাঠানোকে নিয়ে দুশ্চিন্তায় আছে বিধানসভা।

সোমবার রাজ্যের তরফ থেকে আমন্ত্রণ পাঠানোর পর বৃহস্পতিবার পর্যন্ত সদুত্তর পাওয়া যায়নি। শুক্রবার সর্বদল বৈঠকের আগে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে রাজ্যপালকে ফোন করে বিধানসভায় আসার বিষয়ে তাঁর মনোভাব বোঝার চেষ্টা করেন অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। পরে রাজ্যপালের সঙ্গে তাঁর ফোনালাপের বিষয় নিজেই জানিয়ে বিমান বলেন, ‘আমি নিজেই ওঁনাকে ফোন করেছিলাম। বিধানসভার আমন্ত্রণের বিষয়ে ওঁর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। উনি আসবেন বলেই জানিয়েছেন।’

■ ৪৫ বর্ষ ■ ২৬২ সংখ্যা, সোমবার, ২৭ মাঘ ১৪৩১

রাজ্যের নজর ভোটেই

বুধবার রাজ্য বাজেট। শুরু হয়ে গেল বিধানসভার বাজেট অধিবেশন। ক'দিন আগে সংসদে কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করেছেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। কেন্দ্রীয় বাজেট দেখে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের বাজেট চূড়ান্ত করবেন বলে আশা করা হচ্ছিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় বাজেটে আছেটা কী?

সত্যি বলতে এবারের কেন্দ্রীয় বাজেটে ১২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বার্ষিক আয় করমুক্ত ঘোষণা নিয়ে যত না চর্চা, তার চেয়ে ঢের বেশি আলোচনার কেন্দ্রে ছিল অর্থমন্ত্রীর শাড়ি। পরপর আটবার বাজেট পেশ করেছেন নির্মলা। প্রতিবছরই বাজেট পেশের দিন তাঁর পরনের শাড়িতে নতুন চমক থাকে। এবার সেই চমক অন্য মাত্রা পেয়েছে। কারণ, সাদা বেঙ্গালুরু সিল্কের ওপর মধুবনি কাজ করা শাড়িটি নির্মলাকে যিনি উপহার দিয়েছেন, বিহারের সেই দুলারী দেবী 'পদ্মশ্রী' প্রাপক। মধুবনি শিল্পকলার জন্য তাঁকে এই সম্মান।

এবারের কেন্দ্রীয় বাজেটে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিঃসন্দেহে নয়া কর কাঠামোয় বাৎসরিক বারো লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়ে পুরোপুরি করছাড়। অনেক করদাতাই এই ঘোষণায় খুব উল্লসিত। কিন্তু এত উল্লাসের কোনও কারণ নেই। অর্থনীতিবিদদের একাংশের ধারণা, এই বোঝা চাপবে সাধারণ মানুষের ঘাড়ে। বিভিন্ন পণ্যে জিএসটি বাড়িয়ে সরকার এই লোকসান পুষিয়ে নিতে পারে। অনেকে বলছেন, কেন্দ্রের যদি সদিচ্ছা থাকত, তাহলে পুরোনো কর কাঠামোটিকে সমান গুরুত্ব দিত।

বাস্তবে পুরোনো কর কাঠামো নিয়ে উচ্চবাচ্যই করেননি নির্মলা সীতারামন। অথচ মেডিক্লেম বাবদ ছাড় বা ক্ষুদ্র সঞ্চয় কিংবা এলআইসি পলিসি বাবদ দেড় লক্ষ টাকা ছাড় একমাত্র পুরোনো কর কাঠামোতেই পাওয়া যায়। প্রবীণ নাগরিক, অবসরপ্রাপ্ত চাকুরে সকলেই পুরোনো ব্যবস্থায় বেশি উপকৃত হন। নরেন্দ্র মোদির সরকার সেই ব্যবস্থাটিকেই তুলে দিতে চাইছে বলে অভিযোগ উঠছে।

কেন্দ্রীয় বাজেটে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, সব জেলা হাসপাতালে ক্যানসার কেন্দ্র চালু করার প্রস্তাব। এখন ক্যানসার চিকিৎসার জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে জেলার রোগীদের কলকাতায় ছুটতে হয়। প্রস্তাবিত নতুন ক্যানসার কেন্দ্রগুলি ঠিকমতো কাজ করলে সব জেলার মানুষ উপকৃত হবে। এছাড়া ৩৬ জীবনদায়ী ওষুধের ওপর থেকে শুল্ক প্রত্যাহার, মেডিকেল কলেজগুলোয় পড়াশোনার আসন বৃদ্ধি, জাতীয় সঞ্চয় প্রকল্পে করছাড়ের প্রস্তাব রাখা আছে বাজেটে।

কৃষি, প্রতিরক্ষা, স্বরাষ্ট্র প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ খাতে বরাদ্দ হয়েছে যথেষ্ট। তবে অর্থমন্ত্রী কোনও সংস্কারের রাস্তায় যাওয়ার সাহস দেখাতে পারেননি। বাজপেয়ী বা মনমোহন জমানায় আর্থিক সংস্কারের লক্ষ্যে যেমন সাহসী সব সিদ্ধান্ত নেওয়া হত, মোদি সরকারের এবারের বাজেটে তেমন কিছু নেই। তবে প্রত্যাশামতো বিহারের ক্ষেত্রে কল্পতরু হয়েছেন নির্মলা। উপকৃত হয়েছে বিজেপি শাসিত অন্যান্য রাজ্যও।

অন্যদিকে, চরম বঞ্চিত হয়েছে বিরোধী শাসিত রাজ্যগুলো। বাংলার ভাগ্যে প্রায় জোটেনি কিছুই। মুখ্যমন্ত্রী আশা করেছিলেন, অন্তত কিছু ক্ষেত্রে বাংলায় কেন্দ্রীয় বরাদ্দ বাড়বে। বাস্তবে সেসব হয়নি। এমনকি যে উত্তরবঙ্গে বিজেপির একাধিক সাংসদ আছেন, সেই অঞ্চলের জন্যও বাজেটে কোনও ঘোষণা নেই। প্রস্তাব নেই চা শিল্পের উন্নয়নেও।

কেন্দ্রীয় বঞ্চনার এই আবহে তিনদিন পর বিধানসভায় রাজ্যের বাজেট পেশ করতে চলেছেন অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। আগামী বছর রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন। সেই হিসেবে ভোটের আগে এটাই বাংলার শেষ পূর্ণাঙ্গ বাজেট। ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, ভোটের লক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রী এই বাজেটে কল্পতরু হয়ে উঠতে পারেন। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, কন্যাশ্রী, স্বাস্থ্যসাথীর মতো আরও কিছু নতুন প্রকল্পের ঘোষণা রাজ্য বাজেটে থাকতে পারে। বিভিন্ন ভাতার পরিমাণও বাড়তে পারে। দীর্ঘদিন ঝুলে থাকা রাজ্য সরকারি কর্মীদের মহার্ঘ ভাতা বাড়ানোর সুখবরও থাকতে পারে।

চতুর্থবার মসনদ নিশ্চিত করতে যতটা সম্ভব বাজেটে উপুড়হস্ত হবেন মুখ্যমন্ত্রী। তবে ভোটের লক্ষ্যই প্রধান হয়ে উঠলে বাজেটে প্রকৃত উন্নয়ন ও সংস্কার ধাক্কা খেতে পারে।

অমৃতধারা

ডাক্তার যেমন ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তোমার চশমার পাওয়ার ঠিক করে, ঠিক আমরাও একই কাজ করি। জাগতিক লোক সব অন্ধ হয়ে গেছে, আমরা দেখাতে সাহায্য করি। দান করার সময় দুহাতে দান করে দেবে। কিন্তু নেবার সময় ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে নিতে হবে। সন্ন্যাসীরা সব ত্যাগ করেছে গৃহস্থ মানুষকে শান্তি দেবার জন্য। তারা ভিক্ষান্ন গ্রহণ করে। গৃহস্থদেরও উচিত তাদের জন্য কিছু করা, অন্তত ছোট ছোটো ত্যাগ করা। ধনীরা যদি এক হাজার টাকা দেয় তাতে ওদের যায় আসে না। অনেক অর্থের মধ্যে কিছুটা দেয়। আমার একটা লোক এক হাজার টাকা দিক তা আমি চাই, এক টাকা করে যদি এক হাজার মানুষ দেয়, সেটা আমি চাই। সেটা ভীষণ শক্তিশালী।

-ভগবান

লালায়িত লাল আর ভরে থাকা গাল

রাজ্য সরকার বলছে, পথে থুতু-পিক ফেললে জরিমানা। এই বিল এত পরে আসছে কেন? মানুষই বা নিষ্ক্রিয় কেন?

অম্লানকুসুম চক্রবর্তী

-অভি

বাসস্ট্যান্ডে বসেছিলেন মধ্য চল্লিশের লোকটি। সকাল সাড়ে আটটা। হাতে খবরের কাগজ। পড়ছিলেন। উচ্চনাদে যা বলছিলেন এবং একই সঙ্গে যা করছিলেন তা হল অনেকটা এই রকম।

-প্রথমবার প্রকাশ্যে থুতু কিংবা গুটখার পিক ফেললে হাজার টাকা জরিমানা। হাঃ। ওয়াক, থু।

পানমশলা চিবোচ্ছিলেন তিনি। সামনের রাস্তার কিছুটা অংশ মুহূর্তে রাঙা হয়ে গেল কালচে লাল রঙে।

-ওরেব্বাস। সেকেন্ড টাইম এমন কাজ করলে ফাইন দু'হাজার থেকে পাঁচ হাজার। হাঃ হাঃ। ওয়াক ওয়াক। থু থু।

লালের গায়ে লাল মিশল।

-তিন বারের বেলা একই কাজ করলে কত পেনাল্টি? এই দ্যাখো! লিখতেই ভুলে গেছে।

মশলার প্যাকেট খুলে মুখের মধ্যে ফের ঢেলে দিলেন তিনি। এবারে হয়তো লাল বর্ণে রাঙিয়ে দেবেন গোটা রাজপথ কিংবা বিশ্বচরাচর। উনি হেসেই চলেছিলেন। পথচলতি জনতা ওঁকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়ছিল। হঠাৎ করে উজিয়ে আসা খুশি সংক্রামক। হাসির আভা ছড়িয়ে পড়েছিল ওঁকে ঘিরে ফেলা লোকজনদের মুখেও। খবরের কাগজটি হাতবদল হচ্ছিল দ্রুত।

জানা গেল, দৃশ্য দূষণ ঠেকাতে এবারে কড়া পদক্ষেপ করতে চলেছে রাজ্য, আমাদের পশ্চিমবঙ্গ। রাস্তায় যত্রতত্র থুতু, পান ও গুটখার পিক ফেলতে দেখে বেজায় বিরক্ত হয়েছেন রাজ্যের শীর্ষমন্ত্রী। মন্ত্রীসভার সাম্প্রতিক বৈঠকে এ নিয়ে আলোচনা হয়েছে বিস্তর। নগরকে সুন্দর করার জন্য, সৌন্দর্যায়নের জন্য যাবতীয় সরকারি আয়োজনে জল, না না, পিক ঢেলে দিচ্ছেন নগরবাসী। এবারে তা থামিয়ে দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকার আনতে চলেছে নয়া বিল। মন্ত্রীরা অনুমোদন করে দিয়েছেন। বিধানসভায় পেশ হলেই হয়তো তৈরি হয়ে যাবে নতুন আইন। অনুমান করা হচ্ছে, আরও চড়া হয়ে যেতে পারে জরিমানার অঙ্ক।

খবরটি যত জানাজানি হল, জনতা হেসে উঠল খিলখিলিয়ে। রাস্তাঘাটে বেরিয়ে টের পাই, হাসি থামেনি এখনও। পছন্দের কমেডি শো দেখে মানুষ হেসে গড়িয়ে পড়েন যত, এ হাসি তাকেও টেক্কা দিয়েছে।

বাসস্ট্যান্ডে আয়েশ করে বসা, পানমশলা চিবোতে থাকা লোকটি যে কথাগুলো বলে হাসছিলেন, তা আসলে ইতিমধ্যেই চালু আইনের সারাংশ। ২০০১ সালে জন্ম নেওয়া এই আইনের নামটি বিরাট। দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল প্রহিবিশন অ্যান্ড স্পিটিং অ্যান্ড প্রোটেকশন অফ হেলথ অফ নন স্মোকার্স অ্যান্ড মাইনর অ্যাক্ট। আইন না মানা অবাধ্য মানুষ প্রথমবার, দ্বিতীয়বার ধরা পড়লে কতটা মাশুল গুনবেন তার উল্লেখ করা ছিল ওই আইনে। এই আইন কার্যকর কতটা হয়েছে তা প্রতিটি রাজ্যবাসী জানেন। কান পাতলেই শোনা যাচ্ছে, এবারে এই আইন হতে চলেছে কঠোরতর। সামান্য কানমলা খেয়ে যার থেকে মুক্তি পাওয়া যেত, এবারে জুটবে বেত্রাঘাত। এটি রূপক মাত্র। তবে এ নিয়ে যত বেশি আলোচনা হচ্ছে, ভুবনে বহিছে আনন্দধারা।

সামাজিক মাধ্যমে বহুকাল আগে দেখা একটি পোস্টের কথা মনে পড়ে গেল হঠাৎ। একজন লিখেছিলেন, জনতাকে সামলাতে না পারলে তাজমহল বছরখানেকের মধ্যেই লাল কেল্লা হয়ে যেত। পান গুটখাকে ভালোবেসে আমআদমিই তার ভোল বদলে দিতেন দ্রুত। ভাগ্যিস এই সৌধের হেরিটেজ তকমা ছিল! প্রচুর লাইক কমেন্ট পড়েছিল ওই পোস্টে। চোখ বড় বড় করে দেখি, প্রতিদিনের বেঁচে থাকায় আমরা কী সহজে আপন করে নিয়েছি আমাদের থুতুপ্রীতিকে। শহরে চালু হওয়া নতুন মেট্রো স্টেশনের ঝকঝকে দেওয়ালে উদ্বোধনের তিনদিনের মধ্যেই লেগে যায় গুটখার প্রেম। নীল-সাদা রং হতে থাকা রেলিংয়ের প্রায় প্রতিটি শিক লালে লাল। শহর মফসসলের কোনও সুলভ শৌচালয়ের দেওয়াল শুদ্ধ থাকতে দেখিনি। বাদ যায় না সরকারি হাসপাতাল চত্বরও। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, উদ্বোধনের দিন পর্যন্তও অপেক্ষা করতে নারাজ আমআদমি। রঙের প্রলেপ পড়ার অব্যবহিত পরেই তা শরীরে ধারণ করে লাল দাগ। নিজের নজরে যতটুকু পড়েছে, তা সম্বল করে বলতে পারি, নীলের ওপরে যত পিক পড়ে, তার চেয়ে ঢের বেশি পড়ে সাদা রঙে। শুভ্র বস্তুকে রাঙিয়ে দিতে পারলে আমাদের মস্তি বেশি হয়।

রাস্তায় থুতু ফেলার নেপথ্যে কি মনস্তত্ত্ব আমাদের মনের অন্দরে কাজ করে বিশদে জানি না। তবে আমার এক মনোবিদ বন্ধুকে বলতে শুনেছিলাম, থুতু ফেলার সঙ্গে মিশে রয়েছে এক মেকি হিরোয়িজম, চারপাশকে তোয়াক্কা না করার এক কলার তোলা বাসনা। আমার যা ইচ্ছে আমি তাই করতে পারি, দেখি তোরা কী করে নিতে পারিস ভাবতে ভাবতে অধিকাংশ মানুষ রাস্তা নোংরা করেন। আর এই নোংরা করার বাসনাকে প্রশ্রয় দেয় বলবৎ না হওয়া আইন। এ এক অদ্ভুত মানসিকতা। পান, পানমশলা কিংবা গুটখা খাওয়া বেশ কিছু মানুষের সঙ্গে কথা বলেছিলাম এ প্রসঙ্গে। কয়েকটি উত্তর সাজিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা যেতে পারে।

মশলা খাব, থুকব না তাই কখনও হয়?

সরকার কি জানে না পান খাওয়ার পরে কি করতে ইচ্ছে করে? পানের দোকানগুলো আগে বন্ধ করার দম দেখাক দেখি!

নিজের থুতু কি হামি খুদই ক্যারি করবে? এক ফুট বাদ বাদ থুকনে কে লিয়ে বিন চাহিয়ে। সরকার দেগা?

পানমশলার মার্কেট সাইজ নিয়ে কোনও জ্ঞান আছে আপনার? কত মিলিয়ন ডলার এ দেশের অর্থনীতিতে এই মশলা প্রতি বছর জোগায় তা নিয়ে আগে একটু পড়াশোনা করে নিন প্লিজ। যত্তসব।

থুতু ফেলব বেশ করব। সরকার আবার রং করে নেবে। আবার থুতু ফেলব। সরকার আবার রং করবে। এই রঙের পয়সার জন্য আমি আপনি প্রতি বছর মোটা ট্যাক্স দিই। সেগুলো কোন চুলোয় যায়?

এই আইন আমিও দেখব না, আমার নাতিও না। আমার নাতির নাতিও না। কী বুঝলেন?

সমাজবিদদের একাংশ এমন আইনের সারবত্তা নিয়ে ইদানীং ক্রমাগত প্রশ্ন করছেন। কণ্ঠ ছাড়ছেন এর বাস্তবায়ন নিয়েও। খাতায়-কলমে জরিমানা হয়তো দ্বিগুণ হল, কিংবা তিনগুণ। কিন্তু তা দিশা পাবে কী করে? তার রেকর্ড রাখবে কে? ধরা যাক, শহরের উত্তর প্রান্তে আজ একজন থুতু ফেলে হাজার টাকা জরিমানা দিলেন। কাল যদি তিনি শহরের দক্ষিণ প্রান্তে একই কাজ করেন, তাহলে বাড়তি হারের জরিমানা দেওয়ার কিংবা আদায়ের নিশ্চয়তা কই? এর জন্য কি তৈরি করা হবে কোনও সেন্ট্রাল ডেটাবেস, যার অ্যাক্সেস থাকবে প্রতিটি থানায়? নাকি হাজার টাকার ভয় দেখিয়ে পঞ্চাশ টাকাতেই কাজ সেরে নেবেন রাস্তায় মোতায়েন করা আইনরক্ষকরা? এসব কথা লিখতে ভালো লাগে না। এফএম রেডিওতে বেজে ওঠে সেই কবেকার গান। আমাদের ছোটবেলা। নচিকেতা। তুমি আসবে বলেই চৌরাস্তার পুলিশটা ঘুষ খায়নি...। দিন বদলায়। সমাজ বদলায় না। আমরা চেয়ে চেয়ে দেখি সারাদিন।

১৪০ কোটির দেশে আইন কঠোর থেকে কঠোরতর করে যে চিরাচরিত এই অভ্যেস পালটানো যায় না, তা বোঝার জন্য সমাজবিদ হওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই। যা দরকার, তা হল শুভবোধের জাগরণ।

প্রতি দু'মাসে একবার পশ্চিমী দেশে কনফারেন্সে অংশ নিতে যাওয়া পরিচিত এক ডাক্তারবাবু বলছিলেন, অন্য দেশে পা দিলেই আমাদের মধ্যে স্বয়ংক্রিয়ভাবে জেগে ওঠে পরিচ্ছন্নতাবোধ। যে লোকটি দিবারাত্র পানমশলা চিবোন, সেই অভ্যেসে ভিনদেশে প্রবেশের পরে বদল আসে না। কিন্তু মুখের মধ্যে জন্মানো পিক অবলীলায় আমরা গিলে যেতে শিখে যাই, অন্তত দিনকয়েকের প্রবাসজীবনের জন্য। বিমান দেশের মাটি স্পর্শ করামাত্র হাররেরে করে উঠতে শুরু করে কয়েকদিনের অবদমিত সামাজিক বাধ্যতা। জানু পেতে শুষে নেয় রাজপথ।

১৪০ কোটির দেশে আইন কঠোর থেকে কঠোরতর করে যে চিরাচরিত এই অভ্যেস পালটানো যায় না, তা বোঝার জন্য সমাজবিদ হওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই। যা দরকার, তা হল শুভবোধের জাগরণ। ইন্দ্রাসন চাওয়ার বদলে নিদ্রাসন চেয়েছিলেন কুম্ভকর্ণ। আমাদের মৃদুভাষ তাঁকেও লজ্জা দেবে, সন্দেহ নেই।

(লেখক সাহিত্যিক)

আজ

১৯৪২

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন অভিনেত্রী মাধবী মুখোপাধ্যায়।

১৯৭৪

অভিনেতা পাহাড়ি সান্যাল প্রয়াত হন আজকের দিনে।

আলোচিত

এত দিন ধরে মণিপুরের মানুষদের সেবা করতে পারাটা আমার কাছে সম্মানের। এখানকার লোকের স্বার্থরক্ষার জন্য সময়মতো পদক্ষেপ করা ও নানা উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে কৃতজ্ঞ আমি।

\- বীরেন সিং

ভাইরাল/১

অস্ট্রিয়ার ব্রিক্সেন্টাল উপত্যকায় স্কি করার সময় এক স্কিয়ারের সামনে ঘটে 'সান ক্যান্ডল'-এর মতো দুর্লভ দৃশ্য। সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় বরফের স্ফটিকের ওপর সূর্যের আলো পড়ে একটি উল্লম্ব রশ্মি তৈরি হয়। সেই অপরূপ দৃষ্টিভ্রমের ভিডিও ভাইরাল।

ভাইরাল/২

বিয়ে করতে যাওয়ার পথে যানজটে ফেঁসে গিয়েছেন বর। বরযাত্রীরা তাঁকে ফেলে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছেন। এদিকে বিয়ের তাড়ায় বরযাত্রীদের কাছে দ্রুত পৌঁছোতে গাড়ি থেকে নেমে রাস্তা দিয়ে হাঁটতে শুরু করেন বর। ভাইরাল ভিডিও।

জনমন
জনমত

উত্তরবঙ্গের বইমেলা নিয়ে ভাবনায় বদল দরকার

ছবি : আবির চৌধুরী

সম্প্রতি কলকাতা বইমেলায় গিয়েছিলাম। স্কুলে যখন ক্লাস নাইনে পড়তাম, তখন থেকেই প্রতি বছর যাচ্ছি এই মেলায়। তারপর স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডি পেরিয়েছি। ফলে বলা যায়, বহু বছর ধরে এই মেলার পরিবর্তনের সাক্ষী আমি। সেইসঙ্গে যেহেতু উত্তরবঙ্গেই জন্মেছি, বড় হয়েছি, উত্তরবঙ্গের বইমেলাগুলোও দেখছি ছোটবেলা থেকে।

কোনও আন্তর্জাতিক মানের মেলার সঙ্গে জেলা বইমেলার তুলনা চলে না ঠিকই, কিন্তু বারে বারে মনে হয়েছে উত্তরবঙ্গের মেলাগুলি নিয়ে উপযুক্ত প্রচারের অভাব রয়েছে। একেবারে কমবয়সি পাঠক, ইয়াং জেনারেশনের উপস্থিতি যেভাবে কলকাতা বইমেলায় দেখি, উত্তরবঙ্গের মেলায় সেই উপস্থিতি খুবই নগণ্য। সেইসঙ্গে উত্তরবঙ্গের মেলায় বড় প্রকাশক আসেন একেবারে হাতেগোনা। এমনও দেখেছি, পাঠক তাঁর পছন্দের বইটি না পেয়ে ফিরে গিয়েছেন, কিংবা খোঁজ করেও পাননি।

মানছি, কলকাতা বইমেলায় বড় প্রকাশকরা যা বই বিক্রি করেন, জেলা বইমেলায় এলে তাঁদের সেই লাভ বা সেই সংখ্যক বই বিক্রি হয় না। কিন্তু বড় প্রকাশকই তো পারেন ঝুঁকি নিতে, জেলা বইমেলায় প্রতি বছর তাঁদের উপস্থিতি যে পাঠকের ভিড় টানতে পারে, সেকথা ভেবে দেখলে ভালো হয়। পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের বইমেলার উদ্যোক্তাদেরও ভাবতে হবে, কী করে বড় প্রকাশনা হাউসকে এই মেলায় শামিল করা যায়। পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের লেখকদের, প্রকাশনা সংস্থাকে কীভাবে আরও বাড়তি সুবিধা দেওয়া যায়, মেলায় জেলার লেখক-জেলার পাঠকদের মধ্যে একটা যোগসূত্র কীভাবে করা যেতে পারে, সেগুলি ভাবা প্রয়োজন।

বিপণন এবং প্রচার - এই দুই ঘোড়ায় সওয়ার হলে উত্তরবঙ্গের বইমেলার আরও শ্রীবৃদ্ধি হবে বলেই মনে হয়। কলকাতা বইমেলার তারিখ অনেক আগে থেকে ঘোষণা করা হয়। এতে প্রচার এবং বিজ্ঞাপনের জন্য হাতে অনেকটা সময় পাওয়া যায়। তেমনটা উত্তরবঙ্গের বইমেলাগুলির ক্ষেত্রেও করা যায় কি? আগে তারিখ ঘোষণা করে অনেকটা সময় হাতে নিয়ে প্রচার, বিজ্ঞাপন ও বিপণনে নজর দিলে উত্তরবঙ্গ বইমেলার কলেবর আরও বাড়তে পারে। তেমনটা হলে উত্তরবঙ্গের পাঠক, বইপ্রেমী, প্রকাশক আর লেখকদের মুখের হাসিই আরও চওড়া হবে।

অরিন্দম ঘোষ
মাস্টারপাড়া, শিবমন্দির, শিলিগুড়ি।

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08.
E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

তালিবান শাসনই মনে করাচ্ছে বাংলাদেশ

মুজিবুরের বাড়ি ধ্বংস করে কিছু বাংলাদেশি যেভাবে উল্লাস করল, তাতে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে সংশয় হয়।

কৃষ্ণ দেব

আমরা ইরাক, ইরান ও আফগানিস্তানের তালিবানি শাসন সম্পর্কে কমবেশি অবহিত। আইএসের কথাও শুনতাম, কিন্তু বাড়ির পাশে বাংলাদেশে যে আইএসের পতাকা উড়বে তা কখনও স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি! যা ছিল নিছক ছাত্রদের কোটা সংস্কার আন্দোলন তার মধ্যে যে এত বড় নীল নকশা ছিল শুরুর সময় তা আমরা সোশ্যাল মিডিয়ার দর্শকরা বিন্দুমাত্র টের পাইনি! সাধারণ মানুষের আবেগকে কাজে লাগাতে এতদিন 'লাল সবুজ পতাকা'কে ঢাল হিসেবে সামনে রাখা হয়েছে, এখন তাদের নখদন্ত সামনে বেরিয়ে আসছে। যা দেখা গেল ঢাকায় ৩২ ধানমন্ডি এবং সুধা সদন ভাঙার সময়। ওখানেই প্রকাশ্যে আইএসের পতাকা উড়ল!

বাংলাদেশে আমাদের অসংখ্য বন্ধু আছেন, যাঁরা প্রগতিশীল, মুক্তমনা, যাঁরা বাহান্নর ভাষা আন্দোলন এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সমৃদ্ধ সেই মানুষগুলি, যাঁদের মুখে সেলো টেপ লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে, টুঁ শব্দ করলেই ঘ্যাচাং! তাঁরা কেউ কারাগারে বন্দি না থাকলেও মানসিকভাবে তাঁরা কারাবাস করছেন এটুকু আমি নিশ্চিত হয়েছি। যে ভদ্রমহিলা মুজিবের বাড়িতে ধ্বংসযজ্ঞের সময় ওখানে উপস্থিত হয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন, তাঁর কেমন দশা হল সেটা আমরা সবাই প্রত্যক্ষ করলাম।

একদিন এই আইএসের লোকেরা বাগদাদের বিশ্ববিখ্যাত মিউজিয়ামটিতে সংরক্ষিত মেসোপটেমিয়া সভ্যতার সমস্ত নিদর্শন ধ্বংস করার পাশাপাশি সংরক্ষিত বহু মূল্যবান বাদ্যযন্ত্র প্রকাশ্যে ভেঙে পুড়িয়ে দিয়েছিল। পাঠক মিল খুঁজে পাবেন বামিয়ানের বুদ্ধমূর্তিকে কামান দেগে ধ্বংস করে দেওয়ার সঙ্গে, বাংলাদেশজুড়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মূর্তি ধ্বংসের মধ্যে দিয়ে। সেখানে প্রগতিশীল মুক্তমনা মুসলমান প্রমাদ গুনছেন উগ্র মৌলবাদীদের এই পদধ্বনিতে, যারা বাংলাদেশ দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। নতুন প্রজন্মের মুসলমান তরুণ-তরুণীরা পারবেন তো ঘরে বসে থাকতে? বাহান্নর 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি' এরপর গাইতে পারবেন তো? 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' তো কোমায় আচ্ছন্ন।

বাংলাদেশের বর্তমান অস্থির অবস্থার কমবেশি প্রভাব আমাদের উত্তরবঙ্গে পড়ছে। বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন উন্মুক্ত সীমান্ত দিয়ে চোরাচালান এবং কাঁটাতার দেওয়াকে কেন্দ্র করে উত্তর বাংলার তিনটি সীমান্ত এলাকায় রণংদেহি পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। বাংলাদেশ থেকে প্রাণভয়ে ভীত হয়ে অনেকেই এপারে চলে আসছেন, উত্তর বাংলার বিভিন্ন শহরে তাঁরা ভিড় করছেন! আবার সম্প্রতি বেশ কয়েকজন বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী ধরা পড়েছে, যাদেরকে জঙ্গি হিসেবে সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। বিশেষ করে উপদেষ্টা মাহফুজ আলমের বৃহত্তর বাংলা এবং চিকেন নেক নিয়ে বক্তব্যকে খুব হালকা করে দেখা উচিত নয় কেন্দ্র ও রাজ্যের।

অতীতে সুযোগ হয়েছিল ৩২ ধানমন্ডির মুজিবের বাড়িটিতে যাওয়ার। চারদিক কাচে ঘেরা একটি শোকেসে দেখেছিলাম শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যবহৃত লুঙ্গি, পাজামা, পাঞ্জাবি। দেখেছিলাম জুতো, তাঁর বিখ্যাত সেই চশমা এবং চুরুটের পাইপ। আলমারিতে প্রচুর বই, উঁকি মারছিলেন রবীন্দ্রনাথ! ১৯৭৫ সালের ১৫ অগাস্ট ভোররাতে এই বাড়িতেই সপরিবার নিহত হন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। সারা ঘরে বুলেটের চিহ্ন, জল্লাদদের এলোপাতাড়ি গুলিতে শেখ মুজিবের কনিষ্ঠ পুত্র রাসেলের মাথার চুল সহ খুলির অংশ সিলিংয়ে গেঁথে যায়। সেটিও সেভাবেই ওখানে সংরক্ষিত ছিল।

সেই বাড়ি যখন ধ্বংস করে দেওয়া হয়, তখন বাংলাদেশিদের ভবিষ্যৎ নিয়ে আর আশা থাকে না।

(লেখক ধূপগুড়ির বাসিন্দা। সাহিত্যিক)

শব্দরঙ্গ ■ ৪০৬১

১		২	★	৩	★	★	★
	★	৪			★	৫	৬
৭			★		★	★	
★	★	★	★	৮			
৯			১০	★	★	★	★
	★	★		★	১১		১২
১৩		★	১৪			★	
★	★	★		★	১৫		

পাশাপাশি : ১। খুব রাগী একজন মুনি, শকুন্তলাকে অভিশাপ দিয়েছিলেন ৪। ভারতীয় সংগীতের একটি পরিচিত রাগ ৫। ভারবাহী অথবা ঘোড়া ৭। জলের জন্য চামড়ার থলে ৮। মাটিতে শুয়ে প্রণাম করা ৯। মুশকিল অথবা দিগদারি ১১। পশ্চিমবঙ্গের প্রতিবেশী রাজ্য ১৩। তৈলবীজ, গায়েও থাকতে পারে ১৪। সরস্বতীর বাহন ১৫। জেলে অথবা ব্যাধ।

উপর-নীচ : ১। যেখানে যাওয়া কষ্টকর ২। প্রাক্তন বা পুরোনো বিষয় ৩। টাইগ্রিস নদীর তীরে শহর ৬। আচমকা অথবা বিনা নোটিশে ৯। রয়ে সয়ে নয়, খুব তাড়াতাড়ি ১০। হাতে পয়সার অভাব ১১। অন্য পুরুষের আসক্তি নারী ১২। রাশিচক্রে আছে।

সমাধান ■ ৪০৬০

পাশাপাশি : ১। বহির্বাস ৩। উদ্যান ৫। নয়ানজুলি ৭। মশান ৯। ভোমরা ১১। বটঠাকুর ১৪। কয়েদি ১৫। নবনীত।

উপর-নীচ : ১। বকলম ২। সমন ৩। উজান ৪। নকলি ৬। জুলুম ৮। শাকট ১০। রাষ্ট্রদূত ১১। বলক ১২। ঠানদি ১৩। রসুন।

বিন্দুবিসর্গ

আপের পর হাত নিশানায় তৃণমূল

বঙ্গেও ‘একলা চলা’র ভাবনা কংগ্রেসের

নয়াদিল্লি, ৯ ফেব্রুয়ারি : দিল্লি বিধানসভা ভোটে শূন্য পাওয়ার হ্যাটট্রিক করেছে কংগ্রেস। কিন্তু সেই ব্যর্থতার মধ্যেই একচিলতে আশার আলো জাগিয়েছে প্রাপ্ত ভোটের হারের সামান্য বৃদ্ধি। এই ‘যৎসামান্য’ সাফল্যকে পুঁজি করে দিল্লির পর এবার পশ্চিমবঙ্গেও একলা চলার ভাবনাচিন্তা শুরু করে দিয়েছেন কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব।

সর্বভারতীয়স্তরে ইন্ডিয়া জোট থাকলেও লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি বরাবরই ‘একলা চলো’র নীতিতে বিশ্বাসী। কেরল, তামিলনাড়ু, বিহার, মহারাষ্ট্রের মতো কয়েকটি রাজ্য বাদ দিলে বাকি সর্বত্র কংগ্রেস এবং বাকি ইন্ডিয়া শরিকদের মধ্যে বিরোধ রয়েছে। তাই একের পর এক রাজ্যে দলের নির্বাচনি ভরাডুবি হওয়ার পর ইন্ডিয়া জোটের নেতৃত্বভার কংগ্রেসের হাতে থাকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে তৃণমূলের মতো কিছু শরিক। ন্যাশনাল কনফারেন্সের মতো কিছু দল দিল্লির ফলাফল নিয়ে আপ-কংগ্রেস খেয়োখেয়িকে কাঠগড়ায় তুলেছে। কিন্তু তারপরও নিজেদের অবস্থান বদলাতে নারাজ কংগ্রেস। বরং দিল্লিতে আপের হারের দায় তাদের নয় বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছে হাত শিবির।

আপের যাত্রা ভঙ্গ করার অভিযোগ গায়ে না মাখলেও একই পদ্ধতিতে এবার পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূলের বিরুদ্ধে সক্রিয় হতে চাইছে কংগ্রেস। দিল্লির মতো বাংলাতেও কংগ্রেসের সংগঠনের হাল অত্যন্ত খারাপ। বিধানসভাতেও তাদের কোনও সদস্য নেই। এই পরিস্থিতিতে ভাঙাচোরা সংগঠনের হাল সামলাতে অধীররঞ্জন চৌধুরীকে সরিয়ে নতুন প্রদেশ সভাপতি করা হয়েছে শুভঙ্কর সরকারকে। তিনি প্রদেশ সভাপতি হওয়ার পর কংগ্রেস সাংগঠনিকভাবে বিশেষ সাফল্য অর্জন করেনি ঠিকই। তবে আরজি কর থেকে কল্যাণীর অবৈধ বাজি কারখানা সহ একাধিক ইস্যুতে কংগ্রেসের নেতা-কর্মীরা দীর্ঘদিন বাদে নিয়মিতভাবে রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ দেখানো শুরু করেছেন।

সূত্রের খবর, সংসদের বাজেট অধিবেশন শেষ হলেই পশ্চিমবঙ্গ

সফরে আসতে পারেন রাহুল গান্ধি। রাজ্যে তৃণমূলের বিরুদ্ধে লড়াই যে জারি রয়েছে দলের নীচুতলার কর্মী-সমর্থকদের, সেই বার্তা দিতে পারেন তিনি। ‘ভারত জোড়ো’র ধাঁচে পশ্চিমবঙ্গে একটি পদযাত্রাও বের করার চিন্তাভাবনা রয়েছে প্রদেশ কংগ্রেসের অন্দরে। তৃণমূল, আপের মতো দলগুলি যেহেতু ইন্ডিয়া জোটে কংগ্রেস ও রাহুল গান্ধির নেতৃত্বের প্রতি অনাস্থা দেখিয়েছে, তাই রাজ্যস্তরে তাঁদের ছেড়ে কথা বলতে নারাজ হাত শিবির। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, আগামী বছর বিধানসভা ভোটে কংগ্রেস এবং তৃণমূলের মধ্যে জোটের সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। আবার আলিমুদ্দিনের একাংশের আপত্তি থাকলেও প্রকাশ কারাতের নেতৃত্বাধীন সিপিএমের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব কংগ্রেসের সঙ্গে জোট বা সমঝোতা কোনও কিছুতেই আগ্রহী নন। বরং আসন্ন পার্টি কংগ্রেসে সীতারাম ইয়েচুরি-হীন সিপিএম আবারও কংগ্রেস এবং বিজেপির থেকে সমদূরত্বের লাইনে ফিরে যেতে পারে বলে ধারণা রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের। এই অবস্থায় রাহুল গান্ধির ভোকাল টনিক মেনে পশ্চিমবঙ্গেও একক ক্ষমতায় তৃণমূল এবং বিজেপির বিরুদ্ধে ভোটযুদ্ধের প্রস্তুতি নেওয়া ছাড়া আর কোনও পথ খোলা নেই প্রদেশ কংগ্রেসের সামনে।

২০২১ সালের বিধানসভা ভোটে সিপিএমের সঙ্গে কংগ্রেসের জোট ছিল। কিন্তু সেবার দুটি দলই শূন্য পেয়েছিল। কংগ্রেস পেয়েছিল মাত্র ২.৯৩ শতাংশ ভোট। ২০১৬ সালে অবশ্য সারদা-নারদা কেলেঙ্কারিকে সামনে রেখে সিপিএম-কংগ্রেস ভালো ফল করেছিল। সেবার কংগ্রেস ৪৪টি আসন জিতেছিল এবং ১২.২৫ শতাংশ ভোট পেয়েছিল। ২০১১ সালে তৃণমূলের সঙ্গে জোট করে কংগ্রেস পেয়েছিল ৪২টি আসন এবং ৯.০৯ শতাংশ ভোট। ২০০৬ সালে ২১টি আসন এবং ১৪.৭১ শতাংশ ভোট পেয়েছিল। ২০০১ সালে তৃণমূলের সঙ্গে ঝটিকা জোট করেও কংগ্রেস পেয়েছিল ২৬টি আসন এবং ৭.৯৮ শতাংশ ভোট। ১৯৯৬ সালে অবিভক্ত কংগ্রেস জিতেছিল ৮২টি আসন এবং ৩৯.৪৮ শতাংশ ভোট। ২০২৬ সালে হারানো দিনগুলি ফিরিয়ে আনাই লক্ষ্য প্রদেশ কংগ্রেসের।

নাচানাচি করে বিতর্কে অতিশী

পদ্মে মুখ্যমন্ত্রীর দাবিদার অনেকেই ■ কেজরিকে তোপ প্রশান্তের

নয়াদিল্লি, ৯ ফেব্রুয়ারি : প্রেমদিবসেই কি দিল্লিবাসীকে ভালোবাসার বার্তা দিয়ে পথ চলা শুরু করবেন জাতীয় রাজধানী অঞ্চলের নতুন মুখ্যমন্ত্রী? স্পষ্ট করে কিছু বলা না হলেও তেমনই ইঙ্গিত মিলেছে বিজেপি সূত্রে। ১২ ফেব্রুয়ারি মার্কিন সফরে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে দেখা করে ১৩ ফেব্রুয়ারি তাঁর দেশে ফেরার কথা। গেরুয়া শিবিরের খবর, মোদি দেশে ফেরার পরই দিল্লিতে শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান হবে। তবে দিনক্ষণ এখনও ঘোষণা করা হয়নি। দীর্ঘ ২৭ বছর পর দিল্লিতে জয়ী হয়েছে বিজেপি। আপের পাশাপাশি গেরুয়া ঝড়ে ধরাশায়ী হয়েছেন দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। তবে বিদায়ি মুখ্যমন্ত্রী অতিশী তাঁর আসনে জয়ী হয়েছেন। আগামী সপ্তাহে উপরাজ্যপাল ভিকে সাক্সেনার সঙ্গে দেখা করে সরকার গড়ার দাবি জানাতে যাবে বিজেপি। তার আগে বিজেপির একটি পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধিদল রাজভবনে গিয়ে উপরাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করে।

দল হেরেছে, তারপরেও নিজে জেতায় এভাবেই নাচানাচি করলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অতিশী। যা নিয়ে বিতর্ক।

তবে এখনও পর্যন্ত তাদের মুখ্যমন্ত্রী কে হচ্ছেন সেটা স্পষ্ট নয়। বিজেপি দপ্তরে অবশ্য মুখ্যমন্ত্রী নাম বাছাই করতে একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠক বসেছিল। তাতে পরবেশ সাহিব সিং বর্মা, বিজেন্দর গুপ্তা, সতীশ উপাধ্যায়ের পাশাপাশি আশিস সুদ, জিতেন্দ্র মহাজনের মতো একাধিক নাম নিয়ে আলোচনা হয়েছে। দিল্লি বিজেপির সভাপতি বীরেন্দ্র সচদেবা বলেছেন, মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন সেই ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন দলের শীর্ষ নেতৃত্ব। সূত্রের খবর, বিজেপি দিল্লিতে এবার নতুন অথবা মহিলা মুখ্যমন্ত্রী আনার পক্ষপাতী।

এদিকে রবিবার উপরাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী পদে ইস্তফা দেন অতিশী। পরে আপের নবনির্বাচিত বিধায়কদের সঙ্গে একটি বৈঠকে বসেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। সেই বৈঠকের পর অতিশী বলেন, ‘আমরা দায়িত্বশীল বিরোধীর ভূমিকা পালন করব। মহিলাদের ২৫০০ টাকা করে প্রতিমাসে দেওয়ার প্রকল্পটি মন্ত্রীসভার প্রথম বৈঠকে পাশ করানো হবে বলে কথা দিয়েছিল বিজেপি। সেটা যাতে শেষপর্যন্ত হয় আমরা তা সুনিশ্চিত করব।’

তবে অতিশী যাই বলুন, আপের হারের পর কেজরিওয়ালের দলকে ব্যঙ্গবিদ্রুপ করতে ছাড়ছেন না কেউই। রাজ্যসভার সাংসদ স্বাতী মালিওয়াল রবিবার অতিশীকে নিশানা করেন। তিনি একটি ভিডিও সমাজমাধ্যমে শেয়ার করেছেন। তাতে দেখা যাচ্ছে, দলের দুর্দিনেও কালকাজি আসনে জয়ের পর সমর্থকদের সঙ্গে নাচানাচি করছেন অতিশী। স্বাতীর তোপ, ‘এটা কেমন নির্লজ্জ প্রদর্শন? দল হেরে গেল। সমস্ত বড় নেতা হেরে গেলেন। অথচ অতিশী মারলেনা এভাবে জয় উদযাপন করছেন?’ অন্যদিকে আপের ভরাডুবির জন্য কেজরিওয়ালকে দায়ী করেছেন একদা তাঁর সঙ্গী তথা বিশিষ্ট আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ। তিনি এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, ‘বিকল্প রাজনীতির জন্য স্বচ্ছ, দায়বদ্ধ এবং গণতান্ত্রিক মঞ্চ হিসেবে তৈরি হওয়া আপকে অরবিন্দ কেজরিওয়াল একটি সুপ্রিমো নির্ভর, অস্বচ্ছ এবং দুর্নীতিগ্রস্ত দলে পরিণত করেছেন। কেজরিওয়াল ৪৫ কোটি টাকা দিয়ে নিজের জন্য শিশমহল তৈরি করেছেন। বিলাসবহুল গাড়িতে চেপে ঘোরেন।’ প্রশান্ত ভূষণের তোপ, ‘উনি ভেবেছিলেন শুধু প্রচারের মাধ্যমেই রাজনীতি করা সম্ভব। এটাই আপের শেষের শুরু।’ ২০১৫ সালে আপ থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন প্রশান্ত ভূষণ।

তেজস যুদ্ধবিমানে সওয়ার বায়ুসেনা প্রধান এপি সিং এবং সঙ্গী সেনাপ্রধান উপেন্দ্র দ্বিবেদী। বেঙ্গালুরুতে।

মহাকুম্ভে ফের আগুন, আজ যাচ্ছেন মুর্মু

প্রয়াগরাজ, ৯ ফেব্রুয়ারি : সোমবার মহাকুম্ভ মেলায় যাবেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। ত্রিবেণি সংগমে তিনি পুণ্যস্নানও করবেন। রাষ্ট্রপতি ভবনের তরফে এমনটাই জানানো হয়েছে। এর আগে ৫ ফেব্রুয়ারি মহাকুম্ভে পুণ্যস্নান করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথও পুণ্যস্নান করেছেন। রাষ্ট্রপতি ভবন জানিয়েছে, রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু সোমবার ৮ ঘণ্টা মহাকুম্ভ মেলায় থাকবেন। সংগম ঘাট, বড়ে হনুমান মন্দির এবং অক্ষয়বটে পুজো করবেন তিনি।

এদিকে কুম্ভমেলায় দুর্ঘটনা যেন থামতেই চাইছে না। রবিবার ফের মেলার ১৯ নম্বর সেক্টরে একটি তাঁবুতে আগুন লাগে। অবশ্য দমকল সঙ্গে সঙ্গে আগুন নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। এর আগে জানুয়ারি মাসেও এই ১৯ নম্বর সেক্টরে আগুন লেগেছিল। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, গ্যাস সিলিন্ডার থেকে গ্যাস লিক করেই আগুন লেগেছে।

ছত্তিশগড়ে সংঘর্ষে হত ৩১ মাওবাদী

নিহত ২ নিরাপত্তাকর্মী

রায়পুর, ৯ ফেব্রুয়ারি : ছত্তিশগড়ে মাওবাদীদের বিরুদ্ধে ফের বড়সড়ো সাফল্য পেল সরকারি বাহিনী। রবিবার বিজাপুরে নিরাপত্তাকর্মীদের সঙ্গে সংঘর্ষে কমপক্ষে ৩১ মাওবাদীর মৃত্যু হয়েছে। প্রাণ হারিয়েছেন দুই জওয়ান। তাঁদের মধ্যে একজন জেলা রিজার্ভ গার্ডের (ডিআরজি) সদস্য। অন্যজন স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের (এসটিএফ) কর্মী। আরও ২ আহত জওয়ানকে হেলিকপ্টারের সাহায্যে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বর্তমানে তাঁদের অবস্থা স্থিতিশীল।

পুলিশ সূত্রে খবর, এদিন সকালে মহারাষ্ট্র সীমান্তের কাছে ছত্তিশগড়ের বিজাপুর জেলার ইন্দ্রাবতী জাতীয় উদ্যানে মাওবাদীদের জড়ো হওয়ার খবর পেয়ে অভিযান শুরু করে পুলিশ-আধাসেনার যৌথবাহিনী। রাজ্য পুলিশের সশস্ত্র বাহিনীর সঙ্গে এসটিএফ এবং ডিআরজি অভিযানে শামিল হয়েছিল। বাহিনীকে দেখতে পেয়ে গুলি চালাতে শুরু করে মাওবাদীরা। পালটা গুলি চালান নিরাপত্তাকর্মীরা। কয়েক ঘণ্টা ধরে চলা সংঘর্ষে বেশ কয়েকজন মাওবাদীর মৃত্যু হয়। আহতদের নিয়ে মাওবাদীদের দলটি গভীর জঙ্গলে পালিয়ে গিয়েছে। তাদের খোঁজে তল্লাশি চলছে।

বস্তার রেঞ্জের আইজি পি সুন্দররাজ বলেন, ‘বিজাপুরের জাতীয় উদ্যান এলাকার জঙ্গলে নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে ৩১ জন মাওবাদীর মৃত্যু হয়েছে। তাদের দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। দেহগুলি শনাক্তকরণের কাজ চলছে।’ মাওবাদীদের ফেলে যাওয়া একে৪৭, এসএলআর, ইনসাস, পয়েন্ট ৩০৩, বিজিএল লঞ্চার সহ প্রচুর গুলি ও বিস্ফোরক উদ্ধার করা হয়েছে। এদিন এক্স হ্যান্ডেলে নিহত ২ নিরাপত্তাকর্মীর স্মরণে শোকবার্তা পোস্ট করেন ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণু দেও সাই। তিনি লিখেছেন, ‘আমাদের জওয়ানদের এই আত্মত্যাগ ব্যর্থ হবে না। প্রধানমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নেতৃত্বে আমরা ২০২৬-এর মার্চের মধ্যে রাজ্যকে মাওবাদী মুক্ত করব। সেই লক্ষ্যে এগোচ্ছে আমাদের বাহিনী।’

দিল্লির ভোটে ওয়াইসির ছায়া

নয়াদিল্লি, ৯ ফেব্রুয়ারি : বিধানসভায় একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে এক দশক বাদে দিল্লিতে ক্ষমতায় ফিরতে চলেছে বিজেপি। ৬৭ থেকে ২৩-এ নেমে এসেছে আম আদমি পার্টির (আপ) আসন। বিদায়ি মুখ্যমন্ত্রী অতিশী মারলেনা কোনওক্রমে জিতলেও অরবিন্দ কেজরিওয়াল, মণীশ সিসোদিয়া সহ আপের অধিকাংশ প্রথম সারির নেতা হেরে গিয়েছেন। তাৎপর্যপূর্ণভাবে হিন্দু অধ্যুষিত এলাকাগুলির পাশাপাশি একাধিক সংখ্যালঘু প্রভাবিত এলাকায় বিজেপির কাছে বড় ব্যবধানে হেরেছেন আপ প্রার্থীরা। ভোটের ফল থেকে স্পষ্ট সংখ্যালঘু ভোটের একাংশ এবার কেজরিওয়ালের দলের থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। বদলে যাওয়া সমীকরণের নেপথ্যে আসাদউদ্দিন ওয়াইসির মিম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

সদ্যসমাপ্ত দিল্লি বিধানসভা ভোটে মাত্র ২টি কেন্দ্রে প্রার্থী

দিয়েছিল মিম। ২টিতেই ওয়াইসির দল হারলেও ভোট কেটে আপের হার নিশ্চিত করেছে। মিমের উপস্থিতির কারণেই প্রায় ৪০ শতাংশ সংখ্যালঘু ভোটার অধ্যুষিত মুস্তাফাবাদে আপের আদিল আহমেদ খানকে ১৭ হাজার ভোটে পরাজিত করেছেন বিজেপি প্রার্থী মহন সিং বিস্ত। সেখানে মিমের ঝুলিতে গিয়েছে ৩৩ হাজারের বেশি ভোট। একইভাবে ওখলাতেও আপের সংখ্যালঘু ভোটব্যাংকে থাবা বসিয়েছে মিম। সংখ্যালঘু অধ্যুষিত জঙ্গপুরায় আপ প্রার্থী তথা প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়া বিজেপির কাছে হেরে গিয়েছেন। একই ঘটনা ঘটেছে কস্তুরবানগর, কারওয়াল নগর, শাহদরাত, শকুর বস্তিতে। ওই কেন্দ্রগুলিতে সামান্য হলেও ভোট বেড়েছে কংগ্রেসের।

একদিকে সংখ্যালঘু ভোটে বিভাজন, অন্যদিকে সংখ্যাগুরু ভোটের সিংহভাগ বিজেপির বাক্সে যাওয়া, দুই প্রবণতা দিল্লিতে বিজেপির উত্থান এবং আপের পতনের কারণ বলে মনে করছে পর্যবেক্ষক মহল। যে প্রবণতাকে তীব্রতর করেছে দিল্লির ভোটে মিমের উপস্থিতি।

দক্ষিণের পক্ষে আমেরিকা, ক্ষুব্ধ কিম

পিয়ংইয়ং, ৯ ফেব্রুয়ারি : দক্ষিণ কোরিয়া ও জাপানের সঙ্গে আমেরিকার ঘনিষ্ঠ প্রতিরক্ষা সম্পর্ক উত্তর কোরিয়ার নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক। তাই নিজেদের পরমাণু অস্ত্রের ভাঁড়ারকে আরও সমৃদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কিম সরকার। সেনাবাহিনীর উদ্দেশে এক ভাষণে একথা জানিয়েছেন উত্তর কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট। আমেরিকার কোরিয়া নীতিতে বদল আনার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। কিম জং উনের সঙ্গে পুরোনো সখ্য ঝালিয়ে নেওয়ার বার্তা দেন তিনি। তারপরেও কিমের চড়া মেজাজ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। রবিবার সরকার নিয়ন্ত্রিত সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, কোরিয়ান পিপলস আর্মির ৭৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে দেওয়া ভাষণে কিম বলেছেন, ‘আমেরিকা-জাপান-দক্ষিণ কোরিয়ার ত্রিপাক্ষিক সামরিক অংশীদারি এবং ন্যাটোর মতো আঞ্চলিক সামরিক ব্লক গঠনের চক্রান্ত কোরীয় উপদ্বীপে সামরিক ভারসাম্যহীনতাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। আমাদের রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য এটি একটি গুরুতর চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে।’

তেজস্বীর দাবি

পাটনা, ৯ ফেব্রুয়ারি : দিল্লি বিধানসভা ভোটের ফলের কোনও প্রভাব বিহারে আসন্ন বিধানসভা ভোটে পড়বে না বলে দাবি করলেন আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব। তিনি রবিবার বলেন, ‘বিহার তো বিহারই। এটা সবাইকে বুঝতে হবে।’ চলতি বছরের অক্টোবর-নভেম্বরে বিহারে বিধানসভা ভোট হওয়ার কথা। বিজেপিকে খোঁচা দিয়ে তেজস্বী বলেন, গণতন্ত্রে জনতাই জনার্দন। দিল্লিতে বিজেপি যে প্রতিশ্রুতিগুলি দিয়েছে আশা করবে সেগুলি তারা পালন করবে। জুমলাবাজি করবে না।’

আদালতে ধাক্কা মার্কিন প্রেসিডেন্টের

ওয়াশিংটন, ৯ ফেব্রুয়ারি : আমেরিকার আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (ইউএসএআইডি)-র প্রায় ১০ হাজার কর্মীকে সবেতন ছুটিতে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সেই সিদ্ধান্ত কার্যকর করার ক্ষেত্রে স্থগিতাদেশ জারি করেছেন ফেডারাল আদালতের বিচারপতি কার্ল নিকোলাস। শনিবার রায় ঘোষণার সময় তিনি জানান,

ইউএসএআইডির কর্মীদের বাধ্যতামূলকভাবে ছুটিতে পাঠানোর সিদ্ধান্তের ওপর সাময়িকভাবে স্থগিতাদেশ জারি করা হচ্ছে। আপাতত ১৪ ফেব্রুয়ারি মাঝরাত পর্যন্ত আদালতের নির্দেশ কার্যকর থাকবে।

ইউএসএআইডির ১০ হাজার কর্মীর দুই-তৃতীয়াংশ আমেরিকার বাইরে কাজ করেন। তাঁদের সঙ্গে পরিবারের সদস্যরাও দেশের বাইরে রয়েছেন। ১২০টি দেশে ছড়িয়ে থাকা কর্মীদের সপরিবারে ৩০ দিনের মধ্যে সরকারি খরচে আমেরিকায় ফিরে আসার নির্দেশ দিয়েছিলেন ট্রাম্প। ফেডারাল আদালত সেই বাধ্যবাধকতা থেকেও কর্মীদের মুক্তি দিয়েছে। ইউএসএআইডি হল বিশ্বের সবচেয়ে বড় ত্রাণ সরবরাহকারী সংস্থা। মার্কিন সরকার, পুঁজিপতি, কর্পোরেট ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলির পাশাপাশি অসংখ্য সাধারণ মানুষ এই সংস্থার মাধ্যমে বিদেশের বিভিন্ন প্রকল্পে আর্থিক সহায়তা করেন। ইউএসএআইডির বার্ষিক বাজেট ৪০ বিলিয়ন ডলারের বেশি, যা মার্কিন সরকারের জাতীয় বাজেটের প্রায় ৬ শতাংশ।

সংস্থাটি বন্ধ করে দেওয়ার পক্ষে ট্রাম্পের যুক্তি, ইউএসএআইডি কট্টর বামপন্থীদের দখলে চলে গিয়েছে। এখানে দুর্নীতি অভূতপূর্ব উচ্চতায় পৌঁছেছে। এটিকে বন্ধ করে দেওয়া উচিত। ইউএসএআইডির ৬১১

ইউএসএআইডি কর্মীদের ছুটির সিদ্ধান্ত

জন কর্মী বাদে সবাইকে ছুটিতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি। এপ্রসঙ্গে আদালতের পর্যবেক্ষণ, সরকারের পদক্ষেপ সংস্থাটিকে বন্ধ করে দেওয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। সিদ্ধান্ত কার্যকর করার আগে মার্কিন কংগ্রেসের অনুমতি নেননি প্রেসিডেন্ট। অথচ ফেডারাল আইন অনুযায়ী, একমাত্র কংগ্রেসেরই ইউএসএআইডি বন্ধ করার এক্তিয়ার রয়েছে।

এদিন আদালতের নির্দেশের পর আমেরিকা সহ বিভিন্ন দেশে অবস্থিত ইউএসএআইডি-র অফিসগুলিতে স্বাভাবিক কাজকর্ম চলেছে। ট্রাম্পের সিদ্ধান্তের কড়া সমালোচনা করেছেন ইউএসএআইডির প্রাক্তন প্রধান সামান্থা পাওয়ার। তিনি বলেন, ‘আমরা আমেরিকার ইতিহাসে সবচেয়ে খরচ সাপেক্ষ ও খারাপ বিদেশনীতির ভুলগুলির একটির সাক্ষী হয়েছি।’

গৃহবন্দি মেহবুবা, দাবি মেয়ের

শ্রীনগর, ৯ ফেব্রুয়ারি : নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে এক ট্রাক চালকের মৃত্যুর অভিযোগকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত কাশ্মীর। নিহত ট্রাক চালক ওয়াসিম মাজির মীরের পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে বারামুল্লার সোপারে যাওয়ার কথা জানিয়েছিলেন পিডিপি নেত্রী মেহবুবা মুফতি। তাঁর মেয়ে ইলতিজা মুফতির অভিযোগ, সোপারে যাওয়া দুরস্ত তাঁকে বাড়ি থেকেই বার হতে দেয়নি পুলিশ প্রশাসন। মেহবুবার বাড়ির দরজায় তালা দেওয়া হয়েছে। গৃহবন্দি করে রাখা হয়েছে জম্মু-কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে।

এক্স পোস্টে ইলতিজা মুফতি লিখেছেন, ‘আমার মা এবং আমাকে গৃহবন্দী করে রাখা হয়েছে। আমাদের গেটগুলি তালাবদ্ধ করা হয়েছে। কারণ, মায়ের সোপারে যাওয়ার কথা ছিল, যেখানে ওয়াসিম মীরকে সেনাবাহিনী গুলি করে হত্যা করেছে।’ বুধবার রাতে সোপারে সেনার চেকপোস্ট ভেঙে ট্রাক নিয়ে পালানোর চেষ্টা করেছিলেন মীর। জঙ্গি সন্দেহে তাঁকে ঠেকাতে গুলি চালান নিরাপত্তাকর্মীরা। মৃত্যু হয় ওই ট্রাকচালকের। ওই দিনই কাঠুয়ার বাতদি গ্রামে মাখন দীন নামে এক যুবক আত্মহত্যা করেন। পুলিশি নিগ্রহের জেরে ওই যুবক আত্মহত্যা করেছেন বলে অভিযোগ গ্রামবাসীদের। সেই প্রসঙ্গ টেনে মেহবুবা কন্যা লিখেছেন, ‘আমি আজ কাঠুয়ায় মাখন দীনের পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিলাম। কিন্তু আমাকে বাইরে বার হতে দেওয়া হচ্ছে না। নির্বাচনের পরেও কাশ্মীরে কিছুই বদলায়নি। এখন নিহতদের পরিবারকে সান্ত্বনা দেওয়াকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে।’

রাজধানীতে কমল মহিলা বিধায়ক

নয়াদিল্লি, ৯ ফেব্রুয়ারি : প্রায় তিন দশক পর দিল্লি বিধানসভায় বিপুল জয় ঘিরে উচ্ছ্বসিত বিজেপি। দিল্লি জাতীয় রাজধানী অঞ্চলকে বিশ্বমানের করবেন বলে বিজয়বার্তা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। কিন্তু এই তীব্র উচ্ছ্বাসের মধ্যেই বিধানসভায় কমে গেল দিল্লির অর্ধেক আকাশের প্রতিনিধিত্ব। ৭০টি আসনের মধ্যে মাত্র ৫টিতে মহিলা প্রার্থীরা জয়ী হয়েছেন। এর মধ্যে বিজেপির ৪ এবং আপের অতিশী রয়েছেন। শুধু মহিলা সদস্যই নয়, দিল্লি বিধানসভায় এবার তরুণ বিধায়কের সংখ্যাও হ্রাস পেয়েছে। নতুন বিধায়কদের মধ্যে ২৫ থেকে ৪০ বছর বয়সী বিধায়ক রয়েছেন প্রায় ১৩ শতাংশ। গতবারের থেকে যা ১০ শতাংশ কম।

দিল্লিতে ৬৯৯ জন প্রার্থী এবার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছিলেন। তাঁদের মধ্যে ৯৬ জন ছিলেন মহিলা প্রার্থী। এর মধ্যে বিজেপি ও আপের মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা ছিল ৯ জন করে। কংগ্রেসের প্রার্থী তালিকায় ৭ জন মহিলা ছিলেন। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অতিশী ছাড়া বাকি মহিলা বিধায়করা হলেন নজফগড়ের বিজেপি বিধায়ক নীলম পহেলওয়ান, শালীমার বাগের বিজেপি বিধায়ক রেখা গুপ্তা, ওয়াজিরপুরের বিজেপি বিধায়ক পুনম শর্মা এবং গ্রেটার কৈলাসের বিজেপি বিধায়ক শিখা রায়। ২০২০ সালে ৭৬ জন মহিলা প্রার্থী ভোটযুদ্ধে নেমেছিলেন। তাঁদের মধ্যে জয়ী হয়েছিলেন ৮ জন। দিল্লিতে বিজেপির মহিলা মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তিনজন। বিজেপির সুষমা স্বরাজ, কংগ্রেসের শীলা দীক্ষিত এবং আপের অতিশী।

হৃদরোগে মৃত্যু শ্রদ্ধার বাবার

মুম্বই, ৯ ফেব্রুয়ারি : বিচার এখনও অধরা। এরই মধ্যে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন শ্রদ্ধা ওয়াকারের বাবা বিকাশ ওয়াকার। রবিবার সকাল থেকে তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি হলে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। ২০২২ সালের মে মাসে দিল্লিতে লিভ-ইন সঙ্গীর হাতে খুন হন শ্রদ্ধা ওয়াকার। তাঁর দেহ ৩৫ টুকরো করে কিছুদিন ফ্রিজে রেখে পরে জঙ্গলে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ফেলে দেয় অভিযুক্ত আফতাব পুনাওয়ালা। দিল্লির মেহেরৌলি এলাকার একটি ভাড়াবাড়িতে থাকতেন তাঁরা। এখনও চলছে মামলা। দীর্ঘ আড়াই বছর ধরে মেয়ের বিচারের জন্য লড়াই চালিয়ে যান বিকাশ। এমনকি তদন্তের কারণে শ্রদ্ধার দেহাংশও পরিবারের হাতে তুলে না দেওয়ায় হয়নি শেষকৃত্যও।

হ্যারিকে তাড়াবেন না ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ৯ ফেব্রুয়ারি : লক্ষ লক্ষ অভিবাসীকে আমেরিকা থেকে বের করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। ইতিমধ্যে কয়েক হাজার অভিবাসীকে দেশছাড়া করে সেই প্রতিশ্রুতি পূরণের পথে হাঁটতেও শুরু করেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। ব্রিটেনের ছোট রাজকুমার হ্যারি তাঁর স্ত্রী মেগান মর্কেল ও ছেলে-মেয়েকে নিয়ে বহুদিন ধরে আমেরিকায় রয়েছেন।

তাঁকেও কি ফেরত পাঠানো হবে? শনিবার প্রকাশিত এক সাক্ষাৎকারে সেই সম্ভাবনার কথা খারিজ করে দিয়েছেন ট্রাম্প। কিন্তু হ্যারিকে স্বস্তি দিতে গিয়ে তিনি যেসব কথা বলেছেন, তাতে ব্রিটিশ রাজকুমারের অস্বস্তি বেড়েছে। ট্রাম্পের বক্তব্য, ‘আমি এই ধরনের

‘ওঁর স্ত্রী খুব ভয়ঙ্কর মহিলা’

পদক্ষেপের পক্ষপাতি নই। আমি ওঁকে (হ্যারি) একা করে দিতে পারি না। এমনিতেই স্ত্রীকে নিয়ে সমস্যায় রয়েছেন হ্যারি। ওঁর স্ত্রী খুব ভয়ংকর মহিলা। আমি চাই না হ্যারি আরও সমস্যায় পড়ুন।’

মার্কিন নাগরিক তথা অভিনেত্রী মেগান মর্কেলকে বিয়ের পর থেকেই সংবাদমাধ্যমের চর্চায় রয়েছেন হ্যারি। বিভিন্ন সময় মেগানকে কেন্দ্র করে ব্রিটিশ রাজকুমারের সঙ্গে রাজপরিবারের সদস্যদের ঝামেলা, টানাপোড়েনের খবর প্রকাশিত হয়েছে। সেই সব খবরের সঙ্গে সংগতি রেখে ব্রিটেন ছেড়ে আমেরিকায় থাকতে শুরু করেছেন হ্যারি-মেগান।

রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের অন্ত্যেষ্টি অনুষ্ঠানে রাজপরিবারের সদস্যদের সঙ্গে হ্যারিকে তেমন কথা বলতে দেখা যায়নি। দাদা তথা ব্রিটিশ সিংহাসনের প্রথম উত্তরাধিকারী প্রিন্স উইলিয়ামের সঙ্গেও হ্যারির সম্পর্ক শীতলতর হওয়ার ইঙ্গিত স্পষ্ট। এই পরিস্থিতিতে অভিবাসন ইস্যুতে হ্যারি-মেগানের সম্পর্ক নিয়ে ট্রাম্পের মন্তব্য নতুন জল্পনার জন্ম দিয়েছে।

সুস্থ থাকুন

গুলেন বারে

একশো বছরেরও বেশি পুরোনো রোগ, এখন আবারও খবরের শিরোনামে। ১৯১৬ সালে জর্জ গুলান, জাঁ আলেকজান্দ্র বারে এবং আন্দ্রে স্ট্রোল প্রথম যে বিরল রোগটির বর্ণনা দিয়েছিলেন তা আজও গুরুত্বপূর্ণ। প্রতি এক লক্ষে মাত্র এক-দুজন আক্রান্ত হওয়ায় এটি খুব পরিচিত নয়, তবে সম্প্রতি পুনেতে আকস্মিক বৃদ্ধির ফলে এটি আলোচনায় এসেছে। এই রোগটি নতুন কিছু নয়, তাই অযথা বিভ্রান্তি ছড়ানো উচিত নয়। আলোচনায় দুই বিশেষজ্ঞ।

পায়ের দুর্বলতাকে উপেক্ষা নয়

ডাঃ এম এম সামিম
নিউরোলজিস্ট, নেওটিয়া গেটওয়েল মাল্টিস্পেশালিটি হসপিটাল

গুলেন বারে সিনড্রোম (জিবিএস)

জিবিএস একটি বিরল নিউরোলজিক্যাল ব্যাধি, যেখানে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা ভুল করে স্নায়ুকে আক্রমণ করে। ফলে পেশির দুর্বলতা এবং পক্ষাঘাত হতে পারে। এটি পুরুষদের মধ্যে বেশি দেখা যায় এবং সাধারণত কম ও মধ্যবয়িসদের আক্রান্ত করে।

রোগের কারণ

■ গবেষণায় দেখা গিয়েছে, কিছু ব্যাকটিরিয়া বা ভাইরাস সংক্রমণের পর শরীরের প্রতিরোধ ব্যবস্থা (ইমিউন সিস্টেম) অতি সক্রিয় হয়ে নির্দিষ্ট অ্যান্টিবডি তৈরি করে, যা ব্যাকটিরিয়া বা ভাইরাস ধ্বংস করতে সাহায্য করে। তবে কখনো-কখনো এই অ্যান্টিবডিগুলো ভুলবশত শরীরের নিজস্ব স্নায়ুকে আক্রমণ করে, নার্ভের সুরক্ষামূলক আবরণ (মায়েলিন) নষ্ট করে এবং এর কার্যক্ষমতা ব্যাহত করে।
■ ক্যাম্পাইলোব্যাকটার জেজুনি নামের একটি ব্যাকটিরিয়া সাধারণত খাবারে বিষক্রিয়া (ফুড পয়জনিং)-র জন্য দায়ী। এতে পাতলা পায়খানা হয়ে থাকে, যা জিবিএসের অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।
■ এছাড়া রয়েছে ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস, কোভিড-১৯ এবং অন্য ভাইরাল সংক্রমণ
■ এপস্টাইন-বার ভাইরাস এবং সাইটোমেগালোভাইরাস
■ কিছু ভ্যাকসিন নেওয়ার পর রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার অতিসক্রিয়তা

জীবনের ঝুঁকি ও দীর্ঘমেয়াদি ফলাফল

■ কিছু রোগীর হার্ট ও অটোনমিক নার্ভের ক্ষতি হতে পারে
■ ৮০ শতাংশ রোগী এক বছর পর স্বাধীনভাবে হাঁটতে সক্ষম হন
■ গুরুতর ক্ষেত্রে শ্বাসযন্ত্রে সহায়তা প্রয়োজন হতে পারে

ঝুঁকিপূর্ণ বিষয়

■ যদি, বয়স ৬০ বছরের বেশি হয়
■ খুব দ্রুত দুর্বলতা বাড়ে
■ ভেন্টিলেটারের প্রয়োজন হয়
■ নার্ভের গুরুতর ক্ষতি হয় (এনসিএস পরীক্ষায়)

প্রাথমিক লক্ষণ

■ পায়ের দুর্বলতা, যা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে
■ সিঁড়ি বেয়ে ওঠা বা ওঠা-বসায় অসুবিধা
■ পায়ের আঙুলের শক্তি কমে যাওয়া, চপ্পল ধরে রাখতে না পারা
■ হাতের দুর্বলতা, মাথার ওপরে হাত তুলতে সমস্যা
■ মুঠো শক্ত করতে অসুবিধা, রুটি ছেঁড়া বা খাওয়া কঠিন হয়ে পড়া
■ হাতে-পায়ে ঝিনঝিন বা জ্বালাপোড়া অনুভূতি
■ মারাত্মক ক্ষেত্রে শ্বাসকষ্ট, কথা

অস্পষ্ট হয়ে যাওয়া
■ খাবার গিলতে সমস্যা বা কথা নাকে নাকে হওয়া
■ মারাত্মক ব্যথা
■ হার্টে রেট ও রক্তচাপ ওঠানামা করা

রোগ নির্ণয় পদ্ধতি

■ **শারীরিক পরীক্ষা :** নিউরোলজিস্টের মাধ্যমে করা হয়
■ **নার্ভ কনডাকশন স্টাডি (এনসিএস/এনসিভি) :** নার্ভের মধ্যে কারেন্টের প্রবাহ কেমন তা দেখার মাধ্যমে নার্ভের কতটা বা কী ধরনের ক্ষতি হয়েছে তা বোঝা যায়।
■ **সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লুইড (সিএসএফ) পরীক্ষা :** পিঠের নীচের অংশ থেকে একটি সুচ ঢুকিয়ে জল নিয়ে পরীক্ষা করা (লাম্বার পাংচার)

চিকিৎসা

■ ইন্ট্রাভেনাস ইমিউনোগ্লোবুলিন (আইভিআইজি) বা প্লাজমা এক্সচেঞ্জ থেরাপি - দুটি পদ্ধতিই কার্যকর
■ আইভিআইজি সাধারণত ৫ দিন এবং প্লাজমা থেরাপি ১০ দিন ধরে চলে
■ ফিজিওথেরাপি রোগীর পুনরুদ্ধারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে
■ ভিটামিন B-1 ও B-12 গ্রহণ করলে সেরে ওঠার হার বাড়তে পারে
■ রেসপিরেটরি সাপোর্ট : গুরুতর ক্ষেত্রে শ্বাসপ্রশ্বাসে সহায়তার জন্য ভেন্টিলেটারের প্রয়োজন হতে পারে।

প্রতিরোধের উপায়

■ খাবার আগে অবশ্যই হাত ধোয়া
■ শৌচক্রিয়া শেষে বা অন্যান্য সময়েও হাত পরিষ্কার রাখা
■ ফল খাবার আগে ভালো করে ধুয়ে নেওয়া
■ রান্না করার আগে সবজি ভালো করে ধুয়ে নেওয়া
■ আধ রান্না করা পোলট্রি না খাওয়া

■ ফোটানো দুধ ও জলের ব্যবহার
■ সংক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে ভ্যাকসিন নেওয়া
■ বাইরের খাবার, বিশেষত স্ট্রিট ফুড যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলা
■ পুষ্টিকর খাবার ও নিয়মিত ব্যায়াম করা
■ ভ্যাকসিন নেওয়ার পর সতর্কতা অবলম্বন করা
■ অতিরিক্ত মদ্যপান না করা
■ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে ভিটামিন-সি সমৃদ্ধ ফল যেমন – কমলালেবু, পেয়ারা, আমলকী প্রভৃতি খেতে হবে।

ভ্যাকসিনেও সতর্ক থাকুন

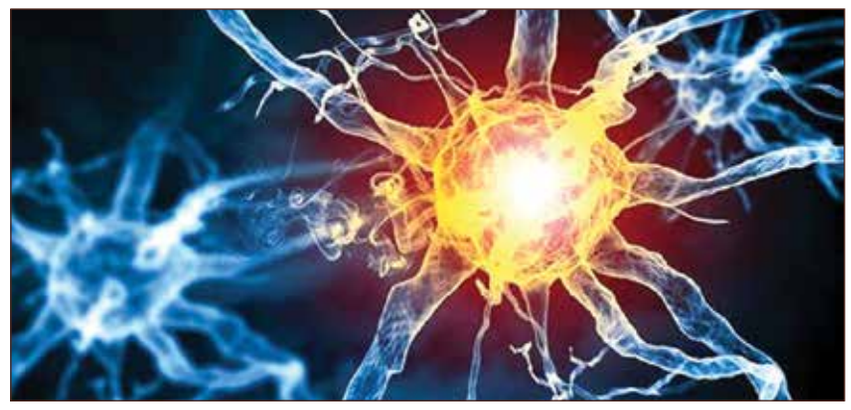

ডাঃ জয়দীপ দে
নিউরোলজিস্ট, রুদ্রাক্ষ সুপারস্পেশালিটি কেয়ার

গুলেন বারে (জিবিএস) বিরল কিন্তু গুরুতর অটোইমিউন ডিসঅর্ডার, যাতে শরীরের ইমিউন সিস্টেম ভুল করে পেরিফেরাল নার্ভে অ্যাটাক করে। সাধারণত আমাদের যখন ভাইরাল বা ব্যাকটিরিয়াল সংক্রমণ হয় তখন আমাদের ইমিউন সিস্টেম সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়তে সক্রিয় হয়ে ওঠে। এই ভাইরাস ও ব্যাকটিরিয়াল সংক্রমণ থেকে সুরক্ষিত রাখতে আমাদের শরীরের ভেতরে যে অ্যান্টিবডি তৈরি হয় সেটা নার্ভের প্রোটিন উপাদানের মধ্যে ওই ভাইরাস বা ব্যাকটিরিয়ার সঙ্গে মিল খুঁজে পায়। ফলে সে ভুল করে নার্ভের মায়েলিন শিথে আক্রমণ করে যাতে নার্ভের ক্ষতি হয়। গুরুতর ক্ষেত্রে স্নায়ুর মূল গঠনকারী অ্যাক্সনগুলিরও ক্ষতি হয়। এই অবস্থায় নার্ভের মাধ্যমে ইলেক্ট্রিক্যাল ইমপালসের গতি ধীর হয়ে যায় বা ক্ষতি হতে পারে। ফলে পেশি দুর্বলতা, প্যারালাইসিস এবং গুরুতর ক্ষেত্রে প্রাণ সংশয়কারী জটিলতা দেখা দিতে পারে। জিবিএসের সঠিক কারণ অজানা, তবে সংক্রমণ যেমন, শ্বাসযন্ত্রে অসুস্থতা, গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টিনাল ইনফেকশন এবং কিছু ক্ষেত্রে ভ্যাকসিন দায়ী হতে পারে।

জিবিএস বছরে প্রতি এক লক্ষের মধ্যে এক থেকে দুজনকে প্রভাবিত করে। যদিও বিরল, কিন্তু রোগটি যাঁদের গভীরভাবে প্রভাবিত করে তাঁদের সেরে উঠতে মাসখানেক এমনকি বছরখানেকও লেগে যেতে পারে।

অন্য স্নায়বিক অবস্থার সঙ্গে মিল থাকায় গুলেন বারে সিনড্রোম নির্ণয় করা খানিক চ্যালেঞ্জিং হতে পারে। চিকিৎসকরা রোগনির্ণয়ের জন্য সাধারণত লস অফ রিফ্লেক্সেস, নার্ভ কনডাকশন স্টাডিজ (এনসিএস) এবং স্পাইনাল ফ্লুইড অ্যানালিসিস করে থাকেন।

যেহেতু জিবিএসের কোনও প্রতিকার নেই, তাই চিকিৎসার উদ্দেশ্য, লক্ষণ কমানো এবং দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠতে সাহায্য করা।

বেশিরভাগ জিবিএস রোগী উপসর্গ দেখা দেওয়ার কয়েক সপ্তাহ থেকে কয়েক মাসের মধ্যে সুস্থ হয়ে ওঠেন। কারও পূর্ণ শক্তি ফিরে পেতে বছর লেগে যায়। কারও বা সুস্থ হতে দু'বছর লেগে যায়। কারও বা দীর্ঘস্থায়ী দুর্বলতা, অবসাদ বা ক্লান্তি এবং নার্ভের ক্ষতি হতে পারে। এছাড়া মারাত্মক জটিলতা থেকে দীর্ঘস্থায়ী অক্ষমতা তৈরি হতে পারে, যদিও এমন ঘটনা বিরল। মৃত্যুর হার প্রায় ২ থেকে ৫ শতাংশ।

এসব চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও শুরুতেই রোগ নির্ণয় করে যথাযথ চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের মাধ্যমে জিবিএস রোগী সুস্থ হয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারেন।

জিবিএস যেহেতু বিরল রোগ, তাই অনেক সময় শারীরিক জটিলতা না পাকানো পর্যন্ত আমরা রোগটি সম্পর্কে বুঝতেই পারি না। কাজেই আতঙ্ক না ছড়িয়ে সচেতনতা বাড়ান, যাতে শুরুতেই রোগনির্ণয় এবং যথাযথ চিকিৎসার সময় পাওয়া যায়।

হার্টের সুস্থতায় যা জানতেই হবে

বেশ কয়েক বছরে হার্ট অ্যাটাকে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়েছে। আগে এই মৃত্যুর হার শুধুমাত্র বয়স্কদের ক্ষেত্রে লক্ষ করা যেত। কিন্তু এখন যে কোনও বয়সি মানুষেরই হার্ট অ্যাটাকের ঘটনা দেখা যাচ্ছে। শরীরের ওপরের অংশে দীর্ঘস্থায়ী ব্যথা, শ্বাসকষ্ট, বুক ধড়ফড় করা, অতিরিক্ত ঘাম, ক্লান্তি থেকে হতে পারে এই সমস্যা। অতিরিক্ত চাপের জীবনযাত্রা হলে সেখান থেকেও হতে পারে হৃদরোগ। অনেকের ক্ষেত্রে হৃদরোগ হয় জিনগত কারণে। লিখেছেন কোচবিহারের ডাঃ পিকে সাহা হাসপাতালের কনসালট্যান্ট ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজিস্ট **ডাঃ সংকলন সাহা**

এখন যে রোগ সবথেকে বেশি হয় তা হল হৃদরোগ। হঠাৎ বুকে ব্যথা হলে অনেকে ভেবে নেন যে গ্যাসের ব্যথা এবং সেইমতো নিজেই ডাক্তারি করে ওষুধ খেতে থাকেন। কিন্তু পরে অবস্থা জটিল হলে যখন ডাক্তারের কাছে যান তখন একাধিক পরীক্ষানিরীক্ষায় হার্টের সমস্যা ধরা পড়ে। আপনার বয়স ৪০ বছরের ওপরে, ওজন বেশি, রক্তে কোলেস্টেরল বেশি হলে, ডায়াবিটিস বা উচ্চ রক্তচাপ, ধূমপানের অভ্যাস কিংবা হৃদরোগের বংশগত ইতিহাস থাকলে আপনি হার্ট অ্যাটাকের উচ্চ ঝুঁকিতে রয়েছেন। তাই আগেই সতর্ক হন।

হার্ট অ্যাটাকে পরিবর্তনযোগ্য ঝুঁকির কারণ

■ ধূমপান বা তামাক খাওয়া
■ অনিয়ন্ত্রিত রক্তচাপ
■ কোলেস্টেরলের উচ্চ মাত্রা
■ অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবিটিস
■ অতিরিক্ত মোটা হয়ে যাওয়া
■ শারীরিকভাবে নিষ্ক্রিয় থাকা
■ অস্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া

হার্ট অ্যাটাকের অপরিবর্তনীয় ঝুঁকি

■ পারিবারিক ইতিহাস (বাবা বা মায়ের হার্টের সমস্যা পরবর্তী প্রজন্মের ওপর প্রভাব ফেলে)
■ লিঙ্গভিত্তিক ঝুঁকি (পুরুষদের ক্ষেত্রে হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা বেশি)
■ জাতিগত কারণ (দক্ষিণ এশিয়ানদের হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা বেশি)
■ মানসিক অসুস্থতা (মানসিক বিষণ্ণতা ও উদ্বেগ হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা বাড়ায়)
■ অস্বাভাবিক চাপ (দীর্ঘস্থায়ী চাপ হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা বাড়ায়)

বর্তমানে অল্প বয়সে সকলের অসংলগ্ন জীবনযাত্রা, অস্বাভাবিক ফাস্ট ফুড খাওয়া, সকল প্রকার শরীরচর্চা থেকে বিরত থাকা, পরিবারে কারও হার্ট অ্যাটাকের প্রভাব হার্টের সুস্থতায় ব্যাঘাত ঘটাতে পারে। তাই যে কোনও বয়সের মানুষের ধূমপান থেকে বিরত থাকা উচিত। এছাড়া অতিরিক্ত ফাস্ট ফুড, চর্বিযুক্ত মাংস, মশলাদার খাবার না খাওয়াই ভালো। বরং নিয়মিত হাঁটা, যোগ ও প্রাণায়াম সামগ্রিকভাবে সুস্থ থাকতে সাহায্য করবে।

হার্ট ভালো রাখতে বয়স কোনও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়। তাই যাঁদের পারিবারিক হার্টের রোগ রয়েছে তাঁরা সাবধানতার জন্য নিয়মিত রক্তচাপ, সুগার, অন্য মেটাবলিক রিস্ক ও সবরকমের কোলেস্টেরলের পরীক্ষা অবশ্যই করান।

ব্যস্ত জীবনে সুস্থ থাকার উপায় জানা আছে আপনার? লিখে পাঠান আমাদের। আপনার লেখা ছাপা হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদের সুস্থ থাকুন পাতায়। শর্ত দুটো – আপনাকে হতে হবে স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ এবং লেখা পাঠাতে হবে ইউনিকোডে। সঙ্গে দেবেন যোগাযোগের নম্বর। লেখা পাঠানোর ঠিকানা– health.uttarbanga@gmail.com

গঙ্গারামপুর সরস্বতী শিশু মন্দিরের প্রভাত শ্রেণির ছাত্র স্বর্ণাভ চক্রবর্তী (৫) যোগাসনে পারদর্শী হয়ে উঠছে। বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় পুরস্কার জিতেছে সে।

প্রবাদ আছে, বান্ধবীর রাগ ভাঙানোর অন্যতম প্রধান 'ওষুধ' চকোলেট। পছন্দের মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক দৃঢ় করতে পুরোনো চাল চকোলেট ভরসা...

একটু মিষ্টিমুখ হয়ে যাক...

ছবি ঃ দিবাকর সাহা

এ বুকে তবু বারোমাস ভালোবাসার মরশুম

শ্রেয়সী দে
মালদা শহরের বাসিন্দা, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া

বহে প্রভাত সময়ে / মলয় শিয়ল বায়ে। রাধাবিরহ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, বড়ু চণ্ডীদাস

অনেক অপেক্ষার পর এবার রাধার বিরহ শুরু হবে। সেই প্রথম জন্মখণ্ড থেকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রত্যেক খণ্ড আসলে রাধার এই দুঃখ যাপনের গৌরচন্দ্রিকা।

'গৌর' অর্থাৎ নিমাই তখন হরিনাম ছড়িয়ে দিচ্ছেন ক্রমশ। অন্যদিকে, বিষ্ণু একা নিমাইয়ের ফেরত আসার অপেক্ষায় ঘরের কোণে চোখের জল ফেলছেন।

অন্যদিকে,

আনি দেহ বনমালী।

-রাধাবিরহ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, বড়ু চণ্ডীদাস। আমাকে বনমালী এনে দাও। তার প্রেমিকের আলিঙ্গনে তিনি তৃপ্ত হবেন। কামনা খুব সামান্য। কৃষ্ণের সতৃষ্ণ প্রেম যে নারী পেয়েছে, তার কাছে এই চাওয়াটুকু কি অপরাধ? রাধার প্রেমিকা সত্তা আর বিষ্ণুর স্ত্রী সত্তা একাকার হয়ে যায় তাঁদের কাঙ্ক্ষিত পুরুষদের মিলন বঞ্চনায়। রাধার মতো বিষ্ণু বলে ওঠেন,

কত নিবারণ দিব এ দারুণ চিত্তে। (চৈতন্যমঙ্গল, জয়ানন্দ)

অব মথুরাপুর...

... তহি রহু কান। (বিদ্যাপতি, প্রবাস / দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলন)

ঠিক যেমনভাবে ভাবী প্রবাসের তুলনায় ভূত প্রবাসে কাতরতা আর্তনাদ অনেক বেশি তীক্ষ্ণ। ভূত প্রবাসে রাধার বেদনা গভীর, শোক থিতিয়ে যেতে যেতে প্রগাঢ় হয়ে উঠেছে। অনেকটা সময় না গেলে এই দুঃখ যাপন সম্ভব নয়, বিরহ যাতনা এখানে ক্রমশ সম্পদে পরিণত হচ্ছে। বেদনার সঙ্গে তারা বাঁধা পড়ে যাচ্ছেন, বিরহ তাঁদের যাপন, সহচর হয়ে উঠছে। রাধা বা বিষ্ণুর এই বিরহই কার্যত তাঁদের প্রেমের প্রাপ্তি।

যে- কোনও বসন্তই আসলে বিরহের জন্ম দেয়। ঠিক যেমন শকুন্তলা বিরহসন্তপ্তা ছিলেন কিন্তু জানতেন দুষমন্ত একদিন আসবেন তার জন্য না হলেও তার ছেলের জন্য। এই যে দৃঢ়চেতা, এটাও বসন্তের দান। কুয়াশার জাল ছিঁড়ে যে মিঠে রোদের আগমন, প্রচণ্ড শীতের কনকনে ভাব থেকে গা ঝাড়া দিয়ে ওঠা, শুকনো ডালে পলাশের, কৃষ্ণচূড়ার উঁকি সবটাই বসন্তের, মদনের দান।

এই বসন্তেই রাধা কানাইকে তার কাছে কামনা করছেন। বড়াইকে বলছেন, হর অর্ধ অঙ্গে গৌরীকে এবং গঙ্গাকে শিরে ধারণ করেন। সেই প্রথম থেকে ধীরে ধীরে কৃষ্ণ আসলে রাধার সমস্ত কিছুর আশ্রয় হয়ে উঠেছেন। রাধার কাছে কৃষ্ণের সুখই একমাত্র সুখ। কাম এখানে দিব্য বিষয়। বিষ্ণুর কাছেও তাই। যিনি কৃষ্ণ তিনিই চৈতন্য। সত্তা তাঁর পরিপূর্ণ। তিনি পরিপূর্ণ আনন্দ। রাধা আর বিষ্ণুর এই অনন্ত সৌন্দর্যের যে আনন্দ, সেই আনন্দই কৃষ্ণ আস্বাদন করেন। রবিঠাকুরের কথায়,

'তাই তোমার আনন্দ আমার'পর..

তুমি তাই এসেছ নীচে'

বসন্ত, কামদেব মদন এইভাবেই বিভিন্ন রূপে মেয়েদের বিরহের পরীক্ষা নেয়। বিরহ যাপনে থাকতে থাকতে বিরহলে অতিক্রম করতে পারলেই কি তবে আমার 'আমি'র সন্ধান পাওয়া যায়?? এই কি তবে ভক্তের সাথে ভগবানের প্রেম? এই কি তবে প্রিয়তমের কাছে নিজেকে সমর্পণ?

'তাই তো, প্রভু, হেথায় এল নেমে,/ তোমারি প্রেম ভক্তপ্রাণের প্রেমে,/ মূর্তি তোমার যুগল - সম্মিলনে সেথায় পূর্ণ প্রকাশিছে।'

বিরহকে গ্রহণ করতে পারলে, বিরহের বশ্যতা স্বীকার করতে পারলে, পারস্পরিক বিস্ময়বোধ আর না পাওয়া যে আসলে গভীরতর পাওয়া এই বোধটুকুকে জাগিয়ে রাখতে পারলেই একটা সপ্তাহ বা একটা বিশেষ দিনের প্রয়োজন পড়ে না। বারোমাসই একে একে দুই, একাকার আমি তুই হয়ে থাকা যায়।

চকোলেট ডে'তে খরচের পাল্লা ভারি প্রেমিকদের

রাহুল দেব

রায়গঞ্জ, ৯ ফেব্রুয়ারি : বিশ্বজুড়ে চলছে ভালোবাসার সপ্তাহ। রবিবার ছুটির দিনে ছিল চকোলেট ডে। তরুণ প্রজন্ম ভিড় জমিয়েছিল শহরের বিভিন্ন চকোলেটের দোকানে। শহরে চকোলেট ডে উপলক্ষ্যে আলাদা করে ক্যাডবেরির দোকান কোনওদিনই বসে না। মুদির দোকান, স্টেশনারি দোকান, কনফেকশনারি থেকেই সবাই চকোলেট কিনে থাকে। বিভিন্ন বহুজাতিক সংস্থার চকোলেট যেমন পাওয়া যায়, তেমনই পাওয়া যায় বিদেশি চকোলেটও। আর দাম? সামান্য দশ টাকা থেকে শুরু করে ৫০০ টাকা পর্যন্ত খরচ করতেও পিছপা হচ্ছে না প্রেমিক-প্রেমিকারা।

প্রবাদ আছে, বান্ধবীর রাগ ভাঙানোর অন্যতম প্রধান 'ওষুধ' হল চকোলেট। তাই রাগ কমাতে এবং পছন্দের মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক দৃঢ় করতে চকোলেট ডে-কেই বেছে নিয়েছে এই প্রজন্মের ছেলেরা।

কথা হচ্ছিল সৌম্যদীপ দাসের সঙ্গে। তাঁর মতে, 'ভ্যালেন্টাইন্স উইকের অন্যতম প্রধান দিন হল চকোলেট ডে। এই দিনটিতে পছন্দের বান্ধবীকে ক্যাডবেরি দেওয়া হয়। আমিও দিয়েছি। ক্যাডবেরি এবং গোলাপ মূলত সেই সমস্ত কথার সংকেত হিসেবে ব্যবহৃত হয় যেসব কথা মুখে বলা সম্ভব হয় না। বাকিটুকু বুঝে নিন।'

তবে চকোলেট বা ক্যাডবেরি দেওয়ার দায় যেন শুধুমাত্র ছেলেদেরই। ছেলেরাও যে তাদের বান্ধবীর কাছ থেকে চকোলেট প্রত্যাশা করে তা যেন মেয়েরা বুঝতেই চায় না। আরেক বাসিন্দা শুভ্রশংকর রায়ের বক্তব্য, 'সব মেয়েদের না হলেও অধিকাংশ মেয়ের হাবভাব এমন যে তাঁদের হাতে চকোলেট তুলে দিতে ছেলেরা দায়বদ্ধ। আসলে ছেলেদের মন বোঝার মতো মেয়ে এখন কোথায়।'

এসবের মধ্যেও কিছুটা বিষণ্ণতার সুর শোনা গেল শহরেরই এক তরুণ মলয় দত্তের মুখে। তিনি জানান, 'এক বান্ধবীকে প্রায় প্রতিদিন চকোলেট দিতাম। কিন্তু জীবনের চরম সংকটের মুহূর্তে সে জীবন ওলট-পালট করে দিয়ে চলে গিয়েছে। তারপর থেকে আর কাউকে এসব দেওয়া হয়ে ওঠেনি।'

কলকাতার ফুলে ভরে গিয়েছে বাজার

রায়গঞ্জের গাঁদাচাষিরা ক্ষতির মুখে

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ৯ ফেব্রুয়ারি : ভালোবাসার সপ্তাহে গোলাপ মহার্ঘ্য হলেও প্রাপ্য সম্মান পাচ্ছে না গাঁদা। শুধুমাত্র শীতকাল নয়, সারাবছরই গাঁদা ফুল চাষ করেন রায়গঞ্জ ব্লকের বীরঘই গ্রামের শতাধিক চাষি। গতানুগতিক চাষের পরিবর্তে গাঁদা ফুল চাষ করে ব্যাপক অঙ্কের লভ্যাংশ ঘরে আসে বলেই তাঁরা গাঁদা ফুল চাষে অবতীর্ণ হন। কিন্তু এবারে সেই লাভের খাতায় শনি। কলকাতা থেকে ব্যাপকহারে গাঁদা ফুল চলে আসায় দাম পাচ্ছেন না চাষিরা।

৫ টাকা থেকে ১০ টাকা প্রতি কেজি দরে ফুল বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছেন চাষিরা। পাশাপাশি মিলছে না কোনও সরকারি সাহায্য। তাই ফুল চাষ করে বিপাকে কৃষকরা। চাষিদের সমস্যার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন স্থানীয় তৃণমূল নেতা তথা রায়গঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ কৈলাস বর্মন। সারাবছর গাঁদা ফুলের চাহিদা থাকায় বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠানে গাঁদা ফুল সাধারণ মানুষের কাছে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠানে, বিয়েবাড়ি বা শ্রাদ্ধবাড়ি, পুজো-পার্বণে এবং গৃহসজ্জার কাজেও গাঁদা ফুল সাধারণ মানুষের কাছে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ফুল হয়ে দাঁড়িয়েছে। রায়গঞ্জ ব্লকের ফুলের একসময় রায়গঞ্জ ও মালদায় ব্যাপক চাহিদা থাকলেও কলকাতা থেকে ফুল চলে আসায় বাজার পড়ে গিয়েছে। বীরঘই অঞ্চলের পিপলান, ধর্মডাঙি, বীরঘই, পারধা, পোয়ালতোর, কুমারডাঙি, কমলাই গ্রামে গাঁদা ফুলের চাষ হয়।

সাধারণত বছরে তিনবার চারা লাগাতে হয়, প্রতিবার খরচ হয় প্রায় ২৫ হাজার টাকা। তবে যে জমিতে এবছর গাঁদা ফুল করা হয়, সেই জমিতে পরের বছর অন্য ফসলের চাষ করতে হয়। তা না করলে ফুল কম হয়, আকারও ছোট হয়। চাষি গোকুল বর্মন, শিরিস বর্মন, কিরণ বর্মনের আক্ষেপ, 'এবারে একেবারে দাম নেই। কারণ কলকাতার ফুল ঢুকে পড়েছে। এখন পাঁচ থেকে দশ টাকা কেজি বিক্রি করতে হচ্ছে।'

তাঁদের অভিযোগ, 'এজন্য কোনও সরকারি অনুদান বা সাহায্য মেলে না। মহাজনের থেকে চড়া সুদে টাকা নিতে হয়। এবছর মহাজনের টাকা শোধ করা যাবে না। চাষিদের সমস্যার কথা স্বীকার করে স্থানীয় তৃণমূল নেতা কৈলাসচন্দ্র বর্মন জানিয়েছেন, 'আমাদের প্রান্তিক চাষিরা কোনও সরকারি সাহায্য পাননি। এর আগে সামান্য কিছু পেয়েছিল। খুব বিপদে পড়েছে তাঁরা। অন্যদিকে, বীরঘই গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপির উপপ্রধান কনক বর্মন জানান, 'চাষিরা বিষয়টি আমাদের কাছে জানিয়েছেন। আমরা অবশ্যই আলোচনা করব।'

গঙ্গারামপুরে তিন মনীষীর মূর্তি বসানোর উদ্যোগ

গঙ্গারামপুর, ৯ ফেব্রুয়ারি : শহরবাসীর দীর্ঘদিনের দাবিকে মান্যতা দিয়ে অবশেষে গঙ্গারামপুর শহরে মনীষীদের তিনটি মূর্তি বসানোর উদ্যোগ গ্রহণ করল গঙ্গারামপুর পুরসভা। গঙ্গারামপুর রবীন্দ্র ভবনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মূর্তি বসতে চলেছে। সেই সঙ্গে গান্ধিজি ও বিআর আম্বেদকরের মূর্তি বসতে চলেছে।

গঙ্গারামপুরের পুরপ্রধান প্রশান্ত মিত্রের কথায়, 'গঙ্গারামপুর শহরে দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন মনীষীদের মূর্তি স্থাপনের দাবি ছিল। বিশেষত, রবীন্দ্র ভবনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মূর্তি বসানোর দাবি জোরালো হয়ে উঠছিল। পুর নাগরিকদের সেই দাবিকে মান্যতা দিয়ে রবীন্দ্র ভবনে রবীন্দ্রনাথের মূর্তি বসানো হবে। এর পাশাপাশি গান্ধিজি এবং বিআর আম্বেদকরের মূর্তি বসানো হবে। ইতিমধ্যে ভাস্কর্যের সঙ্গে কথা হয়ে গিয়েছে। আগামী রবীন্দ্র জয়ন্তীর আগেই রবীন্দ্রনাথের মূর্তি বসানো হবে।'

১৯৯৩ সালে গঙ্গারামপুর পুরসভা স্থাপিত হওয়ার পর শহরে সরকারি এবং বেসরকারি উদ্যোগে মোট তিনটি মূর্তি বসানো হয়েছে। তবে শহরের মূল কেন্দ্রগুলিতে কোনও মনীষীদের মূর্তি বসানো হয়নি। বিশেষত, গঙ্গারামপুর রবীন্দ্র ভবনে রবীন্দ্রনাথের মূর্তি স্থাপনের দাবি দীর্ঘদিন ধরে উঠছিল। এই প্রেক্ষিতে দাঁড়িয়ে পুরসভার এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন পুর নাগরিকেরা।

পুর নাগরিক অভিজিৎ সরকারের বক্তব্য, 'গঙ্গারামপুর ইতিহাসবিজড়িত শহর। তারপরেও এখানে তেমন কোনও মনীষীর মূর্তি নেই। পুরসভা যে এই বিষয়ে উদ্যোগী হয়েছে, তা জেনে আমরা খুশি।'

টেকনো ইন্ডিয়া পাবলিক স্কুলের ক্যাম্পাসের সূচনা

নতুন ভবনের সূচনার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের দৃশ্য। - সংবাদচিত্র

গঙ্গারামপুর, ৯ ফেব্রুয়ারি : জেলায় উন্নতমানের শিক্ষাব্যবস্থার লক্ষ্যে গঙ্গারামপুরে টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ অফ পাবলিক স্কুলের নতুন ক্যাম্পাসের পথচলা শুরু হল। রবিবার অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় গঙ্গারামপুর থানার নারইয়ে অবস্থিত স্কুল ক্যাম্পাসে। নারকেল ফাটিয়ে ও ফিতে কেটে নতুন স্কুল ভবনের সূচনা করেন ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র। এছাড়াও ক্যাম্পাস উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ অফ পাবলিক স্কুলের অন্যতম কর্মকর্তা চিকিৎসক রাজীব পান্ডে, চিকিৎসক প্রণবকুমার সাহা, নিরেশ পাল, ধীমান সরকার, সুশোভন দাস, সমাজকর্মী রাহুল আগরওয়াল প্রমুখ। গঙ্গারামপুর এলাকায় শিক্ষার মান বাড়াতেই এই স্কুল শুরু করা হয়েছে বলে জানানো হয়েছে। পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলোর উপরও বিশেষ নজর দেওয়া হবে বলে উদ্যোক্তাদের তরফ থেকে জানানো হয়েছে। রবিবার মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে গঙ্গারামপুরের নারইয়ে নতুন ক্যাম্পাসের সূচনা হল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পুকুরের পাশে জমছে প্রতিমা

রায়গঞ্জ, ৯ ফেব্রুয়ারি : জলদূষণ রুখতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পুকুরে হয়নি প্রতিমা বিসর্জন। গাছের তলায় মূর্তি রেখে দিয়েছেন বাসিন্দারা। প্রতি বছর বিশ্ববিদ্যালয়ের আশপাশের বাসিন্দারা দুর্গা প্রতিমার পাশাপাশি লক্ষ্মী ও সরস্বতী প্রতিমা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুকুরে বিসর্জন দিয়ে থাকেন। কিন্তু এবছর কর্তৃপক্ষের আবেদনে সাড়া দিয়ে কেউ কোনও সরস্বতী প্রতিমা পুকুরে বিসর্জন না দিয়ে পুকুরের ধারে রেখে দিয়েছেন।

ফলে এবার পুজোর পরেও পুকুরপাড়ে পড়ে রয়েছে ২০টি প্রতিমা। প্রতিমা বিসর্জনের জন্য পুকুর, জলাশয় ব্যবহারের কারণে জল দূষণের সমস্যা দেখা যায়। এই সমস্যা রুখতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি স্থানীয় বাসিন্দারাও এগিয়ে এসেছেন। স্থানীয় বাসিন্দা শুভাশিস ভট্টাচার্য বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের ও পলিটেকনিকের পুকুর দুটিতে প্রচুর পরিমাণে জলজ পাখি আসে। বহু মানুষ পুকুরের পাশ দিয়ে প্রাতর্ভ্রমণ করে। প্রতিমা সহ অন্য পুজোর জিনিস পুকুরে ফেললে জল দূষিত হয়, এতে আমাদের সমস্যা হবে। তাই কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মেনে কেউ এবার পুকুরে প্রতিমা বিসর্জন করিনি।'

রেজিস্ট্রার দুর্লভ সরকার বলেন, 'যারা প্রতিমা বিসর্জনের জন্য এনেছিলেন, সবাই গাছের তলায় রেখে দিয়েছেন।'

সাংসদের টাকায় শহরে উন্নয়ন

মালদা, ৯ ফেব্রুয়ারি : সাংসদ কোটার টাকায় শহরজুড়ে একগুচ্ছ উন্নয়নমূলক কাজের সূচনা। কোথাও ড্রেন, হাইমাস্ট টাওয়ার, রাস্তা ও স্কুলের উন্নয়নে কোটি টাকার কাজ হচ্ছে জোরকদমে। শনিবার এই খবর জানিয়েছেন কংগ্রেসের আইনজীবী সেলের সভাপতি মহিবর রহমান পিটু। তিনি বলেন, 'দক্ষিণ মালদার প্রাক্তন সাংসদ আবু হাসেম খান চৌধুরী ২০২৪ সালে মালদা শহরের একাধিক ওয়ার্ডের উন্নয়নমূলক কাজের জন্য ১ কোটিরও বেশি টাকা বরাদ্দ করেছিলেন।

এই কাজগুলো ২০২৫ সালে শুরু হয়েছে। ৩ নম্বর ওয়ার্ডে ড্রেনের জন্য বরাদ্দ হয়েছে ৫ লক্ষ টাকা, ৪ নম্বর ওয়ার্ডে ৭ লক্ষ টাকা, ১৪ নম্বর ওয়ার্ডে ১০ লক্ষ টাকা, ৭ নম্বর ওয়ার্ডে ৫ লক্ষ টাকা, ১৭ নম্বর ওয়ার্ডে দুটি বড় ড্রেনের জন্য ১২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছে। এছাড়া মালদা টাউন স্কুল ও গয়েশপুরে হাইমাস্ট টাওয়ারের কাজ হচ্ছে। আরও একাধিক ওয়ার্ডে পরের মাস থেকে কাজ শুরু হবে।'

রাজ্য অ্যাথলেটিক্সে রায়গঞ্জের দুই

রায়গঞ্জ, ৯ ফেব্রুয়ারি : বিদ্যালয়ভিত্তিক উত্তর দিনাজপুর জেলাস্তর বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় সাফল্য পাওয়ায়, রাজ্যস্তরে অংশ নেওয়ার সুযোগ পেল রায়গঞ্জের শিশুসদন হোমের দুই আদিবাসী আবাসিক। দেবীনগর গয়লাল রামহরি উচ্চ বিদ্যাপীঠের নবম শ্রেণির ছাত্র রাজেশ হেমরম ২০০ মিটার দৌড়ে প্রথম এবং দীর্ঘ লম্ফনে প্রথম হয়েছে।

অন্যদিকে, দেবীনগর মহারাজা জগদীশনাথ হাইস্কুলের সপ্তম শ্রেণির ছাত্র বিজয় সোরেন শটপাটে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। দুইজনেই দেবীনগরে সরকারি হোমের আবাসিক। হোম থেকে দুই আবাসিকের সাফল্য আসায় খুশি সকলে।

হোমের পরিচালন কমিটির সদস্য উত্তম মিত্র বলেন, 'দুইজন এবার রাজ্যস্তরে সুযোগ পাওয়ায় আমরা খুবই আনন্দিত। সারাবছর হোমের মাঠেই ওরা খেলাধুলো করে। আগামীতে যাতে আরও বেশি সংখ্যক আবাসিক এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় তাঁর চেষ্টা করব।'

পুরসভার উদ্যোগ

মালদা, ৯ ফেব্রুয়ারি : নদী দূষণ রোধে বিসর্জন না করে নদীর তীরে প্রতিমা রেখে চলে যাওয়ার খবর তুলে ধরেছিল উত্তরবঙ্গ সংবাদ। যদিও নির্দেশিকা অমান্য করে হাতেগোনা কয়েকজন নদীতে আবর্জনা ফেলে প্রতিমা বিসর্জন করেছিলেন। সেই খবর প্রকাশের পরেই নড়েচড়ে বসল ইংরেজবাজার পুরসভা। পুরসভার তরফে লোক নিয়োগ করে সমস্ত প্রতিমা, পুজোর সামগ্রী নদী ও ঘাট থেকে তুলে পরিষ্কার করা হয়।

জেলাস্তরের ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় পুরস্কার হাতে রাজেশ হেমরম ও বিজয় সোরেন (প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান)। - সংবাদচিত্র

কংগ্রেসের ধিক্কার মিছিল

রায়গঞ্জ, ৯ ফেব্রুয়ারি : পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির নির্দেশে রবিবার রায়গঞ্জ শহরে ধিক্কার মিছিল করল উত্তর দিনাজপুর জেলা কংগ্রেস কমিটি। গত ৫ ফেব্রুয়ারি আমেরিকায় অনুপ্রবেশকারী ভারতীয় নাগরিকদের হাতে হাতকড়ি ও পায়ে শৃঙ্খল পরিয়ে ফেরানোর প্রতিবাদে বিক্ষোভ ও পদযাত্রায় অংশ নেন কংগ্রেস কর্মীরা। এদিন জেলা কার্যালয় থেকে শুরু হয় মিছিল এবং শেষ হয় নেতাজি মূর্তির পাদদেশে। উপস্থিত ছিলেন জেলা কংগ্রেস সভাপতি মোহিত সেনগুপ্ত, জেলা সাধারণ সম্পাদক তিলকতীর্থ ভৌমিক, লিয়াকত আলি প্রমুখ। এই মিছিলে বর্তমান কেন্দ্র সরকারের বিদেশ নীতির কটাক্ষ হয়।

শিলিগুড়ি ও তেলতার ট্রেন ফিরে এল

রায়গঞ্জ, ৯ ফেব্রুয়ারি : রাধিকাপুর-শিলিগুড়ি ডেমু এবং রাধিকাপুর-তেলতা লিঙ্ক ট্রেন গত ১৪ ডিসেম্বর থেকে কুয়াশার কারণে বন্ধ করে রেখেছিল রেল দপ্তর। প্রায় দুই মাসের কাছাকাছি দুটি ট্রেন বন্ধ থাকার পর রবিবার থেকে পুরোপুরি যাত্রী পরিষেবা চালু হল। দুটি ট্রেন বন্ধ থাকায় খুবই সমস্যায় পড়েছিল কয়েক হাজার রেলযাত্রী। দুটি ট্রেনের পরিষেবা চালুর দাবিতে ১৮ জানুয়ারি উত্তর দিনাজপুর রেল উন্নয়ন মঞ্চের তরফে রায়গঞ্জ রেলস্টেশনের স্টেশনমাস্টারের মাধ্যমে কাটিহারের ডিআরএমকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। কিন্তু সেই ডেপুটেশন দেওয়ার ২৪ ঘণ্টা কাটতেই এনএফ রেলওয়ের কাটিহার ডিভিশন নতুন করে আবার ১০টি ট্রেন বাতিলের নির্দেশিকা দেয়। গত ৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত রাধিকাপুর-শিলিগুড়ি ডেমু, রাধিকাপুর-তেলতা ডেমু সহ একাধিক ট্রেন বাতিল করা হয়। রবিবার থেকে ট্রেন দুটি চালু হওয়ায় খুশি সাধারণ ট্রেনযাত্রীরা।

অ্যাফিডেভিট

I, Naba Kumar Das, S/o- Late Mukul Chandra Das, Vill- Islampur Beltali, P.O- Bangal bari, P.S- Hemtabad, Dist- Uttar Dinajpur. By mistake my name was Hasimuddin Ahammad on Adhar card, the mistake was corrected by affidavit on 05.02.25

M-112684

পড়ুয়াদের রান্নার কৌশল দেখে আপ্লুত শিক্ষা আধিকারিক

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ৯ ফেব্রুয়ারি : লোভনীয়। রীতিমতো জিভে জল আনা। যেদিকে চোখ যায় সেদিকেই নয় ফুচকা, নয়তো ডিমের ডেভিল। এছাড়া চপ, ঘুগনি, পকোড়া তো আছেই। সবটাই ছাত্রীদের নিজের হাতে বানানো। লাল প্যান্ডেলে ঘেরা বালুরঘাট খাদিমপুর গার্লস হাইস্কুলের খাদ্যমেলায় ম-ম করছে সুগন্ধ। কখনও টকজলে কাঁচালংকার ঝাঁঝ, তো কখনও লাল টুকটুকে ঘুগনির ঝোল। শুক্রবার মেলা দেখতে স্কুলে আসেন খোদ সমগ্র শিক্ষা মিশনের জেলা আধিকারিক বিমলকৃষ্ণ গায়েন ও একাধিক আধিকারিক। তাঁর মতে, 'আগামীতে রাজ্যস্তরের প্রতিযোগিতায় ওদের পাঠানো যেতে পারে।'

ওই খাদ্যমেলায় ১০০ জনেরও বেশি ছাত্রী অংশ নেয়। যেখানে ২২টি খাবারের স্টল রাখা ছিল। স্কুলের শিক্ষিকারা ছাত্রীদের সৃজনশীল প্রতিভাকে কুর্নিশ জানিয়েছেন। মূলত ছাত্রীদের হিসেব রাখা, স্বনির্ভরতার পাঠ দিতেই এমন আয়োজন, জানিয়েছে স্কুল কর্তৃপক্ষ। পাঠ্যক্রমের বাইরে এমন কিছুতে অংশ নিতে পেরে খুশি ছাত্রীরা।

> মেয়েদের হিসেব রাখার কৌশল, লাভের আনন্দ ও স্বনির্ভরতার পাঠ দিতেই এই আয়োজন। মেলার নাম 'আহারে বাহারে' ছাত্রীরাই দিয়েছে। সৃজনশীল ভাবনার উন্মেষ হবে এতে। তাদের বন্ধুরাও জানবে রান্না পুরুষ, মহিলা সকলেরই বেসিক স্কিল।
>
> সুলভা মণ্ডল
> ভারপ্রাপ্ত শিক্ষিকা

খাদিমপুর গার্লস হাইস্কুলে খাদ্যমেলা।- সংবাদচিত্র

নিজেই পকোড়া বানিয়ে মেলায় এসেছে ইশা বসাক নামে এক খুদে। তার উচ্ছ্বাস, 'সবাই বলেছে ভালো হয়েছে।' আরেক খুদে ছাত্রী সৃষ্টি সরকার ঘুগনি ও আলুর চপ নিয়ে এসেছে। তার বক্তব্য, 'বন্ধুরা এক হয়ে খাবারগুলি বানিয়েছি। বাড়িতে আগে এসব বানালেও এই প্রথম স্টল করে বসেছি। আগামীতে রাজ্যস্তরে গেলে সকলেই খুশি হব।'

একাদশ শ্রেণিতে পড়ে হেমা জয়সওয়াল। তাঁর কথায়, 'ডিমের ডেভিল ও ফুচকা তৈরি করেছি। ভয় লাগছিল। কেমন হবে ভেবে চিন্তিত ছিলাম। তবে খেয়ে সকলে ভালো বলেছে।' স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষিকা সুলভা মণ্ডলের মন্তব্য, 'মেয়েদের হিসেব রাখার কৌশল, লাভের আনন্দ ও স্বনির্ভরতার পাঠ দিতেই এই আয়োজন। মেলার নাম 'আহারে বাহারে' ছাত্রীরাই দিয়েছে। সৃজনশীল ভাবনার উন্মেষ হবে এতে। তাদের বন্ধুরাও জানবে রান্না পুরুষ, মহিলা সকলেরই বেসিক স্কিল।'

এমন অভিনব অনুষ্ঠানে এসে আপ্লুত সমগ্র শিক্ষা মিশনের জেলা আধিকারিক বিমলকৃষ্ণ গায়েন। তাঁর প্রশংসা, 'বাচ্চাদের মধ্যে ভীষণ উৎসাহ। স্কুলের শিক্ষিকাকে ৫ মিনিটের ভিডিও করে পাঠাতে বলেছি। আমরা উচ্চতর পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারি। এতে অন্য স্কুলগুলোকেও যুক্ত করা হবে।'

বাংলা বানান নিয়ে খুঁতখুঁতে?
ভুল বাক্যগঠন, ভুল ব্যাকরণ পীড়া দেয়?
তাহলে হয়তো আপনাকেই খুঁজছি আমরা

উত্তরবঙ্গ সংবাদ
প্রুফরিডার চাই

প্রুফরিডার চাইছে উত্তরবঙ্গ সংবাদ। বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় দখল থাকা আবশ্যিক। প্রুফরিডিংয়ে অভিজ্ঞতা থাকলে ভালো, না থাকলেও অসুবিধা নেই যদি থাকে ভাষা এবং বানান জ্ঞান আর নিজেকে যোগ্য করে তোলার আত্মবিশ্বাস।

যোগ্যতা : মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক (বা সমতুল্য বোর্ড) ফার্স্ট ডিভিশন, ন্যূনতম ৫৫ শতাংশ নিয়ে স্নাতক।

কর্মস্থল : মালদা।

আবেদনপত্র ই-মেল করুন ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫-এর মধ্যে
ubs.torchbearer@gmail.com

অগ্নিদগ্ধ হয়ে গৃহবধূর মৃত্যু

মালদা, ৯ ফেব্রুয়ারি : কাঠের উনুনে রান্না করতে গিয়ে অগ্নিদগ্ধ হয়েছিলেন গৃহবধূ। তিন সপ্তাহের বেশি সময় ধরে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়েও শেষরক্ষা হল না। মালদা মেডিকেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শনিবার মৃত্যু হল গৃহবধূর। মৃতদেহ ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। মৃত গৃহবধূর নাম রুবিকা মণ্ডল (৪২)। বাড়ি মোথাবাড়ির থানার অন্তর্গত বাঙিটোলা এলাকায়।

প্রয়াত নেত্রীর স্মরণে সভা

বালুরঘাট, ৯ ফেব্রুয়ারি : সিপিআইএমের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর প্রাক্তন সদস্য ও জেলা মহিলা আন্দোলনের সংগ্রামী নেত্রী সর্বাণী নিয়োগীর স্মৃতিতে স্মরণসভা আয়োজিত হল বালুরঘাটে। রবিবার নাট্যতীর্থ প্রেক্ষাগৃহে তাঁর স্মৃতিচারণায় শামিল হন সিপিএমের পাশাপাশি শরিক দলের একাধিক নেতৃত্ব। যেখানে উপস্থিত হন সারাভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যা সুপর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়, সিপিআইএম-এর রাজ্য কমিটির সদস্য ও মালদা জেলা পার্টির সম্পাদক অম্বর মিত্র প্রমুখ।

৬ লক্ষ টাকার শৌচাগার

কালিয়াগঞ্জ, ৯ ফেব্রুয়ারি : গ্রামীণ মানুষের সুবিধার্থে একটি কমিউনিটি শৌচাগার উদ্বোধন হল কালিয়াগঞ্জে। রবিবার সকালে ভাণ্ডার পঞ্চায়েতের পশ্চিম ভাণ্ডারে, অষ্টপ্রহর অনুষ্ঠিত মন্দির এলাকায় এই শৌচাগারের উদ্বোধন করেন কালিয়াগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হিরন্ময় সরকার। উপস্থিত ছিলেন এলাকার পঞ্চায়েত সমিতির তৃণমূল সদস্যা সোমদত্তা বর্মন, পিনাকী বর্মন, শচীন সিংহরায় প্রমুখ।

মেয়ের স্মৃতিতে সামগ্রী প্রদান

হরিশ্চন্দ্রপুর, ৯ ফেব্রুয়ারি : কিডনির অসুবিধাজনিত রোগের কারণে দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকার পর সম্প্রতি প্রয়াত হয়েছেন হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ব্লক এলাকার তুলসীহাটার বাসিন্দা জয়া গুপ্তা। এবারে জয়াদেবীর পরিবারের তরফে হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ব্লক গ্রামীণ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে দুঃস্থদের চিকিৎসার সুবিধার্থে বেশ কিছু চিকিৎসা সামগ্রী প্রদান করা হল।

ধৃত মদ্যপ

বৈষ্ণবনগর, ৯ ফেব্রুয়ারি : মদ্যপ অবস্থায় মারামারি করার অভিযোগে বৈষ্ণবনগর থানার পুলিশ একজনকে গ্রেপ্তার করেছে। শনিবার রাতে জাল্লাদিটোলার এক তরুণ মদ্যপ অবস্থায় পথচলতি মানুষজনকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি করছিল। স্থানীয় লোকজন প্রতিবাদ করলে ওই তরুণ প্রতিবাদীদের সঙ্গে মারামারিতে জড়িয়ে পড়ে। বৈষ্ণবনগর থানায় খবর দেওয়া হলে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে যায়। ধৃত ওই তরুণ মুর্শিদাবাদ জেলার সুতি থানার বাসিন্দা।

পথ অবরোধ

কালিয়াগঞ্জ, ৯ ফেব্রুয়ারি : শহরের প্রাণকেন্দ্র বিবেকানন্দ মোড় এলাকার রেল গুমটি সংলগ্ন এলাকায় পাকা রাস্তার বেহাল পরিস্থিতি। প্রায়শই দুর্ঘটনার কবলে পড়ছেন পথচলতি জনমানস থেকে যানবাহনও। দীর্ঘদিন ধরে পড়ে থাকলেও পুর প্রশাসনের নজর নেই রাস্তা সারাইয়ে। তাই, বেহাল রাস্তা দ্রুত মেরামতের দাবিতে প্রতীকী পথ অবরোধ কর্মসূচি পালন করল কালিয়াগঞ্জ বিজেপির শহর মণ্ডল কমিটি। রবিবার অবরোধের নেতৃত্ব দেন বিজেপির শহর মণ্ডল সভাপতি গৌরাঙ্গ দাস।

কনভেনশন

বালুরঘাট, ৯ ফেব্রুয়ারি : বিভিন্ন দাবিতে সারা ভারত কৃষক সভা, সিআইটিইউ, সারা ভারত কিষান খেতমজুর ইউনিয়ন ও পশ্চিমবঙ্গ বস্তি উন্নয়ন সমিতির যৌথ জেলা কনভেনশন হল বালুরঘাটের শ্রমিক কৃষক ভবনে। প্রতিবাদে অন্তত ৩০০ জন কর্মী নিয়ে কনভেনশন সংগঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন কৃষক নেতা অমিত সরকার, শ্রমিক নেতা গৌতম গোস্বামী প্রমুখ। কনভেনশন পরিচালনা করেন শ্রমিক নেতা প্রদীপ বসু। এদিন কনভেনশন শেষে বিক্ষোভ মিছিল বালুরঘাট শহর পরিক্রমা করে।

নিখোঁজ কিশোরী

বালুরঘাট, ৯ ফেব্রুয়ারি : বালুরঘাট শহরের ২১ নম্বর ওয়ার্ডের এক নাবালিকা কিশোরীর নিখোঁজের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। শনিবার রাত থেকে ১৭ বছর বয়সি ওই কিশোরীকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এদিন বালুরঘাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে তাঁর পরিবার।

রাঙা মাথায় চিরুনি ...

অন্য ভ্যালেন্টাইন্সের ছবি। রবিবার বালুরঘাটে ছবিটি তুলেছেন মাজিদুর সরদার।

গণহারে মোবাইল চুরি, ধৃত নাবালক চোর

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ৯ ফেব্রুয়ারি : রবিবারের সকাল। বাজারে গিয়ে ভিড়ের মধ্যে দরাদরি করে আয়েশ করে জিনিস কিনছিলেন জয়ন্ত কুণ্ডু। তারপরেই বাড়ি ফেরার পথে পকেটে হাত দিয়েই আঁতকে উঠেন। কারণ হাত দিয়েই টের পান, পকেটে রাখা মোবাইল ফোনটি গায়েব। দুশ্চিন্তায় বেজার মুখে বাড়ি ফিরে বাজার রেখেই বালুরঘাট থানায় গিয়ে মোবাইল হারাবার অভিযোগ জানান। কিন্তু সেখানে গিয়ে তিনি দেখতে পান, আরও বেশ কিছু বেজার মুখ থানায় বসে রয়েছে। সবার এক অভিযোগ, বাজার করতে গিয়ে খোয়া গিয়েছে মোবাইল।

জয়ন্তবাবু বুঝতে পারেন, কার্যত গণ মোবাইল চুরি অভিজানে বেরিয়েছিল চোরেরা। আর তিনি সেই অভিজানের একজন ভিক্টিম মাত্র।

এদিন বালুরঘাটের পাওয়ার হাউস বাজার থেকে মোবাইল গায়েবের ঘটনায় রহস্য ঘনিয়েছে। প্রতিক্ষেত্রেই মোবাইল খোয়া যাওয়ার বিষয় টেরই পাননি মালিকরা। এদিন ওই বাজার থেকে মোট ৪ জন তাঁদের মোবাইল হারানোর অভিযোগ জানাতে বালুরঘাট থানায় এসেছেন। অভিযোগকারীর সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে অনুমান

> এদিন আমার বাবা বাজার করতে পাওয়ার হাউস এলাকায় গিয়েছিলেন। হঠাৎ করে নজর করেন যে পকেটে মোবাইল নেই। ভেবেছিলাম কোথাও পড়ে গিয়েছে। অনেক খোঁজাখুঁজি করে মোবাইলটা না পেয়ে পরে বালুরঘাট থানায় এসেছিলাম মিসিং ডায়েরি করতে।
>
> **সঞ্জয় সাহা**
> বাসিন্দা, বালুরঘাট

পুলিশের। অভিযোগ পেতেই বালুরঘাট থানার পুলিশ বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে নিয়ে বাজার এলাকাগুলি সতর্ক করতে নামেন। পাশাপাশি, মোবাইল গায়েবের বিষয় তদন্ত করতে নামেন। শীঘ্রই মোবাইলগুলো উদ্ধার করা যাবে বলে বালুরঘাট থানার পুলিশ দাবি করেছে।

বেলতলা পার্কের বাসিন্দা সঞ্জয় সাহা বলেন, 'এদিন আমার বাবা বাজার করতে পাওয়ার হাউস এলাকায় গিয়েছিলেন। হঠাৎ করে নজর করেন যে পকেটে মোবাইল নেই। ভেবেছিলাম কোথাও পড়ে গিয়েছে। অনেক খোঁজাখুঁজি করে মোবাইলটা না পেয়ে পরে বালুরঘাট থানায় এসেছিলাম মিসিং ডায়েরি করতে। কিন্তু এখানে এসে দেখি আমার বাবার মতন অনেকের এভাবে মোবাইল খোয়া গিয়েছে। তখনই বুঝতে পারি যে মোবাইল চুরি গিয়েছে।' বালুরঘাট থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

রবিবার সকালে বালুরঘাট তহবাজারে মোবাইল চুরি করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়ে নাবালক চোর। বিষয়টি জানাজানি হতেই তাকে আটকে রেখে পুলিশে খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় বালুরঘাটার থানার পুলিশ। পরে পুলিশ ওই নাবালককে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে এসেছে। পুরো ঘটনা খতিয়ে দেখছে বালুরঘাট থানার পুলিশ।

মণিপুরে নাটকীয়ভাবে ইস্তফা বীরেনের

প্রথম পাতার পর

তিনি লিখেছেন, 'মণিপুরবাসীর জন্য কাজ করতে পারা সম্মানের। পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী দায়িত্ব গ্রহণ না করা পর্যন্ত তাঁকেই কাজ চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন রাজ্যপাল।'

বীরেন সিংয়ের ইস্তফাকে গুরুত্ব দিতে রাজি হয়নি কংগ্রেস। দলের তরফে জানানো হয়েছে, মণিপুরবাসীর আস্থা অর্জনে ব্যর্থ বীরেন সিং। সেখানে মুখ্যমন্ত্রী বদলে শান্তি ফিরিয়ে আনা কঠিন। মণিপুরে রাষ্ট্রপতি শাসনের দাবি জানিয়েছে কংগ্রেস। দলের নেতা জয়রাম রমেশ এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'হাওয়া বুঝে মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী সবে মাত্র পদত্যাগ করেছেন। ২০২৩ সালের গোড়ার দিকে যখন মণিপুর অগ্নিগর্ভ হয়, তখন থেকেই কংগ্রেস এই দাবি করে আসছে।'

৩১ ডিসেম্বর মণিপুরে চলতে থাকা হিংসা নিয়ে রাজ্যবাসীর কাছে ক্ষমা চেয়েছিলেন বীরেন সিং। তিনি বলেছিলেন, 'গোটা বছরটা খুব খারাপ কাটল। এখানে যা ঘটছে তার জন্য মণিপুরবাসীর কাছে ক্ষমা চাইছি। আমার অনুশোচনা হচ্ছে। আমি ক্ষমা চাইছি। আমার বিশ্বাস ২০২৫-এ রাজ্যে শান্তি ফিরে আসবে।' বীরেন সিং ইস্তফা দিলেও রাজ্যে শান্তি ফেরার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে বিধানসভার স্পিকার সত্যব্রত সিং এবং রাজ্যের পঞ্চায়েতিরাজ মন্ত্রী খেমচাঁদ সিংয়ের নাম নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে।

পুরোনো গাছ শুকিয়ে যাচ্ছে

প্রথম পাতার পর

শুকিয়ে যাওয়ায় তাদের অস্তিত্ব এখন বিপন্ন। উল্লেখ্য, এই প্রজাতির পাখি বন্যপ্রাণ আইনের শিডিউল ফোর অন্তর্ভুক্ত। এরা বিলুপ্তপ্রায় নয়। তবে এদের খুব বেশী সংখ্যায় দেখতে পাওয়া যায়, এমনটাও নয়। এদের শিকার করা বা কোনওরকম বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার করা আইনত দণ্ডনীয়।

এলাকার বাসিন্দা অতুলচন্দ্র সরকার ও পক্ষীপ্রেমী সৌমেন বক্সীর মতে, 'আগে সকাল-সন্ধ্যা টিয়া পাখির কলরব শোনা যেত। এখন মেলে না। গাছগুলি তো মরার পথে, পাখিরা আর কোথায় আসবে। আগে অনেক সময় পাখিদের একে অপরের কাছে আসা, ঠোঁটে ঠোঁট রাখা, খাবার খাইয়ে দেওয়ার মতন অন্তরঙ্গ ভালোবাসার দৃশ্য আমরা দেখতে পেতাম। গাছগুলি ভেঙে পড়লে সেদৃশ্য স্মৃতি হয়ে থেকে যাবে। বহু গাছ লাগিয়ে পাখি সংরক্ষণের উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন।'

তবে এই বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বন বিভাগের মালদা রেঞ্জের বিট অফিসার, প্রদীপ গোস্বামী। তাঁর বক্তব্য, 'আমরা গাছগুলি শুকিয়ে যাওয়ার কারণ অনুসন্ধান করব। তবে গাছ শুকিয়ে গেলে পাখিরা নিজেরাই অন্য গাছে কোটর বানিয়ে থাকে। ওরা যাতে টিকে থাকতে পারে, সে বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা হবে।'

বিদ্যুৎ চুরিতে গ্রেপ্তার ১

বৈষ্ণবনগর, ৯ ফেব্রুয়ারি : বিদ্যুতের তার চুরির মামলায় একজনকে গ্রেপ্তার করল বৈষ্ণবনগর থানার পুলিশ। ধৃতের নাম রকি মণ্ডল। তাকে রবিবার বৈষ্ণবনগর থানার লোকো কলোনি এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

২০২৪ সালের ১২ নভেম্বর বিদ্যুৎ দপ্তরে তার চুরির লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। বৈষ্ণবনগর থানায় লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে বৈষ্ণবনগর পুলিশ মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করে। বিদ্যুতের তার চুরির ঘটনায় যুক্ত থাকায় গ্রেপ্তার করে একজনকে। সে দীর্ঘদিন ধরে পলাতক ছিল।

প্রেমের টানে ব্রাজিল পাড়ি

প্রথম পাতার পর

দিকে। সজলের ভালোবাসার টানে ২০১৬ সালের মার্চ মাসে ব্রাজিল থেকে আলিপুরদুয়ারে এসেছিলেন লুডমিলা। এই ঘটনা তখনকার দিনে সেই প্রত্যন্ত এলাকায় ব্যাপক সাড়া ফেলে দিয়েছিল। পাড়ার ছেলের বিদেশি প্রেমিকাকে দেখতে রীতিমতো ভিড় জমে গিয়েছিল। লোকজনের ভিড়ে তো মেলা বসে যাওয়ার জোগাড়। তারপর হিন্দু মতে বিয়ে হয় দুজনের। দেড় বছর দুজন আলিপুরদুয়ারেই থাকেন। তারপর ব্রাজিলে পাড়ি দেন।

এখন সেদেশের কানা ডোস কার্জাস শহরে থাকেন সজল ও লুডমিলা। তাদের একটি কন্যাসন্তানও হয়েছে। সজলের মেয়ের নাম রানি মারিয়া। প্রথমে ব্রাজিলে গিয়ে কয়েকদিন শ্বশুরবাড়িতে থাকার পর কয়েক বছর ভাড়াবাড়িতে ছিলেন দুজন। তবে গত বছর একটি ছোট বাড়ি কিনেছেন তাঁরা।

ব্রাজিলে গিয়ে ইলেক্ট্রিশিয়ানের কাজ শুরু করে উপার্জনের রাস্তা বের করে ফেলেছেন আলিপুরদুয়ারের তরুণ। অন্য দেশে সংসার পেতে কেমন লাগছে? জানতে চাইলে সজলের মুখে শোনা গেল ভালোবাসার কথাই। বললেন, 'লুডমিলা আমাকে বিশ্বাস করে এতদূর এসেছে। তাই আমিও ওকে বিশ্বাস করে ওর সঙ্গে ব্রাজিলে চলে আসি। একে অপরের প্রতি ভালোবাসার জোরে বিভিন্ন বাধা অতিক্রম করে সংসার করছি।'

গ্রামের ছেলে ব্রাজিলে গিয়ে সংসার করছে। এলাকায় তাঁকে নিয়ে চর্চা তো হবেই। তাঁর প্রতিবেশী এবং ছোটবেলার বন্ধু কৃষ্ণ দাস বলছিলেন, 'আমাদের ক্রিকেট টিমের বোলার এবং ফুটবল টিমের গোলকিপার সজল এখন ফুটবলের দেশ ব্রাজিলে। সেখানেই সে তার প্রিয়তমাকে খুঁজে পেয়েছে। আমাদের গোলকিপার এখন প্রেমের গোল খেয়ে সংসার সামলাচ্ছে।'

এখনও গ্রামের বন্ধুদের সঙ্গে সজলের যোগাযোগ রয়েছে। কালেভদ্রে কথাও হয়। কথা হয় মায়ের সঙ্গেও। গ্রামের বাড়িতে সজলের মা একাই থাকেন। একবুক ভালোবাসা নিয়ে ছেলের জন্য অপেক্ষা করেন। কবে সে দেশে আসবে। প্রায় প্রতিদিনই মোবাইলে কথা হয়। তবে ছেলেকে চোখের দেখা দেখতে চান প্রমীলা রায়। তাঁর কথায়, 'ছেলে যখন প্রথমে ওখানে যায় তখন খুব দুশ্চিন্তা হত। এত দূরে ও চলে গেল। মোবাইলে ফোন করে, ভিডিও কল করে। তবে ছেলেকে সামনে থেকে দেখতে পাই না। বাড়ি আসতে বলি। কবে আসবে জানি না।'

সজলও বাড়ি ফিরতে চান। তবে অত দূর থেকে যাতায়াতের খরচ অনেক। 'বিদেশে সংসার চালাতেই তো অনেক খরচ। দেখি কবে টাকা জমিয়ে বাড়ি যেতে পারি।' মাটির প্রতি ভালোবাসায় ফোনের ওপার থেকেই গলার স্বর ভেঙে ভেঙে যায় তপসিখাতার তরুণের।

অপহরণে ব্যবহৃত আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার

বুনিয়াদপুর, ৯ ফেব্রুয়ারি : অপহরণে ব্যবহৃত আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করল বংশীহারী থানার পুলিশ। অপহরণকারী হামিদুর রহমানকে হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের পরই সেই অস্ত্রের কথা পুলিশ জানতে পারে। রবিবার দুপুরে তাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হয় গঙ্গারামপুরের হাঁপুনিয়ায়। সেখানেই বাড়ির কাছে গোপন ডেরা থেকে অস্ত্রটি বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ।

বংশীহারী থানার আইসি অসীম গোপ জানিয়েছেন,'হেপাজতে থাকা অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদে আগ্নেয়াস্ত্রের সন্ধান পাই। আজকে তার গোপন ডেরা থেকে তা উদ্ধার করা হয়েছে।'

সম্প্রতি বংশীহারীর সাহানন্দ এলাকা থেকে এক কিশোরকে অপহরণ করে ১৫ লক্ষ টাকা মুক্তিপণ দাবি করে কয়েকজন। থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হলে পুলিশ অপহরণকারী হাঁপুনিয়ার হামিদুর রহমানকে গ্রেপ্তার করে। আদালতে পেশ করার পর ধৃতকে পুলিশি হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই অস্ত্রটির সন্ধান মেলে।

বিবাদের জেরে অন্তঃসত্ত্বাকে মার

বালুরঘাট, ৯ ফেব্রুয়ারি : পারিবারিক বিবাদের জেরে অন্তঃসত্ত্বা জা ও শাশুড়িকে বেধড়ক পেটানোর অভিযোগ উঠল এক গৃহবধূর বিরুদ্ধে। বালুরঘাটের রঘুনাথপুর এলাকায় মামণি হালদার নামে এক গৃহবধূ বালুরঘাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। তিনি বলেন, 'বালুরঘাট ব্লকের হরিগ্রামে তাঁর মেয়ে প্রিয়াংকা হালদারের বিয়ে হয়েছে। বিয়ের পর থেকেই নানা কারণে তাঁর জা জয়ীতা ঘোষ বিবাদে জড়ান। রবিবার সকালে তেমনই এক বিবাদের জেরে প্রথমে তাঁর শাশুড়িকে বেধড়ক মারধর শুরু করে জয়ীতা। তাঁকে বাঁচাতে গেলে আমার মেয়ে সাত মাসের অন্তঃসত্ত্বা প্রিয়াংকাকেও মারধর করা হয়।' প্রিয়াংকা ও তাঁর শাশুড়ি দুজনেই বর্তমানে বালুরঘাট হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। বালুরঘাট থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

রাজনীতি থেকে অবসর

কুশমণ্ডি, ৯ ফেব্রুয়ারি : আরএসপি থেকে অবসর নিলেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা কমিটির সদস্য ও দেউল গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন সদস্য নবকুমার সরকার। তাঁর সঙ্গে দলের আরও ৮০ জন সদস্য অবসর নিয়েছেন বলে দাবি নবকুমারবাবুর। দলের মধ্যে থাকলেও সাধারণ মানুষের জন্য কোনও কাজ করতে পারছেন না বলেই এই অবসর বলে তাঁর দাবি।

প্রবীণ এই বাম নেতা বলেন, 'সম্প্রতি আমার নিজের স্কুলে প্রধান শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে মানসিক অবসাদের মধ্যে রয়েছি। আরএসপি ছাড়লেও আমি অন্য কোনও দলে যোগ দিচ্ছি না। আমার স্ত্রী দেউল পঞ্চায়েতের বর্তমান সদস্য রয়েছেন। তিনি নিজের মতো করে কাজ করবেন।'

দেশি মদ সহ গ্রেপ্তার ১

কালিয়াগঞ্জ, ৯ ফেব্রুয়ারি : গোপন সূত্রে খবর পেয়ে দেশি মদ সহ এক দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করল কালিয়াগঞ্জ থানার পুলিশ। কালিয়াগঞ্জ থানার আইসি দেবব্রত মুখোপাধ্যায় জানালেন, 'রবিবার সকালে ধনকৈল এলাকার একটি পেট্রোল পাম্প সংলগ্ন এলাকা থেকে ফতেপুরের বাসিন্দা প্রেমানন্দ বর্মনকে ১০ লিটার দেশি মদ সহ গ্রেপ্তার করা হয়েছে।'

বেতন বৃদ্ধির দাবি

বালুরঘাট, ৯ ফেব্রুয়ারি : সারা বাংলা শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমিতির সপ্তম দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সম্মেলন আয়োজিত হল বালুরঘাটে। রবিবার রঘুনাথপুর উচ্চবিদ্যালয়ে এই সম্মেলনে উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সমিতির রাজ্য সম্পাদক অমল নায়েক। অশিক্ষক কর্মচারীদের পদোন্নতি, পার্শ্বশিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি, কম্পোজিট গ্র্যান্ট পুনরায় চালু ও বৃদ্ধি করা সহ একাধিক দাবি নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

প্রতিষ্ঠা দিবস

কালিয়াগঞ্জ, ৯ ফেব্রুয়ারি : নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির ৯১তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হল কালিয়াগঞ্জে। রবিবার সকালে শহরের হাসপাতাল মোড় সংলগ্ন রায় কলোনিতে সমিতির কার্যালয়ে এই প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপিত হয়। নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির পতাকা উত্তোলনের পর প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের নেতৃত্ব কৌশিক তালুকদার, অয়ন দত্ত প্রমুখ।

শব্দের দাপটে অস্তিত্বের সংকটে বন্যপ্রাণ

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ৯ ফেব্রুয়ারি : প্রতি বছর শীতের মরশুমে মালদা জেলার গঙ্গাবক্ষে ভিড় জমায় হাজার হাজার পরিযায়ী পাখি। চলতি বছরেও নানা প্রজাতির বিপুল পরিমাণের হাঁসের দল ভিড় জমিয়েছে পঞ্চানন্দপুরের গঙ্গাবক্ষে। ইতিমধ্যে এলাকাটিকে ইম্পরট্যান্ট বার্ড এরিয়া অর্থাৎ আইবিএ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। অথচ সেই চরেই সাউন্ড বক্স ডিজে বাজিয়ে দেদার পিকনিক চলছে। ঘটনায় রীতিমতো ক্ষুব্ধ জেলার পাখিপ্রেমীরা। অথচ এই প্রবণতা আটকাতে কোনও হেলদোল নেই জেলার বনকর্তাদের।

গঙ্গার চরে ডিজে বাজিয়ে পিকনিক। - সংবাদচিত্র

রবিবার মালদা শহর থেকে পঞ্চানন্দপুরে পাখির ছবি তুলতে গিয়েছিলেন বেশ কয়েকজন ওয়াইল্ড লাইফ ফোটোগ্রাফার। কিন্তু, সংরক্ষিত এলাকার চরে উচ্চস্বরে সাউন্ড বক্স বাজিয়ে উদ্দাম নৃত্য সহকারে পিকনিক করতে দেখে তাঁদের চক্ষু চড়কগাছ। এক ওয়াইল্ড লাইফ ফোটোগ্রাফার তাপস কুণ্ডুর অভিযোগ, 'এভাবে কোনও সংরক্ষিত এলাকায় সাউন্ড বক্স বাজিয়ে পিকনিক করা যায় না। বুঝতে পারছি না বন দপ্তর কি করছে। অবিলম্বে এই সংরক্ষিত এলাকায় এভাবে পিকনিকের উপরে নিষেধাজ্ঞা জারি করা দরকার। না হলে আগামীতে পরিযায়ী পাখিরা আসা বন্ধ করে দেবে।'

আইনজীবী তথা পাখিপ্রেমী কৃষ্ণগোপাল দাসের দাবি, 'সংরক্ষিত এলাকায় এভাবে সাউন্ড বক্স বাজিয়ে পিকনিক করা আইনত দণ্ডনীয়। কঠোর শাস্তি হওয়া দরকার। বন দপ্তর কেন চরগুলিতে পিকনিকের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে বোর্ড লাগাচ্ছে না।' ওয়াইল্ড লাইফ ফোটোগ্রাফার গৌতম দাসের দাবি, 'পঞ্চানন্দপুর পাখিপ্রেমীদের কাছে স্বর্গরাজ্য। বার-হেডেড গুজ, গ্রেল্যাগ গুজের মতো বিদেশি হাঁসের দল এসেছে। এই এলাকাটি উত্তরবঙ্গের গজলডোবার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। অথচ এই আইবিএ বাঁচাতে বন দপ্তরের কোনও উদ্যোগ নেই। অবিলম্বে গঙ্গার চরে পিকনিক বন্ধ করা উচিত।'

উল্লেখ্য, এই এলাকাটি যেমন পাখিদের স্বর্গরাজ্য, তেমনই এলাকায় দেখা যায় গ্যাঞ্জেটিক ডলফিন অর্থাৎ শুশুক। দেখা যায় স্মুদ কোটেট অটার। যা ভোঁদর নামে পরিচিত। ইতিমধ্যে এই এলাকাটিকে শুশুকের জন্য সংরক্ষিত এলাকা হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। তাই এলাকাটিকে এবার ভোঁদরদের জন্য সংরক্ষিত এলাকা হিসেবে ঘোষণা করার দাবি তোলা হয়েছে। ওয়াইল্ড লাইফ ফোটোগ্রাফার সুহাশিস চক্রবর্তীর দাবি, 'পাখি, শুশুক ও ভোঁদরের এক আশ্চর্য সহাবস্থান রয়েছে পঞ্চানন্দপুরে। অথচ এই এলাকাটিতেই শব্দ দানবের তাণ্ডব। যা বিপদ ডেকে নিয়ে আসছে।'

যদিও এলাকার রেঞ্জার সরস্বতী মণ্ডলের দাবি, 'এভাবে সাউণ্ড বক্স বাজিয়ে পিকনিক করা রুখতে আমরা সর্বতভাবে চেষ্টা করছি। আগের চাইতে অনেকটাই কমেছে। রবিবার আমরা সারাদিন এলাকায় টহল দিয়েছি। কিন্তু পিকনিকের কোনও ঘটনা নজরে আসেনি।'

আত্রেয়ী খাঁড়ির বাঁধ নির্মাণের কাজ শুরু

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ৯ ফেব্রুয়ারি : বাসিন্দাদের বন্যার হাত থেকে বাঁচাতে বালুরঘাটে আত্রেয়ী খাঁড়ির বাঁধ নির্মাণের কাজ শুরু হল শনিবার। প্রায় ১ কোটি ২৩ লক্ষ টাকার অর্থবরাদ্দে ১১ নম্বর ওয়ার্ডে এই কাজের সূচনালগ্নে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র, জেলা শাসক বীজিন কৃষ্ণা, বালুরঘাটের পুরপ্রধান অশোক মিত্র, স্থানীয় কাউন্সিলার তথা এমসিআইসি বিপুলকান্তি ঘোষ, সেচ দপ্তরের আধিকারিক অঙ্কুর মিশ্র প্রমুখ। বালুরঘাট পুরসভা ও সেচ দপ্তরের উদ্যোগে এই কাজ শুরু হল। আগামী ৯০ দিনের মধ্যে এই বাঁধের কাজ সম্পূর্ণ হবে বলেই আশ্বাস। আগামীদিনে এই খাঁড়িকে ঘিরে পর্যটন শিল্পের কথা তুলে ধরেন মন্ত্রী।

বালুরঘাটে আত্রেয়ী খাঁড়ি। (ইনসেটে) উদ্বোধনে মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র। রবিবার ছবিটি তুলেছেন মাজিদুর সরদার।

একে গোপালন কলোনির পাশ দিয়েই বয়ে গিয়েছে আত্রেয়ী খাঁড়ি। বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হলেই এই খাঁড়ির জল ফুলেফেঁপে ওঠে। আর তাতেই কলোনির একাধিক বাড়ি জলের তোড়ে ভেঙে পড়ে। অনেকেই ঘরছাড়া হয়ে পড়েন। নদীর জল উর্ধ্বমুখী হলেই খাঁড়ির জল বাড়তে থাকে। কারণ নদীর সঙ্গে এই খাঁড়ি সরাসরি যুক্ত। নদীর অতিরিক্ত জল এই খাঁড়ির মধ্যে দিয়ে বইতে শুরু করে। বিষয়টি বুঝে রাজ্যের কাছে খাঁড়ির পাশে বাঁধ তৈরির আবেদন জানানো হয়। অবশেষে কলোনির দক্ষিণপাড় বরাবর মোটরকালী ব্রিজ পর্যন্ত প্রায় ৫৫০ মিটার বাঁধ নির্মাণের কাজ শুরু হল।

ভিত্তিপ্রস্তরের ফলক উন্মোচন করে মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র জানান, 'মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বাসিন্দাদের দুর্দশা নিয়ে কথা বলেছিলাম। পুরসভা এটা নিয়ে লেগেছিল। জেলা শাসক দ্রুততার সঙ্গে প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন। অনুমোদন আসার পরে কাজ শুরু হল। খাঁড়িকে নিয়ে বড়মাপের প্রকল্পের ভাবনা রয়েছে। তাহলে পুরো শহরের চেহারা পালটে যাবে। পর্যটন শিল্প গড়ে উঠতে পারে।' পুরপ্রধান অশোক মিত্রের কথায়, 'বাসিন্দাদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল এই বাঁধ। মুখ্যমন্ত্রী ও সেচ দপ্তরের মন্ত্রী মানস ভুঁইয়া সমস্যাটি বুঝেছেন। জেলার ভূমিপুত্র মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র ও জেলা শাসকের সঙ্গে এই প্রকল্প নিয়ে লেগেছিলাম। আগামীদিনে এই খাঁড়ি সংস্কার, সৌন্দর্যায়নের মাধ্যমে বোটিং ও ফিশিং চালু করা যেতে পারে।'

জেলা শাসকের হস্তক্ষেপে জমি পুনরুদ্ধার

রায়গঞ্জ, ৯ ফেব্রুয়ারি : জাল দলিল দেখিয়ে জমি হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগে তপ্ত কান্তোর। জমির মালিকের অনেকদিন আগেই মৃত্যু হয়েছে। তার পরিবারের সদস্যরা বহু জায়গায় তদ্বির করেন। সদুত্তর না পাওয়ায় জেলা শাসকের দ্বারস্থ হলে তিনি হস্তক্ষেপ করেন। জমির প্রকৃত মালিকের নামে নথিভুক্ত করা হয়।

যে জমি হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে তার মালিক অসিমুদ্দিন। কান্তোর মৌজার (জে এল নং ৮২) নম্বর ৪৯০-এর ৯৫ শতক জমির মধ্যে ২৫ শতক জমি তাঁর। অনেকদিন আগে মৃত্যু হয়েছে অসিমুদ্দিনের। তাঁর একমাত্র ছেলে হাবিবুর রহমানও গত হয়েছে। তাদের ২৫ শতক জমি এলাকার তিনজন ভুয়ো দলিল দেখিয়ে তাদের নামে নথিভুক্ত করে। ২০২০ সালে জমির রেকর্ড পরিবর্তনের জন্য তাঁরা ভূমি কর্তার কাছে আবেদন করলে জমি তাদের নামে রেকর্ড হয়ে যায়। এদিকে অসিমুদ্দিনের পরিবার দাবি জানায়, তাদের জমি রায়গঞ্জ ব্লকের জমির দলিল দেখিয়ে রেকর্ড করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে অসিমুদ্দিনের আত্মীয় আশরাফুল আলি বলেন, 'কান্তোর গ্রামের বাসিন্দা ভুয়ো দলিল দেখিয়ে এই কাজ করেছে। আমরা বহু জায়গায় তদ্বির করি। কিন্তু রেকর্ড পরিবর্তন করা হচ্ছিল না। অবশেষে জেলা শাসক সুরেন্দ্রকুমার মীনাকে ই মেইল করে অভিযোগ জানালে হেমতাবাদের ভূমিকর্তা অসিমুদ্দিনের নামে রেকর্ড করে দিয়েছেন।' যদিও ভূমিকর্তা প্রীতম সাহার কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

তিস্তার ভাগ নিয়ে চড়া

প্রথম পাতার পর

ধানমন্ডিতে মুজিবের বাসভবনে ভাঙচুরের সময় তার পাশে নির্মীয়মাণ একটি ভবনে জলমগ্ন বেসমেন্টের খোঁজ পাওয়া গিয়েছিল। তাতে রহস্য জন্মেছিল সেখানেই নাকি কুখ্যাত 'আয়নাঘর' রয়েছে। কিন্তু রবিবার দমকল বাহিনী ওই বেসমেন্ট থেকে জল ছাড়া আর কিছুই খুঁজে পায়নি। সকাল দশটা নাগাদ দমকল বাহিনী পৌঁছোয় ধানমন্ডি ৩২-এ। পাম্পের সাহায্যে ভবনটির নীচ থেকে জমা জল বের করা হয়। সারাদিন ধরে জল বের করার পর আর কিছুই খুঁজে পাননি দমকলকর্মীরা। এদিনও খণ্ডহরে পরিণত হওয়া মুজিবের বাড়ি থেকে ইট, রড এবং অন্যান্য সামগ্রী খুলে নিয়ে যাওয়ার ছবি দেখা যায়। এদিকে বাংলাদেশ জুড়ে যে অপারেশন ডেভিল হান্ট শুরু হয়েছে তাতে এখনও পর্যন্ত ১৩০৮ জন গ্রেপ্তার করেছে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। রবিবার পুলিশের সদরদপ্তর থেকে জানানো হয়েছে, মহানগর এলাকায় ২৭৪ জন এবং রেঞ্জে ১০৩৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গাজিপুরে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কর্মীদের ওপর হামলার ঘটনায় সারাদেশে অপারেশন ডেভিল হান্ট শুরু করেছে সেনা, পুলিশ ও র‍্যাব। শেখ হাসিনার দল আওয়ামি লিগ ইউনূস সরকারের এই পদক্ষেপকে ১৯৭১ সালে তৎকালীন পাক রাষ্ট্রপ্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খানের অপারেশন সার্চলাইটের সঙ্গে তুলনা করেছে।

এদিকে বাংলাদেশে বিপ্লবী ছাত্রদের কর্মকাণ্ড নিয়ে অভিনেত্রী আজমেরি হক বাঁধনকে বিঁধেছেন নির্বাসিত বাংলাদেশি লেখিকা তসলিমা নাসরিন। তাঁর খোঁচা, 'যে অভিনেত্রী দেশ সংস্কারের দাবি তুলেছিলেন নতুন রাষ্ট্রে তিনি কী কী সংস্কার করেছেন?'

রাস্তার কাজের সূচনা

নিউজ ব্যুরো

৯ ফেব্রুয়ারি : বৈষ্ণবনগর বিধানসভার ভগবানপুর পঞ্চায়েতের শেখপাড়া এলাকায় একটি কালভার্ট ও ঢালাই রাস্তার কাজের সূচনা হল রবিবার। প্রস্তাবিত এই কাজের জন্য উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর থেকে বরাদ্দ ১ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। শিলান্যাস করেন বৈষ্ণবনগর বিধানসভার বিধায়ক চন্দনা সরকার।

ওয়ার্ডবাসীর দাবিকে মান্যতা দিয়ে রবিবার ১ নম্বর ওয়ার্ডের তারণচন্দ্র স্কুলপাড়ায় রাস্তার কাজ শুরু করল পুরসভা। প্রায় ২৭ লক্ষ টাকা অর্থ বরাদ্দে বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ হবে বলে জানান বালুরঘাটের পুরপ্রধান অশোক মিত্র। ওই এলাকার স্কুলের পাশে মাঠে বসার জায়গা থেকে শুরু করে একাধিক কাজ হবে। ইতিমধ্যেই এলাকায় টিউবলাইট পোল বসিয়ে আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

পথশ্রী প্রকল্পের অধীনে হরিশ্চন্দ্রপুর-১ নম্বর ব্লকের রশিদাবাদ পঞ্চায়েতের রামশিমুলে তৈরি হবে রাস্তা। রাস্তা শুরু হবে মুনেমের চায়ের দোকান থেকে, শেষ হবে সাগরের বাড়ি পর্যন্ত। দৈর্ঘ্য ১৯০ মিটার। এর জন্য খরচ হবে আট লক্ষ টাকা। রবিবার এই কাজের শিলান্যাস করলেন হরিশ্চন্দ্রপুর -১ নম্বর ব্লকের বিডিও সৌমেন মণ্ডল।

সাংগঠনিক বৈঠক

বালুরঘাট, ৯ ফেব্রুয়ারি : আগামী '২৬-এর বিধানসভাকে পাখির চোখ করে সাংগঠনিক বৈঠক করল তৃণমূলের এসটি সেলের বালুরঘাট ব্লক কমিটি। কামারপাড়া এলাকার দলীয় কার্যালয়ে আগামীদিনের কর্মসূচি ঠিক করতে এই অভ্যন্তরীণ বৈঠক হয়েছে।

ফুটবলারদের খেলায় ক্ষোভ কোচ ব্রুজোঁর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ ফেব্রুয়ারি : অন্য দিন ড্র বা হারের পরেও তাঁর কথাবার্তা বা শরীরী ভাষায় একটা সদর্থক ইঙ্গিত থাকে। কিন্তু শনিবার রাতে চেন্নাইয়ান এফসি ম্যাচের পর রীতিমতো বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ দেখায় অস্কার ব্রুজোঁকে।

কেরালা ব্লাস্টার্স ম্যাচে জয়ের পর মুম্বইতে গিয়ে ড্র ম্যাচেও যথেষ্ট দাপটে খেলে ইস্টবেঙ্গল। তাই শেষ পাঁচ-ছয় ম্যাচ যখন আশার তখনই ঘরের মাঠে অসহায় আত্মসমর্পণ লাল-হলুদ বাহিনীর। চেন্নাইয়ান এফসি-র কাছে ০-৩ গোলে হারই শুধু নয়, ফুটবলারদের মধ্যে দায়বদ্ধতার অভাবও লক্ষ করা গিয়েছে। বিশেষকরে চোট-আঘাত কাটিয়ে চেন্নাইয়ানের বিপক্ষেই প্রথমবার প্রায় পুরো দল পেয়েছিলেন ব্রুজোঁ। কিন্তু দেখা গেল, সাউল ক্রেসপো-আনোয়ার আলিরা রিহ্যাবের পরও খেলার মতো মানসিকতায় ফিরতে পারেননি। পুরো ম্যাচে ক্রেসপো-দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোসরা যেন ঘুরে বেড়াতেই নেমেছিলেন। সারা ম্যাচে ইস্টবেঙ্গলের সিটার বলতে কিছুই নেই। চেন্নাইয়ানও মাত্র চারটি সুযোগ পেলেও তার তিনটি কাজে লাগায়। ২১ মিনিটের মধ্যে দুই গোল খেয়ে ছন্দ হারিয়ে ফেলা ইস্টবেঙ্গল আর খেলায় ফিরতেই পারেনি। মাঝমাঠ থেকে বল সরবরাহও হয়নি গোটা ম্যাচে। লাল-হলুদ কোচ অবশ্য ক্রেসপোর ব্যর্থতার কথা মানতে চাননি। এই হার প্রসঙ্গে অস্কারের মন্তব্য, 'আমরা জাগতে দেরি করে ফেলি। দ্বিতীয়ার্ধে ভালো খেলার চেষ্টা করছি। সুযোগও তৈরি হয়েছে। দুই গোলে এগিয়ে যাওয়ার পর চেন্নাইয়ানের নিজেদের অর্ধে বল ধরে রাখার প্রবণতা বেড়ে যায়। আমাদের কোনও জায়গাই দিচ্ছিল না ওরা। প্রথমার্ধের পারফরমেন্স খুবই খারাপ ছিল। বিশেষকরে বাঁদিকে। কনর শিল্ড ও ইরফান ইয়াদওয়াদ ওই দিকটা দিয়ে যা খুশি করে যাচ্ছিল। মাঝমাঠে নয়, এদিনের ম্যাচে সমস্যা যা কিছু হয়েছে সবটাই বাঁদিকে। বিরতির পর সেই সমস্যার সমাধান করি। তবে দলের কেউই নিজেদের সেরাটা দিতে পারেনি। অত্যন্ত হতাশাজনক পারফরমেন্স হয়েছে।' প্রসঙ্গত এই ম্যাচে বাঁদিকে খেলছিলেন নীশু কুমার ও রিচার্ড সেলিস। সাউলকে আড়াল করতে গিয়ে নিজের দোষও স্বীকার করে অস্কার বলেছেন, 'সাউলের মতো যারা চোট সারিয়ে ফিরেছে তাদের পক্ষে চেন্নাইয়ানের শরীরী ফুটবলের বিরুদ্ধে তীব্রতার সঙ্গে খেলা সম্ভব ছিল না। ওদের এতটা সময়ও আমার খেলানো বোধহয় উচিত হয়নি। গত ম্যাচের দলটাকে নামালেই ভালো হত। ওরা প্রায় সব ডুয়েলেই আমাদের হারিয়ে দিয়েছে। গতি-শক্তি ও আগ্রাসনে অনেক এগিয়ে ছিল। ওদের খেলার তীব্রতার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারিনি। ধারাবাহিকতা এই মরশুমে বড় সমস্যা। অনেক ব্যক্তিগত ভুলের খেসারতও দিতে হয়েছে। সেগুলো নিয়ে এবার বসা হবে।'

> আমরা জাগতে দেরি করে ফেলি। দ্বিতীয়ার্ধে ভালো খেলার চেষ্টা করছি। সুযোগও তৈরি হয়েছে। দুই গোলে এগিয়ে যাওয়ার পর চেন্নাইয়ানের নিজেদের অর্ধে বল ধরে রাখার প্রবণতা বেড়ে যায়। আমাদের কোনও জায়গাই দিচ্ছিল না ওরা। প্রথমার্ধের পারফরমেন্স খুবই খারাপ ছিল।
>
> **অস্কার ব্রুজোঁ**

হতাশা চেপে চেন্নাইয়ান এফসি কোচ ওয়েন কোয়েলকে জয়ের জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছেন ইস্টবেঙ্গল কোচ অস্কার ব্রুজোঁ।

আর আইএসএল নিয়ে না ভেবে যে এএফসি এবং সুপার কাপে মনোনিবেশ করাই লক্ষ্য সেটাও জানিয়ে দেন, 'প্লে-অফ নিয়ে আর না ভেবে এখন আইএসএলে মাঝামাঝি শেষ করার লক্ষ্যে খেলতে হবে। তবে এএফসিই এবার আমাদের প্রধান লক্ষ্য। তাছাড়া সুপার কাপও আছে। সামনের কলকাতা ডার্বিতে নিজেদের সেরা ফল করতে হবে।' ইস্টবেঙ্গলের পরের ম্যাচ মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের বিপক্ষে ১৬ ফেব্রুয়ারি।

সমতা ফেরানোর পর রিয়ালের কিলিয়ান এমবাপে।

পেনাল্টি ঘিরে বিতর্ক, নিষ্ফলা মাদ্রিদ ডার্বি

মাদ্রিদ, ৯ ফেব্রুয়ারি : মাদ্রিদ ডার্বিতে ফের পয়েন্ট ভাগাভাগি। এই নিয়ে টানা তিনবার। রিয়াল মাদ্রিদ বনাম অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ ম্যাচ শেষ হল ১-১ গোলে।

এই মরশুমে অ্যাটলেটিকো যে ছন্দে রয়েছে তাতে তারা যে কঠিন চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেবে তা বোধহয় বুঝতেই পেরেছিল রিয়াল। তাই বোধহয় শুরু থেকেই বলের নিয়ন্ত্রণ রেখে আক্রমণে ঝাঁপানোর পরামর্শ দিয়েছিলেন লস ব্লাঙ্কোসের কোচ কার্লো আন্সেলোত্তি। যদিও ম্যাচের শুরুতে এগিয়ে যায় দিয়েগো সিমিওনের দল। ৩৫ মিনিটে পেনাল্টি থেকে অ্যাটলেটিকোকে এগিয়ে দেন হুলিয়ান আলভারেজ। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে সেই গোল শোধ করেন রিয়ালের কিলিয়ান এমবাপে। এরপর বহু চেষ্টা করেও স্কোরলাইন বদলাতে পারেনি কেউই।

এদিকে অ্যাটলেটিকোর পাওয়া পেনাল্টি ঘিরে শুরু হয়েছে বিতর্ক। আসলে অরলিয়েন চৌয়ামেনি, স্যামুয়েল লিনোর পায়ে আঘাত করলেও প্রথমে ফাউল দেননি রেফারি। ভিএআরের মাধ্যমে পেনাল্টি পায় অ্যাটলেটিকো। সেই সময়ই ডাগ আউটে ক্ষোভ প্রকাশ করতে দেখা যায় আন্সেলোত্তিকে। ম্যাচ শেষে তিনি বলেছেন, 'রেফারিং নিয়ে কথা বলে বিতর্কে যেতে চাই না। রেফারি খুব কাছ থেকেই সবটা দেখেছিল। পেনাল্টি দেয় ভিএআর। আসলে ফুটবলের সঙ্গে জড়িত মানুষজনই বোধহয় এখন কিছু বোঝেন না।' যদিও অ্যাটলেটিকো কোচ দিয়েগো সিমিওনে মনে করছেন পেনাল্টির সিদ্ধান্তে কোনও বিতর্ক থাকতে পারে না।

মাদ্রিদ ডার্বি ড্র হওয়ায় ২৩ ম্যাচে ৫০ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষেই রইল আন্সেলোত্তির দল। সমসংখ্যক ম্যাচে অ্যাটলেটিকোর ঝুলিতে ৪৯ পয়েন্ট। রবিবার মাঠে নামার আগে পর্যন্ত এক ম্যাচ কম খেলে সিমিওনের দলের সঙ্গে বার্সার ব্যবধান চার পয়েন্টের।

প্রাপ্য মর্যাদা, প্রচার পায় না জাদেজা : অশ্বীন

চেন্নাই, ৯ ফেব্রুয়ারি : ভারতীয় দলে যথার্থ অর্থে 'থ্রি ডি' ক্রিকেটার। বোলিং, ব্যাটিংয়ের সঙ্গে ফিল্ডিং- তিন বিভাগেই ম্যাচের ভাগ্য গড়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন। রাখছেনও। কিন্তু তারপরও যতটা সম্মান, মর্যাদা, প্রচারের আলো পাওয়া উচিত, তা পায় না রবীন্দ্র জাদেজা। এমনই দাবি, প্রাক্তন সতীর্থ রবিচন্দ্রন অশ্বীনের।

চলতি ওডিআই সিরিজে ইতিমধ্যেই জাদেজার ঝলক। নাগপুরের পর আজ কটকে দ্বিতীয় ম্যাচেও তিন উইকেট তাঁর ঝোলায়। ব্যাটিং তো রয়েইছে। জাদেজাকে 'জ্যাকপট জ্যাঙ্গো' আখ্যা দিয়ে অশ্বীনের যুক্তি, প্রতিটি ফর্ম্যাটে অত্যন্ত ধারাবাহিক। অথচ, সেই সম্মান জাদেজাকে দেয় না সংবাদমাধ্যম। সাফল্যের বদলে বর্তমানে ব্যর্থতা নিয়ে বেশি সমালোচনা, বিতর্ক চলে।

> চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ফেভারিট ধরছেন নিউজিল্যান্ডকেও

> জাদেজার অবদান বরাবর প্রচারের আড়ালে থেকে যায়। প্রথম ওডিআইয়ে জো রুটের গুরুত্বপূর্ণ উইকেট নিয়েছিল। অথচ, তা নিয়ে কোনও আলোচনা নেই! ও হল 'জ্যাকপট জ্যাঙ্গো', একজন গেম চেঞ্জার। ওর ফিল্ডিং দলের সম্পদ। চাপের মুখে বারবার ব্যাট হোক বা বল হাতে অবদান রাখলেও ওর যথার্থ মূল্যায়ন হয় না।
>
> **রবিচন্দ্রন অশ্বীন**

নিজের ইউটিউব চ্যানেলে অশ্বীন আরও বলেছেন, 'জাদেজার অবদান বরাবর প্রচারের আড়ালে থেকে যায়। প্রথম ওডিআইয়ে জো রুটের গুরুত্বপূর্ণ উইকেট নিয়েছিল। অথচ, তা নিয়ে কোনও আলোচনা নেই! ও হল 'জ্যাকপট জ্যাঙ্গো', একজন গেম চেঞ্জার। ওর ফিল্ডিং দলের সম্পদ। চাপের মুখে বারবার ব্যাট হোক বা বল হাতে অবদান রাখলেও ওর যথার্থ মূল্যায়ন হয় না।' অশ্বীনের মতে, জাদেজা হল সহজাত অ্যাথলিট। প্রতিভা নিয়ে জন্মেছে। 'আমার থেকে অনেক বেশি প্রতিভাবান। সহজাত ক্রীড়াবিদ। সবথেকে বড় সম্পদ হল ওর ফিটনেস। এই বয়সেও অনায়াসে মিডউইকেটে দাঁড়িয়ে লং-অন থেকে ডিপ স্কোয়ার লেগ পর্যন্ত একাই সামলে দিতে পারে। ওর এই দক্ষতায় আমি অবশ্য একেবারেই অবাক নই, মুগ্ধ হই।'

অশ্বীনের মতে, আসন্ন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতেও জাদেজার সাফল্যের দিকে তাকিয়ে থাকবে গৌতম গম্ভীররাও। দাবি, মেগা ইভেন্টে ভারত ফেভারিট হিসেবে নামবেন। সঙ্গে রাখছেন নিউজিল্যান্ডকেও। আয়োজক পাকিস্তান বা অস্ট্রেলিয়ার আগে ব্ল্যাক ক্যাপসদের অগ্রাধিকার দেওয়ার প্রসঙ্গে প্রাক্তন অফস্পিনারের যুক্তি, 'নিউজিল্যান্ড দলটা বেশ শক্তিশালী। একঝাঁক দক্ষ ক্রিকেটার। পাকিস্তানের মাটিতে বাবরদের হারিয়েছে। ভালো স্পিনার থাকার সুবিধা পাবে। তাছাড়া পাকিস্তানের মাটিতে চলতি ত্রিদেশীয় সিরিজে খেলার অভিজ্ঞতাও কাজে লাগবে। ভারতের পর ট্রফির দ্বিতীয় বড় দাবিদার নিউজিল্যান্ডই। অস্ট্রেলিয়া বিশ্বকাপ জিতলেও চোটআঘাতে দলের ৪-৫ জন মূল প্লেয়ারকে পাচ্ছে না। ওদের সম্ভাবনা কম।'

রোহিত শর্মারা সব ম্যাচ দুবাইয়ে খেলবেন। অশ্বীনের মতে, এক পরিবেশ, মাঠে খেলা অ্যাডভান্টেজ পাবে ভারত। বাকি দেশগুলির মতো বিভিন্ন মাঠে খেলতে হবে না। বরং ভারত-ম্যাচে রোহিত ব্রিগেডের সামনে সমস্যায় পড়বে প্রতিপক্ষ দলগুলিই।

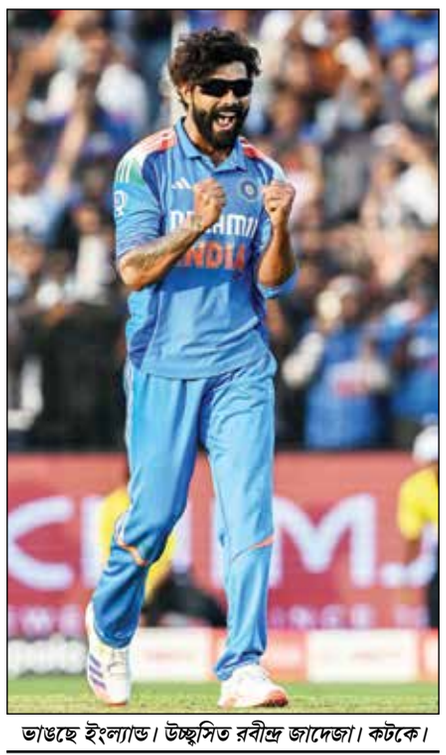

ভাঙছে ইংল্যান্ড। উচ্ছ্বসিত রবীন্দ্র জাদেজা। কটকে।

বারাবাটি স্টেডিয়ামে হঠাৎ করেই একটি বাতিস্তম্ভের আলো নিভে যায়।

রাতের কটকে আলো বিপর্যয়

কটক, ৯ ফেব্রুয়ারি : লক্ষ্য ৩০৫। রান তাড়া করতে নেমে দুর্দান্ত শুরু টিম ইন্ডিয়ার। বহুদিন পর ব্যাট হাতে ছন্দে অধিনায়ক রোহিত শর্মা।

আর তারপরই আচমকা ছন্দপতন! সৌজন্যে কটকের বারাবাটি স্টেডিয়ামে নৈশালোক। টিম ইন্ডিয়ার রান তাড়ার সময় ইনিংসের ৬.১ ওভারের মাথায় আচমকা বারাবাটি স্টেডিয়ামে একটি বাতিস্তম্ভের আলো সম্পূর্ণভাবে নিভে যায়। বন্ধ হয়ে যায় খেলা। হইচই পড়ে যায় সর্বত্র। মাঠে আম্পায়ারদের সঙ্গে কথা বলে ভারত অধিনায়ক রোহিত বিরক্তি প্রকাশ করেন। কিন্তু পরিস্থিতি কারও নিয়ন্ত্রণে ছিল না। কারও কিছু করারও ছিল না। নিট ফল, মিনিট পাঁচেক মাঠেই অপেক্ষার পর ভারত-ইংল্যান্ড দুই দলকেই মাঠ থেকে বেরিয়ে যেতে হয়। পরে জানা যায়, যে বাতিস্তম্ভের আলো নিভে গিয়েছিল, তার সঙ্গে যুক্ত থাকা জেনারেটর খারাপ হয়ে যায় আচমকাই। দ্রুত সেই জেনারেটর বদলে ফেলে নতুনভাবে বাতিস্তম্ভের সঙ্গে যুক্ত করা হয় নয়া জেনারেটর। এসব করতে গিয়েই অন্তত ৩৫ মিনিট পার। অন্তহীন অপেক্ষায় রোহিত-শুভমান গিলরা।

> খেলা বন্ধ ৩৫ মিনিট

মাঝের সময়ে দুই দলকেই মাঠের ধারে ডাগআউটে বসে থাকতে দেখা গিয়েছে। ভারত অধিনায়ক রোহিত ও তাঁর ওপেনিং পার্টনার সহ অধিনায়ক শুভমানদের শরীরীভাষায় হতাশা ও বিরক্তি ছিল স্পষ্ট। বাতিস্তম্ভের আলো নিভে যাওয়ার সময় ইংল্যান্ডের জোরে বোলার সাকিব মাহমুদ বোলিং করছিলেন। তিনিও গোটা ঘটনায় বিরক্তিপ্রকাশ করেন মাঠেই। অন্তত ৩৫ মিনিট পর খেলা শুরু হওয়ার পর হিটম্যানের ব্যাটিং তাণ্ডব অবশ্য থামেনি। বরং দীর্ঘসময় পর রোহিতকে অতীতের ছন্দে দেখা গিয়েছে। যা আবেগে ভাসিয়ে দিয়েছে বারাবাটি স্টেডিয়ামের ভরা গ্যালারিকে। উল্লেখ্য, ছয় বছর পর কটকে কোনও আন্তর্জাতিক ম্যাচ হল আজ। অতীতে যখনই কটকে আন্তর্জাতিক ম্যাচ হয়েছে, তখনই কিছু না কিছু বিপর্য ঘটেছে। সেই তালিকায় নয়া সংযোজন নৈশালোক বিপর্যয় ও ৩৫ মিনিটের দীর্ঘ অপেক্ষা।

মহমেডানের লড়াই এখন মর্যাদারক্ষার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ ফেব্রুয়ারি : আইএসএলে নিজেদের প্রথম মরশুমে কার্যত মুখ থুবড়ে পড়েছে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। লিগ টেবিলে অবস্থান সবার নীচে। বাকি আর পাঁচটা ম্যাচ। কোনও অঙ্কেই সুপার সিক্সে খেলা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই সাদা-কালোর কাছে বাকি ম্যাচগুলি কেবলই মর্যাদা রক্ষার লড়াই।

আন্দ্রেই চেরনিশভ হোন বা মেহরাজউদ্দিন ওয়াডু। এই মরশুমে মহমেডান হেডকোচের হটসিটে যেই বসেছেন, ম্যাচ শেষে হতাশ মুখে বলতে হয়েছে, সব হচ্ছে শুধু গোল ছাড়া। হায়দরাবাদ এফসি-র কাছে হারের পর মেহরাজ বেশ বিরক্তও। বলেছেন, 'তিনটি গোল হজম করা কখনোই ভালো দিক নয়। চিন্তার বিষয়। আমাদের রক্ষণকে শোধরাতে হবে।' বক্সের সামনে ফ্রি-কিক উপহার দেওয়া নিয়েও ক্ষুব্ধ। বলেন, 'বক্সের সামনে ফ্রি-কিক দেওয়া থেকেও বিরত থাকা যেত। সব সময় খেলোয়াড়দের বলি যতটা সম্ভব বক্সের সামনে ফাউল করা এড়াতে।' একই সঙ্গে প্রকাশ্যে দলের গোলরক্ষক ভাস্কর রায়ের সমালোচনা করে বলেছেন, 'আমার মনে হয় প্রথম গোলটা আটকানো যেত। কারণ, বল গোলকিপারের হাত ছুঁয়ে গিয়েছিল। আয়ত্তেই ছিল।'

মহমেডানের পরের ম্যাচ ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে। তার আগে দিন পাঁচেক সময় রয়েছে। মেহরাজ বলেছেন, 'ডার্বি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ। শুধু তাই নয়, শেষের এই পাঁচটা ম্যাচ ক্লাবের মর্যাদা রক্ষার জন্যও গুরুত্বপূর্ণ।' পয়েন্ট টেবিলে 'লাস্ট বয়'-এর তকমাও ঘোচাতে চান সাদা-কালোর অন্তর্বর্তীকালীন কোচ।

খেলোয়াড়দের গোলের দক্ষতায় খুশি মোলিনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ ফেব্রুয়ারি : শিল্ড জয়ের খেতাব থেকে আর কয়েকধাপ দূরে দাঁড়িয়ে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। বাকি চারটি ম্যাচে কোনও অঘটন না ঘটলে টানা দ্বিতীয়বার লিগশিল্ড আসছে গঙ্গাপাড়ের ক্লাব তাঁবুতে। বাগানে এখন ফিলগুড পরিবেশ।

সবুজ-মেরুন শিবিরে এই সাফল্যের চাবিকাঠি কী? চলতি আইএসএলে এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি ৩৯টি গোল করেছে মোহনবাগান। গোলস্কোরারের তালিকায় রয়েছেন দশজন ফুটবলার। দলে একাধিক গোলগেটার থাকাই মোহনবাগানকে লিগশীর্ষে রেখেছে। কোচ হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনাও খেলোয়াড়দের গোল করার দক্ষতা দেখে খুশি। তিনি বলেছেন, 'আমি গোল নিয়ে মোটেও চিন্তিত নই। কারণ, ছেলেরা যেভাবে সুযোগ তৈরি করছে তাতে গোল আসবে। ওদের খেলায় আমি খুশি। দিমি, কামিংসরা যদি এইভাবে খেলে যেতে পারে, তাহলে পরের ম্যাচগুলিতে আরও গোল করবে।' তিনি আরও যোগ করেছেন, 'আমার দলের সাফল্যের মূল রসায়ন খেলোয়াড়দের পরিশ্রম। ওরা গোল করছে। পাশাপাশি ক্লিনশিটও বজায় রাখছে। কোচিং স্টাফ, টিম ম্যানেজমেন্ট সবাই খুব সাহায্য করছে। এই জন্য দল সাফল্য পাচ্ছে।'

গোল করার ক্ষেত্রে স্ট্রাইকারদের সঙ্গে ডিফেন্ডাররাও সমানতালে পাল্লা দিয়ে দৌড়াচ্ছেন। চলতি আইএসএলে শুধু বাগান ডিফেন্ডাররাই করেছেন ১৩টি গোল। এই মুহূর্তে অজি বিশ্বকাপার জেমি ম্যাকলারেন ৮ গোল করে দলের সর্বাধিক গোলদাতা। ৬টি গোল করে তাঁর ঠিক পরেই রয়েছেন ডিফেন্ডার তথা অধিনায়ক শুভাশিস বসু। অজি তারকার সঙ্গে কি তাঁর গোলের প্রতিযোগিতা চলছে? উত্তরে বাগান অধিনায়ক বলেছেন,

> আমি গোল নিয়ে মোটেও চিন্তিত নই। কারণ, ছেলেরা যেভাবে সুযোগ তৈরি করছে তাতে গোল আসবে। ওদের খেলায় আমি খুশি। দিমি, কামিংসরা যদি এইভাবে খেলে যেতে পারে, তাহলে পরের ম্যাচগুলিতে আরও গোল করবে।
>
> **হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা**

'স্ট্রাইকারদের কাজই গোল করা। আমি চাই ম্যাকলারেন আমার দ্বিগুণ গোল করুক এবং লিগের সর্বাধিক গোলদাতা হোক।'

ছুটি কাটিয়ে সোমবার থেকে কেরালা ম্যাচের জন্য প্রস্তুতি শুরু করবেন মোহনবাগান ফুটবলাররা। শিল্ড জয়ের জন্য অঙ্কের হিসেব মাথায় না রেখে সব ম্যাচ জেতাই লক্ষ্য তাঁদের।

> বাইশ গজ থেকে অ্যাথলেটিক্সে

জাতীয় গেমসে জোড়া পদক মৌমিতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ ফেব্রুয়ারি : স্বপ্ন ছিল ক্রিকেটার হওয়া। তবে অর্থের অভাবে বাইশ গজে দৌড়টা থেমে যায়। সেই মৌমিতাই এখন বাংলার অ্যাথলেটিক্সে নতুন করে স্বপ্ন দেখাচ্ছেন। এবারের জাতীয় গেমসে ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ড থেকে প্রথম পদকটাও এল তাঁরই হাত ধরে।

ব্যাট-বল ছেড়ে অনেকটা বেশি বয়সেই নতুন দৌড়টা শুরু করেছিলেন। আসলে স্বপ্নটাকে কখনওই মরতে দেননি হুগলি বলাগড়ের মৌমিতা মণ্ডল। সঙ্গে ছিল হার না মানা মানসিকতা। সেটাই সাফল্যের পথে এগিয়ে দিচ্ছে বছর তেইশের অ্যাথলিটকে। বছরখানেক আগে ভুবনেশ্বরে ফেডারেশন কাপ অ্যাথলেটিক্স মিটে জোড়া পদক জেতেন। আবারও জোড়া পদক জিতলেন। এবার জাতীয় গেমসের মঞ্চে।

পদক জিতে উচ্ছ্বসিত মৌমিতা মণ্ডল। দেরাদুনে রবিবার।

উত্তরাখণ্ডের দেরাদুনে অনুষ্ঠিত গেমসে লং জাম্পের মহিলা বিভাগে ৬.২১ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করে সোনা জিতলেন মৌমিতা। রুপো জিতলেন একশো মিটার হার্ডলসে। দূরত্ব অতিক্রম করতে সময় নেন ১৩.৩৬ সেকেন্ড। জোড়া সাফল্যের পর স্বাভাবিকভাবেই উচ্ছ্বসিত মৌমিতা। পদক জয়ের পর বাংলার এই অ্যাথলিট বলেছেন, 'খুবই ভালো লাগছে। সামনে আবার ফেডারেশন কাপ রয়েছে। আপাতত সেখানেই ফোকাস। ওখানেও পদক জয়ের লক্ষ্য থাকবে। তারপর ২০২৬ সালের এশিয়ান গেমস।'

অন্যদিকে, এদিন লন টেনিসের মিক্সড ডাবলসে ব্রোঞ্জ জিতেছেন বাংলার নীতিন সিনহা ও যুবরানি বন্দ্যোপাধ্যায়।

অঙ্কিতের দাপটে চাপে মুম্বই

মুম্বই-৩১৫ হরিয়ানা-২৬৩/৫

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ ফেব্রুয়ারি : আজ তো তুমকো বিরিয়ানি খিলানা পড়েগা?

দ্বিতীয় দিনের খেলা তখন শেষ। ইডেন গার্ডেন্সের সাজঘর থেকে বেরিয়ে টিম বাসের দিকে হরিয়ানা দল। এমন সময় জনা তিনেক সতীর্থের সঙ্গে টিম বাসে ওঠার আগে এমন আবদারের মুখে পড়লেন হরিয়ানার অধিনায়ক অঙ্কিত কুমার (১৩৬)। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট কেরিয়ারের পঞ্চম শতরান করে দলকে ভরসা দিয়েছেন তিনি। আর শক্তিশালী মুম্বইকে রনজি ট্রফির কোয়ার্টার ফাইনালের মঞ্চে ঠেলে দিয়েছেন ব্যাকফুটে। গতকালের ২৭৮/৭ থেকে শুরু করে আজ ম্যাচের দ্বিতীয় দিন মুম্বই ইনিংস শেষ হয়ে যায় ৩১৫ রানে। জবাবে অধিনায়ক অঙ্কিতের শতরানে ভর দিয়ে দ্বিতীয় দিনের শেষে হরিয়ানার সংগ্রহ ২৬৩/৫। এখনও ৫২ রানে পিছিয়ে থাকা হরিয়ানা আগামীকাল প্রথম ইনিংসের লিড নেওয়ার ব্যাপারে অনেকটাই নিশ্চিত। দিনের খেলা শেষের দুই ওভার আগে হরিয়ানা অধিনায়কের উইকেট নিয়ে আজিঙ্কা রাহানের মুম্বইও বুঝিয়ে দিয়েছে, খাড়ুস ক্রিকেটের কারণে তারাও পালটা লড়াই করতে জানে। পরিস্থিতি যত কঠিনই হোক না কেন।

বল ঘুরছে। কিছু ডেলিভারি নীচুও হচ্ছে। সঙ্গে ইডেনের বাইশ গজে তৈরি হওয়া রাফ থেকে সামান্য ধুলোও উড়ছে। পিচ এখনও ব্যাটিংয়ের জন্য সহজ থাকলেও হয়তো কাল থেকেই স্পিনাররা আরও বেশি সাহায্য পাবেন বলেই মনে করা হচ্ছে। অন্তত মুম্বই শিবিরের ভাবনা তেমনই। গতকালের ২৭৮/৭ থেকে শুরুর পর আজ মুম্বই ইনিংসকে টানছিলেন অলরাউন্ডার তনুশ কোটিয়ান (৯৭)। অল্পের জন্য নিশ্চিত শতরান হাতছাড়া করেন তিনি। ব্যাট হাতে শতরান হাতছাড়া করলেও পরে বল হাতে জোড়া উইকেট নিয়ে তনুশ হরিয়ানা ব্যাটারদের চ্যালেঞ্জের সামনে ফেলে দিয়েছেন। তাঁর স্পিনের মায়াজালের সামনে বারবার অস্বস্তিতে পড়তে দেখা গিয়েছে লক্ষ্য দালাল (৩৪), হিমাংশু রানাদের (৩)। শামস মুলানিও (৫৯/২) বল হাতে কোটিয়ানের সঙ্গে জুটিতে দারুণ বোলিং করেছেন আজ। দ্বিতীয় দিনের খেলার শেষে মুম্বইয়ের কোচ ওমকার সালভি বলছিলেন, 'পরিস্থিতির বিচারে হয়তো সামান্য ব্যাকফুটে আমরা। কিন্তু মনে রাখবেন, খেলার এখনও তিনদিন বাকি। ফলে অনেক কিছুই হতে পারে বাকি দিনগুলিতে।'

শতরান করে অঙ্কিত কুমার।

অশ্বীনের পরামর্শে স্বপ্ন দেখছেন তনুশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ ফেব্রুয়ারি : তিনি যখন ব্যাট করতে নামেন, নিজেকে ব্যাটার হিসেবে দেখেন। আর যখন বল হাতে তুলে নেন, নিজেকে বোলার হিসেবে ভাবেন।

আধুনিক ক্রিকেটে অলরাউন্ডারদের বিশাল গুরুত্ব রয়েছে। অথচ, মুম্বইয়ের ২৬ বছরের তনুশ কোটিয়ান নিয়মিতভাবে ব্যাটে-বলে পারফর্ম করার পরও নিজেকে অলরাউন্ডার বলতে নারাজ। ইডেনে চলতি মুম্বই বনাম হরিয়ানা রনজি ট্রফির কোয়ার্টার ফাইনালের আসরেও ব্যাট হাতে ৯৭ রানের ইনিংস খেলেছেন তিনি। আজ আবার বল হাতে জোড়া উইকেট নিয়ে দলকে ভরসা দিয়েছেন। দিনের খেলার শেষে সাংবাদিকদের সামনে হাজির হয়ে চমকপ্রদভাবে তনুশ বলে দিলেন, 'আমি নিজেকে অলরাউন্ডার হিসেবে দেখি না। যখন ব্যাট করতে নামি, তখন একজন ব্যাটার হিসেবে নিজেকে ভাবি। আর বল করার সময় ভাবি আমি একজন বোলার।'

৯৭ রানে ফিরছেন তনুশ কোটিয়ান।

পরিসংখ্যান বলছে, সাম্প্রতিককালের ঘরোয়া ক্রিকেটে সবচেয়ে ধারাবাহিক অলরাউন্ডারের নাম তনুশ। শেষ মরশুমেও ব্যাটে-বলে সফল হয়েছিলেন তিনি। এবারও তাই। মাঝের সময়ে রবিচন্দ্রন অশ্বীনের আচমকা অবসরের পর অস্ট্রেলিয়ায় টিম ইন্ডিয়ার টেস্ট স্কোয়াডেও ডাক পেয়েছিলেন তনুশ। প্রথম একাদশে সুযোগ হয়নি। কিন্তু কেমন ছিল সেই অভিজ্ঞতা? কোটিয়ানের কথায়, 'ঘরোয়া ক্রিকেট থেকে সরাসরি জাতীয় দলের সাজঘরে ঢুকে পড়াটা সহজ নয়। আমার কাছে সুযোগ এসেছিল। অনেক কিছু শিখেছি। সেই সব অভিজ্ঞতা আমার আগামীদিনে কাজে লাগবে।' আপনার প্রিয় ক্রিকেটার কে? প্রশ্ন শেষ হওয়া মাত্র তনুষ বলে দিলেন অশ্বীনের নাম। তাঁর কথায়, 'অ্যাশভাইয়ের সঙ্গে রাজস্থান রয়্যালস দলে রয়েছি বেশ কয়েক বছর। ওঁর থেকে অনেক কিছু শিখেছি। পেয়েছি নানা গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শও। অশ্বীনের পরামর্শ আমার আগামীর ক্রিকেট জীবনে এগিয়ে চলার অনুপ্রেরণা।'

শ্রীলঙ্কার দ্বিতীয় ইনিংসে ৪ উইকেট নিয়ে নাথান লায়োন।

সহজ জয় অস্ট্রেলিয়ার

গল, ৯ ফেব্রুয়ারি : জয়টা সময়ের অপেক্ষা ছিল। রবিবার গলে দিনের প্রথম সেশনেই কাজটা সেরে ফেলল অস্ট্রেলিয়া। দ্বিতীয় টেস্টে সাড়ে তিনদিনে শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে সিরিজ পকেটে পুরল অজিরা। একই সঙ্গে হোয়াইটওয়াশ করল দ্বীপরাষ্ট্রের দলটিকে।

তৃতীয় দিনের শেষে দ্বিতীয় ইনিংসে শ্রীলঙ্কার স্কোর ছিল ২১১। ৫৪ রানের লিড ছিল। তবে হাতে ছিল মাত্র দুই উইকেট। ৪৮ রানে অপরাজিত থাকা কুশল মেন্ডিস ৫০ করেন। অন্যদিকে, অ্যাঞ্জেলো ম্যাথিউজ কোনও রান যোগ করতে পারেননি। ৭৬ রানেই আউট হন তিনি। সবমিলিয়ে আর ২০ রান যোগ করে লঙ্কা ব্রিগেড। এদিকে, ৭৫ রান তাড়া করতে নেমে সহজেই লক্ষ্যে পৌঁছে যায় অস্ট্রেলিয়া। মাত্র এক উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয় তারা। ট্রাভিস হেড ২০ রানে ফেরেন। উসমান খোয়াজা ও মার্নাস লাবুশেন যথাক্রমে ২৭ ও ২৬ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলে জেতান দলকে।

আলো-আঁধারির বারাবাটিতে শো হিটম্যানের

ইংল্যান্ড-৩০৪
ভারত-৩০৮/৬

কটক, ৯ ফেব্রুয়ারি : ভারতীয় ইনিংসের সপ্তম ওভার।

হঠাৎ অন্ধকারে মাঠ। একদিকের বাতিস্তম্ভের আলো নিভে গিয়েছে! প্রায় আধঘণ্টা অপেক্ষার পর সমস্যা মিটিয়ে খেলা শুরু। শুরু হিটম্যান-শোয়েরও। আলো-আঁধারির বারাবটিতেই অন্ধকার সরিয়ে সাফল্যের আলোয় ফিরলেন রোহিত শর্মা! রোহিত স্পেশালের হাত ধরে সিরিজ ভারতের। ৩০৫ রানের জয়লক্ষ্যে খেলতে নেমে শুরু থেকেই ঝোড়ো ব্যাটিং। নতুন বলে গাস অ্যাটকিনসন, সাকিব মাহমুদদের যাবতীয় চ্যালেঞ্জ উধাও যার ধাক্কায়। মাঝেই ফ্লাডলাইটের সমস্যায় রোহিত-শোয়ে সাময়িক ব্রেক। কিছুটা বিরক্তি নিয়ে মাঠ ছাড়া। দীর্ঘদিন পর ছন্দে। ব্যাটের মাঝখান দিয়ে ঠিকঠাক শট বেরোচ্ছে। তাতেই ব্রেক আলোর সমস্যায়।

ইংল্যান্ডকে চুর্ণ করে সিরিজ জয়

কোনও কিছুই রোহিতের মনঃসংযোগে ব্যাঘাত ঘটাতে পারেনি। খেলা ফের শুরু হলে সাকিবকে বাউন্ডারি হাঁকিয়ে টেম্পো সেট করে নেন। যতক্ষণ ক্রিজে ছিলেন যা বজায় থাকল। কখনও ক্রিজ ছেড়ে বেরিয়ে আক্রমণ শানালেন। কখনও ব্যাকফুটে দীর্ঘদিন পর নিখুঁত পুল পৌঁছে গেল গ্যালারিতে।

২৬তম ওভারে আদিল রশিদকে ছক্কা হাঁকিয়ে ৩২তম শতরান। পাঁচবার নার্ভাস নাইন্টিসকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ছক্কা হাঁকিয়ে তিন অঙ্কে পা। আর কোনও ভারতীয়র যে কৃতিত্ব নেই। লিয়াম লিভিংস্টোনকে গ্যালারিতে ফেলতে গিয়ে যখন আউট হলেন ১১৯ রানের ঝলমলে ইনিংসে আলোকিত রোহিত। টানা দুই ম্যাচ হেরে সিরিজ হাতছাড়ায় আশঙ্কার মেঘ আরও গাঢ় ইংল্যান্ড শিবিরে।

১২টি বাউন্ডারি ও ৭টি ছক্কা। গোটা বারাবাটি উঠে দাঁড়িয়ে অধিনায়কের যে প্রয়াসকে কুর্নিশ জানাল। ডাগআউটে পিঠ চাপড়ে দিলেন বিরাট কোহলি। গ্যালারিতে একঝাঁক ফেস্টুন। যার একটাতে লেখা- 'মুম্বই টু গ্লোরি, হিটম্যান স্টোরি'। দীর্ঘ অপেক্ষার পর বাইশ গজে দেখা মিলল হিটম্যান-শোয়ের। মিশন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে যা আশ্বস্ত করল দলকে, ভক্তদেরও।

যোগ্য সংগতে ডেপুটি শুভমান গিল। নাগপুরে ৮৭ রানের পর আজ কটকে রোহিত-শোয়ের মাঝে পরিণত ব্যাটিং। খুচরো রানে স্ট্রাইক রোটেটের সঙ্গে খারাপ বলের হিসেব মেটালেন। ৩০ বলে ৫০ রোহিতের। শুভমান সিরিজে দ্বিতীয় পঞ্চাশে পা রাখলেন ৪৫ বলে। জেমি ওভারটনের নিখুঁত ইয়র্কারে যখন শুভমান (৬০) ফিরলেন, ভারত ১৩৬/১-এর স্বস্তির স্কোরে।

মঞ্চ প্রস্তুত থাকলেও বিরাট-হতাশা (৫) অবশ্য কাটেনি। ওডিআই বিশ্বকাপ ফাইনালের পর পঞ্চাশের ফরম্যাটে প্রথম ম্যাচ। গ্যালারিতে রো-কোর যুগলবন্দির দেখার ছটফটানি। সুর কাটে রশিদকে কভার ড্রাইভ মারতে গিয়ে। ব্যাটের কানায় লেগে ক্যাচ উইকেটকিপার ফিল সল্টের দস্তানায়। রিভিউ নিয়ে বিরাট-প্রাপ্তি ইংল্যান্ডের, ফের 'অন্ধকারে' বারাবটি।

১৩৬/০ থেকে ১৫০/২। যদিও বাটলারদের ম্যাচে ফেরার সুযোগ দিতে রাজি ছিল না মেন ইন ব্লু। রোহিতের শতকীয় ইনিংসের পর শ্রেয়স আইয়ার (৪৪), অক্ষর প্যাটেলরা (অপরাজিত ৪১) বাকি কাজটা সেরে নেন। দুর্ভাগ্য শ্রেয়সের, রানআউট হয়ে ফেরেন।

লোকেশ রাহুল (১০) অবশ্য এদিনও ব্যর্থ টিম ম্যানেজমেন্টের ভরসার মর্যাদা রাখতে। মনে রাখা উচিত লোকেশের জন্যই রিজার্ভ বেঞ্চে বসে গেমচেঞ্জার ঋষভ পন্থ। হার্দিক পান্ডিয়া (১০) দ্রুত ফেরায় আশঙ্কা তৈরি হলেও সিরিজ জয় আটকায়নি ভারতের। ৪৫তম ওভারের তৃতীয় বলে রুটকে বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ম্যাচে ইতি টানেন জাদেজা (অপরাজিত ১১)।

এর আগে টসে জিতে ব্যাটিং নেয় ইংল্যান্ড। ভারতীয় একাদশে জোড়া পরিবর্তন। বিরাটের সঙ্গে ওডিআই-অভিষেক বরুণ চক্রবর্তীর। বাদ যশস্বী জয়সওয়াল ও কুলদীপ যাদব। ইংল্যান্ডের শুরুটা ৮১ রানের ওপেনিং পার্টনারশিপ দিয়ে। কৃতিত্ব প্রাপ্য বেন ডাকেট (৬৫)। যাকে ফেরান জাদেজা। বড় জুটি হলেও সল্ট এদিন কিছুটা অফ-কালার। ৬ রানের মাথায় অক্ষর প্যাটেল সহজ ক্যাচ ফেলেন। কিন্তু সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারেননি সল্ট (২৬)। বরুণের প্রথম ওডিআই শিকার হয়ে ফেরেন।

অক্ষরের ক্যাচ মিসটুকু সরিয়ে রাখলে এদিন ভারতের ফিল্ডিং প্রশংসনীয়। বিশেষত, শুভমান। হ্যারি ব্রুকের (৩১) শট উলটো দিকে প্রায় ২০ মিটার দৌড়ের ঝাঁপিয়ে তালুবন্দি করেন। বিপজ্জনক জস বাটলারের (৩৪) ক্যাচ নিলেন সামনে ঝাঁপিয়ে।

জো রুটের ক্রিকেটীয় শটে সাজানো ৬৯ রানের কপিবুক ইনিংস থামে রবীন্দ্র জাদেজার স্পিনে (৩৫/৩)। ডেথ ওভারে লিভিংস্টোনের ৪১ তিনশো পার করে দেয় ইংল্যান্ডের ইনিংসকে। ব্যাটিং সহায়ক পরিস্থিতির চ্যালেঞ্জ নিতে ব্যর্থ মহম্মদ সামি।

নাগপুরের সিরিজের প্রথম ম্যাচে ছন্দে ফেরার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। আজ উলোটপুরান। ৭.৫ ওভারে ৬৬ রান খরচ করে শেষ দিকে অ্যাটকিনসনের উইকেট। রান দিলেন হর্ষিত রানাও (৬২/১)। টি২০ ম্যাজিক না দেখা গেলেও একেবারে হতাশও করেননি বরুণ (৫৪/১)।

১৬ মাস অপেক্ষার পর ওডিআই ক্রিকেটে শতরান পেলেন রোহিত শর্মা।

রোহিত-শুভমানের ওডিআইয়ে শেষ আট ওপেনিং জুটি

রান	বল
৬২	৩৫
১০০	৭১
৭১	৫০
৩০	২৬
৭৫	৭৬
৯৭	৮১
৩৭	২৭
১৩৬	১০০

ওডিআইয়ে সর্বাধিক ছক্কা

ছয়	ব্যাটার
৩৫১	শাহিদ আফ্রিদি
৩৩৮	রোহিত শর্মা
৩৩১	ক্রিস গেইল
২৭০	সনৎ জয়সূর্য
২২৯	মহেন্দ্র সিং ধোনি
২২০	ইয়োন মরগ্যান

রোহিতের দ্রুততম ওডিআই শতরান (বলের নিরিখে)

বল	প্রতিপক্ষ	স্থান	সাল
৬৩	আফগানিস্তান	নয়াদিল্লি	২০২৩
৭৬	ইংল্যান্ড	কটক	২০২৫
৮২	ইংল্যান্ড	নটিংহাম	২০১৮
৮২	নিউজিল্যান্ড	ইনদোর	২০২৩
৮৪	ওয়েস্ট ইন্ডিজ	গুয়াহাটি	২০১৮

রোহিতের দ্রুততম ওডিআই অর্ধশতরান (বলের নিরিখে)

বল	প্রতিপক্ষ	স্থান	সাল
২৭	বাংলাদেশ	মীরপুর	২০২২
২৯	শ্রীলঙ্কা	কলম্বো	২০২৪
৩০	আফগানিস্তান	নয়াদিল্লি	২০২৩
৩০	ইংল্যান্ড	কটক	২০২৫
৩১	অস্ট্রেলিয়া	রাজকোট	২০২৩

এই ছেলেটা একেবারে তৈরি : শাস্ত্রী

ব্যাটিংয়ে রোকো-র মিশেল দেখেন গিল

কটক, ৯ ফেব্রুয়ারি : ভারতীয় নেটে প্রথম দর্শনেই মজেছিলেন রবি শাস্ত্রী। ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, ছেলেটা আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের জন্য একদম তৈরি। লম্বা রেসের ঘোড়া।

মাঝে গঙ্গা দিয়ে প্রচুর জল বয়ে গিয়েছে। তরুণ তুর্কির তকমা ঝেড়ে বর্তমানে দলের সহ অধিনায়ক। ২০২৩ সালের পর ওডিআই ফর্ম্যাটে ভারতের সবচেয়ে সফল ব্যাটারও। নাগপুরে ৮৭ রানের দুরন্ত ইনিংসে দলকে জেতানোর মূল কারিগরও।

গ্রাউন্ড শট খেলতে ভালোবাসেন। শুভমানের দর্শনীয় অফড্রাইভ টানে প্রাক্তনদেরও। হাতে রয়েছে লম্বা শটও। নিজের যে অস্ত্রগুলির সঠিক ব্যবহারের ফল ৫০-৫০ ফর্ম্যাটে দলের অন্যতম সম্পদ।

নিজের ব্যাটিং নিয়ে এদিন অবাক কথা শোনান শুভমানের। দাবি রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলির মিশেল নাকি ঘটেছে তাঁর ব্যাটিংয়ে! সম্প্রচার সংস্থাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'আমি ওডিআই ক্রিকেটটা যেভাবে খেলি, তা অনেকটা রোহিতভাই এবং বিরাটভাইয়ের মিশেল। রোহিতভাইয়ের সঙ্গে যখন ব্যাটিং করি, আমাদের মধ্যে মূল আলোচনা হয় ব্যাটিংকে যথাসম্ভব সহজ রাখা। প্রথমে উইকেট বুঝে নেওয়া। তারপর কোন বোলারকে টার্গেট করব, তা ঠিক করা। সাফল্য পেতে হলে এই বোধটুকু থাকা খুব গুরুত্বপূর্ণ।'

নাগপুরে যশস্বী জয়সওয়ালকে ওপেনিংয়ের জায়গা ছাড়তে হয় শুভমানকে। তবে তিন নম্বরে নেমেও নিজে ভুলচুক করেননি। কটকে যশস্বীর অবর্তমানে ফের রোহিতের সঙ্গে ওপেনিংয়ে। উপভোগ করেন বিরাটের সঙ্গেও ক্রিজে সময় কাটানো।

বছর পঁচিশের শুভমানের কথায়, বিরাটভাইয়ের সঙ্গে পার্টনারশিপে গুরুত্বপূর্ণ দিক হল 'রানিং বিটুইন দ্য উইকেট'। বিরাট স্ট্রাইক রোটেট করতে পছন্দ করে। খুচরো রান প্রচুর নেই। গিল বলেছেন, 'খুচরো রান নিয়ে ইনিংসকে সবসময় সচল রাখতে পছন্দ করে বিরাটভাই। রোহিত-বিরাটের সঙ্গে ব্যাটিং করার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। তবে দারুণ উপভোগ করি ওদের দুইজনের সঙ্গে পার্টনারশিপ।'

২০১৯ সালে নিউজিল্যান্ড সফরে ভারতীয় দলের হয়ে অভিষেক হয়

> খুচরো রান নিয়ে ইনিংসকে সবসময় সচল রাখতে পছন্দ করে বিরাটভাই। রোহিত-বিরাটের সঙ্গে ব্যাটিং করার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। তবে দারুণ উপভোগ করি ওদের দুইজনের সঙ্গে পার্টনারশিপ।
>
> **শুভমান গিল**

শুভমানের। হেডকোচ তখন রবি শাস্ত্রী। ব্যাটিং কোচের দায়িত্বে সঞ্জয় বাঙ্গার। নেটে কড়া নজর ছিল দুইজনের। প্রথম দর্শনেই লেটার মার্কস সহ পাশ শুভমান। এদিন সেই অজানা গল্প বাঙ্গারের গলায়।

বাঙ্গার জানান, নতুনদের পরখ করার নির্দিষ্ট পদ্ধতি চালু ছিল ভারতীয় দলে। প্রথমে নেটে দেখে নেওয়া। তারপর থ্রোডাউন স্পেশালিস্ট। কিছুটা সামনে থেকে জোরে বল ছোড়া। সামলানো সহজ ছিল না। কিন্তু নেট সেশনেই বাজিমাত শুভমানের। তরুণ গিলকে দেখে রীতিমতো অবাক, মুগ্ধ রবি নাকি বলেও দেন, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের চ্যালেঞ্জ নিতে প্রস্তুত একটা ছেলেকে পাওয়া গিয়েছে।

ইংল্যান্ড সিরিজের টানা দ্বিতীয় অর্ধশতরানের পথে শুভমান গিল। রবিবার কটকে।

আজ ডেভেলপমেন্ট লিগে ডার্বি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ ফেব্রুয়ারি : এই মরশুমে সমস্ত পর্যায়ে মিলিয়ে ডার্বির পরিসংখ্যান দেখলে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট অনেকটাই এগিয়ে থাকবে। তবুও সোমবার ডেভেলপমেন্ট লিগে আঞ্চলিক গ্রুপ পর্বে ইস্টবেঙ্গলের মুখোমুখি হওয়ার আগে একটু হলেও চাপ অনুভব করতে পারে সবুজ-মেরুনের যুব দল।

প্রথমত গ্রুপ পর্বে মোহনবাগানের শুরুটা ভালো হয়নি। শুধু তাই নয়, দেগি কার্ডোজোর দল যে ডায়মন্ড হারবার এফসি-র সঙ্গে পয়েন্ট ভাগাভাগি করেছে, তাদেরই ৪-২ গোলে হারিয়েছে লাল-হলুদ। এছাড়াও ডেভেলপমেন্ট লিগে বাছাই পর্বের শেষ ম্যাচে বাগানকে আটকে দিয়েছিল বিনো জর্জের ইস্টবেঙ্গল। কাজেই পরিসংখ্যানে পিছিয়ে থাকলেও আত্মবিশ্বাসে ভরপুর লাল-হলুদ শিবির। সোমবার বড় ম্যাচে সুহেল ভাট সহ আইএসএল স্কোয়াডে থাকা একাধিক ফুটবলারকে খেলানোর পরিকল্পনা রয়েছে মোহনবাগানের। উলটোদিকে ইস্টবেঙ্গলেরও আইএসএল স্কোয়াডের বেশ কয়েকজন ফুটবলারকে যুব দলের অনুশীলনে দেখা গিয়েছে।

ফের বড় ম্যাচে জয় বাগানের

কলকাতা, ৯ ফেব্রুয়ারি : সিনিয়ার হোক কিংবা জুনিয়ার, চলতি মরশুমে ডার্বিতে অপ্রতিরোধ্য মোহনবাগান। রবিবার অনূর্ধ্ব-১৩ সাব-জুনিয়ার লিগের ডার্বিতে ইস্টবেঙ্গলকে ১-০ গোলে হারাল তারা। দলের হয়ে একমাত্র গোলটি করেন সাগ্নিক কুণ্ডু। এই নিয়ে চলতি মরশুমে সিনিয়ার, জুনিয়ার মিলিয়ে ১১টি ডার্বির ৮টিতেই জয় পেয়েছে সবুজ-মেরুন। ১টি ডার্বিতে জয় পেয়েছে ইস্টবেঙ্গল। বাকি ২টি ডার্বি ড্র হয়েছে।

শ্রীদীপের ৪ উইকেট

আলিপুরদুয়ার, ৯ ফেব্রুয়ারি : জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুপার ডিভিশন ক্রিকেট লিগে রবিবার অরবিন্দনগর ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ৬ উইকেটে ঘর সংসারকে হারিয়েছে। অরবিন্দনগর মাঠে ঘর টসে জিতে ২৩.৩ ওভারে ৮১ রানে অল আউট হয়। ভরত নাগ ২৭ রান করেন। শ্রীদীপ পোদ্দার ১২ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট। জবাবে অরবিন্দনগর ৯.৩ ওভারে ৪ উইকেটে ৮২ রান তুলে নেয়। বিশ্বজিৎ দে ৩৭ রান করেন। রাজু বর্মন ২৭ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট।

ভিশন চ্যালেঞ্জার্সে সেরা ডুয়ার্স তরাই

ট্রফি নিয়ে ডুয়ার্স তরাই সুপার ইলেভেন। সূর্যনগর পুরসভার মাঠে।

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৯ ফেব্রুয়ারি : উত্তরের দিশারীর ভিশন আই চ্যালেঞ্জার্স কাপ টি২০ ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল ডুয়ার্স তরাই সুপার ইলেভেন। রবিবার সূর্যনগর পুরনিগমের মাঠে ফাইনালে তারা ২৮ রানে হারিয়েছে কলকাতা ক্যাপিটালসকে।

উত্তরের দিশারীর প্রতিযোগিতার এটি পঞ্চম বছর। প্রতিযোগিতার ব্যবস্থাপনায় খুশি ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য ব্লাইন্ড অফ বেঙ্গলের সচিব চিন্ময় মণ্ডল। বলেছেন, 'আমাদের রাজ্যে হাতেগোনা ৫-৬টি প্রতিযোগিতা হয়। সেখানে এত সুন্দর আয়োজন, এখানে খেলে যাওয়ার পর শুভেন্দু মাহাতো বিশ্বকাপজয়ী ভারতীয় দলের সদস্য হয়েছিল। এবার মানিকচকের নাসিরউদ্দিন আহমেদের দল ফাইনালে উঠতে না পারলেও ব্যক্তিগতভাবে ওর পারফরমেন্স ভালো ছিল।' তাঁকে সমর্থন করেছেন ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য ব্লাইন্ড ইন ইন্ডিয়ার সভাপতি মোহান্তেস জি কিভাদাসন্নাবার। বলেছেন, 'বেঙ্গালুরুতে সামনেই ৫ ম্যাচের টি২০ সিরিজ আছে জাতীয় দলের। তার আগে এই টুর্নামেন্ট ক্রিকেটারদের দেখে নেওয়ার ভালো সুযোগ করে দিল। বেশ কয়েকজন জাতীয় দলের স্পটারও টুর্নামেন্টটি দেখতে এখানে এসেছেন।'

প্রশংসা আয়োজকদের

সেরা আলিপুরদুয়ার

আলিপুরদুয়ার, ৯ ফেব্রুয়ারি : কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থার ৭৫ তম উদযাপন উপলক্ষ্যে আমন্ত্রণমূলক অ্যাথলেটিক্স মিটে রাজবাড়ি স্টেডিয়ামে সার্বিকভাবে চ্যাম্পিয়ন হল আলিপুরদুয়ার দল। তাদের পয়েন্ট ৪৭। আলিপুরদুয়ারের মল্লিকা বেগম ২০০ ও ৪০০ মিটারে প্রথম হয়েছেন। ৩০০০ মিটারে প্রথম পূর্ণিমা রাজভর। অনামিকা সূত্রধর শট পাটে প্রথম হয়েছেন। চন্দন রায় ৮০০ মিটারে প্রথম হয়েছেন। দীপা বর্মন ১০০ মিটারে প্রথম ও জ্যাভলিন থ্রোয়ে দ্বিতীয় হয়েছেন। পাশাপাশি বুমপা রায় শট পাট ও ডিসকাসে দ্বিতীয় হয়েছেন। অতনু চৌধুরী ১০০ মিটারে তৃতীয় ও ২০০ মিটারে দ্বিতীয় হয়েছেন।

সেরা কুমারগঞ্জ

কুমারগঞ্জ, ৯ ফেব্রুয়ারি : কুমারগঞ্জে বালুপাড়া অংশুমান স্মৃতি টেনিস ক্রিকেটে সেরা হল কুমারগঞ্জ থানা। ফাইনালে তারা সাফানগর পূর্ণ নাইন স্টার দলকে হারিয়েছে। প্রতিযোগিতার সেরা মুন্না সরকার।

ট্রফি নিয়ে পতিরাম স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন। - পঙ্কজ মহন্ত

চ্যাম্পিয়ন পতিরাম স্পোর্টস

বালুরঘাট, ৯ ফেব্রুয়ারি : ডিওয়াইএফআইয়ের অভিজিৎ মুখোপাধ্যায় ও অশোক কর্মকার ট্রফি ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল পতিরাম স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন। রবিবার ফাইনালে তারা ৩ উইকেটে অভিযাত্রী ক্লাবকে হারিয়েছে। টাউন ক্লাবের মাঠে অভিযাত্রী ২০ ওভারে ৯ উইকেটে ৯১ রান তোলে। অঙ্কিত দাস ১৬ রান করেন। ম্যাচের সেরা গৌতম রায় ৪ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। ভালো বোলিং করেন রাজা সিং (১৬/২)। জবাবে পতিরাম ২০ ওভারে ৭ উইকেটে ৯২ রান তুলে নেয়। প্রীতম বসাক ৩০ রান করেন। অরবিন্দ ২৪ রানে নেন ২ উইকেট।

বিদ্যাভারতীর ক্রীড়া

রায়গঞ্জ, ৯ ফেব্রুয়ারি : বিদ্যাভারতী উত্তরবঙ্গের বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠিত হল সুদর্শনপুরে এক বেসরকারী স্কুলের মাঠে। উত্তরবঙ্গের বিদ্যাভারতী অনুমোদিত স্কুলগুলির প্রায় ৩৫০ পড়ুয়া ৬৩টি ইভেন্টে অংশ নেয়।

উত্তরের খেলা

রাজ্য ক্রীড়ায় টুসু, পিউ

মালদা, ৯ ফেব্রুয়ারি : মেদিনীপুরের শালবনিতে মার্চ মাসে অনুষ্ঠেয় রাজ্য ক্রীড়ায় অংশ নেবে মালদা চক্রের টুসু কর্মকার ও পিউ সরকার। সাকরমা ম্যানেজড প্রাইমারি স্কুলের পঞ্চম শ্রেণির টুসু নামবে ১০০ মিটার দৌড়ে। লক্ষ্মীপুর জুনিয়ার বেসিকের তৃতীয় শ্রেণির পিউয়ের ইভেন্ট জিমনাস্টিক্স। মালদা চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক ভরত ঘোষ দুই ছাত্রীর সাফল্য কামনা করেছেন।

চ্যাম্পিয়ন বাবাই

কুমারগঞ্জ, ৯ ফেব্রুয়ারি : কৃষ্ণপুর স্পোর্টস অ্যান্ড কালচারাল ক্লাবের টেনিস ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল বালুরঘাট বাবাই একাদশ। রবিবার ফাইনালে তারা চকমোহন দলকে হারিয়েছে।

৭ উইকেট অতনুর

বালুরঘাট, ৯ ফেব্রুয়ারি : জেলা ক্রীড়া সংস্থার ক্রিকেটে রবিবার গঙ্গারামপুর ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্প ৩০ রানে যাত্রিক ক্লাবকে হারিয়েছে। এদিন বালুরঘাট স্টেডিয়ামে গঙ্গারামপুর ৪০ ওভারে ৮ উইকেটে ১৬৮ রান তোলে। শশাঙ্ক সরকার ৪৪ ও ধ্রুব রায় ৪০ রান করেন। বিপ্রতীপ রায়চৌধুরী ২৮ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। ভালো বোলিং করেন সম্রাট সাহা (১৮/২)। জবাবে যাত্রিক ৩৭.২ ওভারে ১৩৮ রানে অল আউট হয়। রাজু দাস ও দেবাশিস নাহা ২৩ রান করেন। ম্যাচের সেরা অতনু সরকার ২৬ রানে পেয়েছেন ৭ উইকেট।

ম্যাচের সেরার পুরস্কার নিয়ে অতনু সরকার। ছবি : পঙ্কজ মহন্ত

বেল্ট, শংসাপত্র

কোচবিহার, ৯ ফেব্রুয়ারি : কোচবিহার স্পোর্টস ক্যারাটে অ্যাকাডেমির ৫৭ জন ক্যারাটেকাকে বেল্ট ও শংসাপত্র তুলে দেওয়া হল। শনিবার রাজারহাট হাইস্কুলে আয়োজিত একটি কর্মসূচিতে প্রশিক্ষক মিঠুনজিৎ বর্মন সহ অন্যরা সেগুলি ক্যারাটেকাদের হাতে তুলে দিয়েছেন। সম্প্রতি বেনারসে অনুষ্ঠিত ক্যারাটেতে পদকজয়ী কৃতিকা দত্ত ও তুহিন রায়কে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ১কোটির বিজয়ী হলেন হুগলী-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, হুগলী - এর একজন বাসিন্দা শেখ মুস্তাক আলী - কে 04.11.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 46L 78266 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "মধ্যবিত্ত মানুষদের পরিবার প্রত্যহ একটি সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়। স্বাভাবিক ও শান্ত জীবনযাপনের জন্য টাকা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ডিয়ার লটারি আমাদের পরিবারের ভাগ্যকে ইতিবাচকভাবে পরিবর্তন করার জন্য চমৎকার একটি সুযোগ প্রদান করেছে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।